মন্না ভান্না

মণা ভান্না

রচনা :

মরিস্ মেতারলিঙ্ক্

অনুবাদ :

পুষ্পময়ী বসু

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

প্রথম বাংলা সংস্করণ—১৯৪৬

দাম : তিন টাকা

প্রকাশক : অখিল দাশগুপ্ত, র‍্যাডিক্যাল বুক্ ক্লাব, ছয়, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
মুদ্রাকর : ক্ষীরোদচন্দ্র পাল, নিউ সরস্বতী প্রেস, সতর, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা

মন্না ভান্না

চরিত্র

গিডো কলোন্না	...	পিসার সেনা-বাহিনীর অধিনায়ক
মার্কো	..	গিডোর পিতা
প্রিনৎসিভেল	...	ফ্লোরেন্সের বেতনভোগী সেনাপতি
বোর্সো, টরেল্লো	...	গিডোর সহকারী
ট্রিভালজিও	..	ফ্লোরেন্স-গণতন্ত্রের একজন সভ্য
ভিডিও	...	প্রিনৎসিভেলের সহকারী
গিয়ো ভান্না (মন্না ভান্না)		গিডোর পত্নী

সময়—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ।

স্থান—প্রথম ও তৃতীয় দৃশ্যের স্থান পিসা নগরী
দ্বিতীয় দৃশ্য পিসা নগরীর বাইরে।

মন্না ডান্না

* ০ * ০ * ০ * ০ * ০ * ০ * ০ * ০ * ০ * ০ * ০ * ০ *

প্রথম অঙ্ক
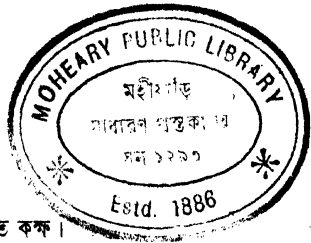
[গিডো কলোন্নার প্রাসাদস্থিত কক্ষ।

গিডো, বোর্সো ও টরেল্লো।

মুক্ত বাতায়ন পথে পিসা নগরীর দূরান্তরে দৃশ্য দেখা যাইতেছে।]

গিডো

চারদিকে ঘোর বিপদ! বিপদের বেড়াজাল। কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন সব গোপন করে এসেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন আর উপায়ান্তর নেই, তখন গোপনতা আর টিকলো না। আমাদের সাহায্যের জন্য ভেনিস্ থেকে যে দুটি সেনাদল এসেছিল, চারদিক থেকে তারা বেষ্টিত হয়েছে। প্রতিটি পথ, প্রতি গিরিবর্ত্ম শত্রুর অধিকারে। বহির্জগৎ থেকে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে কোন সাহায্য আসার এতটুকু পথও খোলা নেই। এবার বুঝি আর রক্ষা নেই। ফ্লোরেন্সবাসিদের ঘৃণার আগুনে এবার আমাদের পূর্ণাহুতি। ক্ষমাহীন, করুণাহীন ওরা—ওই আগুনে একেবারে ভস্ম হয়ে যাব। আমাদের সেনারা এখনও প্রকৃত অবস্থা জানে না। জানেনা কি ঘোর বিপদের তলহীন সাগরে আমরা ডুবেছি। কিন্তু সত্য চাপা থাকবে কদিন? হাওয়ায় উড়ছে তার গন্ধ—ধীরে ধীরে তার রূপ যাবে খুলে।

তখন? তাদের ক্রোধ, ভয়, নৈরাশ্য বাঁধভাঙ্গা প্রবল বন্যার মত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যাদের হাতে শাসন দণ্ড তারাও ত্রাণ পাবে না। এ মানুষগুলো সয়েছে বহু। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—সুদীর্ঘ তিন মাস পিসা অবরুদ্ধ। সর্ব্বংসহ বীরের মত এই সেনানীরা হাসিমুখে সয়েছে অনশন, সয়েছে দারিদ্র্য; হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে অবহেলায়। নিপীড়িত, নিষ্পেশিত এই মহাবীরের দল আজ দুর্দশার চরমে। কাজেই ধৈর্যের বাঁধ আজ যদি তাদের ভাঙ্গেই, বলবার কিছু নেই—নেই অবাক হবার কিছু। কারণ চোখের সামনে শেষ আলোর রশ্মিটুকু নিবে গেল আর সাথে সাথে পিসার বিপুল মর্যাদা ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল। শক্তিহীন, যূপবদ্ধ পশু আমরা···আমাদের অক্ষম দৃষ্টির সামনে পিসার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল ব'লে—আর···আর··· পিসা···পিসা···আমাদের গর্বের পিসা, গৌরবের পিসা···পথের ধূলোয় মিশে যাবে!

বোর্সো

আমার সেনাদলও অস্ত্রহীন। তাদের তূণীর শূন্য। দুর্গে কোথাও এক ফোঁটা বারুদ নেই—কাজেই স্তব্ধ তাদের কামান বন্দুক।

টরেল্লো

দুদিন আগে আমারও কামান বন্দুক নীরব হয়েছে—গোলা নেই, বারুদ নেই। শেষ সম্বল ক'খানা তরবারী।

বোর্সো

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে—ওই দেখ—শত্রুর তোপের মুখে আমাদের দুর্গ-প্রাকারের বিরাট একটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। অরক্ষিত পড়ে আছে ভগ্ন প্রাকার—রক্ষা করার উপায়ই বা কি? কয়েকটা সেনাদল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে—আজ রাতে সন্ধি স্বাক্ষরিত না হ'লে তারা একসাথে আমাদের পক্ষ পরিত্যাগ করবে।

গিডো

গত দশ দিনের মধ্যে তিনবার সন্ধির সর্ত আলোচনার জন্য প্রতিনিধি পাঠানো হ'ল, কিন্তু কেউ তো ফিরলো না।

টরেল্লো

সন্ধি? কে করবে সন্ধি? প্রিন্‌ৎসিভেল কখনও ক্ষমা করে না। সে কখনও সন্ধি করবে না। পিসার ক্রোধোন্মত্ত জনতা নগরীর প্রকাশ্য রাজপথে তাদের সামরিক কর্মচারী য়্যানটনিও রেনাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, এ অপরাধ কখনও সে ক্ষমা করবে না—এ হত্যার প্রতিশোধ ফ্লোরেন্স নেবে—তারপর সন্ধির প্রশ্ন। তারা জগৎকে জানাচ্ছে আমরা বর্বর পশু—সভ্য মানুষের জন্য তৈরী আইনের দ্বারে পশুর বিচার চলে না। সন্ধি মানুষে মানুষে চলে, পশুর সাথে সন্ধি অচল।

গিডো

পিতা গেছেন প্রিন্‌ৎসিভেলের কাছে—এ অপরাধের মার্জনা চাইতে, এবং আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে যে অপরাধ আমাদের অনিচ্ছাকৃত। সুদীর্ঘ অনশনের ফলে জনতা বিবেক হারিয়ে হিংস্র বুনো পশুর মত হয়ে উঠেছিল—শাসন মানলে না—দুর্বার জনস্রোতের মত আমাদের যত শাসন-শক্তির বাঁধ ভেঙ্গে দিলে। অনিচ্ছাকৃত হ'লেও এ অমানুষিকতার জন্য আমরা অনুতপ্ত। কিন্তু কৈ পিতা তো ফিরলেন না এখনও।

বোর্সো

প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল নগরী অরক্ষিত পড়ে আছে, প্রাচীর ভগ্ন, তোপধ্বনি স্তব্ধ। কিন্তু আশ্চর্য! প্রিন্‌ৎসিভেল নগর আক্রমণের কোনো উদ্যোগ করলে না তো! তার কি পৌরুষের অভাব ঘট্‌ল! না ভয় রয়েছে আশে পাশে আমাদের সেনারা আত্মগোপন করে আছে। কিম্বা হয়তো, এও ফ্লোরেন্সের একটা চাল! কেমন যেন সব রহস্য ঠেকছে।

চালটা রহস্যজনক হ'তে পারে, কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাতে কোনো ভেজাল নেই। গণতান্ত্রিক পিসাকে ওরা রাখবে না, থাকতে দেবে না। কেন বুঝলে না? পিসার দৃষ্টান্তটা যে টাসকানিয়ার ছোট ছোট সহরগুলির পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছে! গণতান্ত্রিক পিসা ভেনিস্-এর প্রতি যে অসীম আনুগত্য দেখিয়েছে, ঐটে ওদের সইছেনা—সুতরাং পিসাকে রাখা চলবে না আর। বুঝেছ! এই হ'লো ওদের আসল কথা। অদ্ভুত চাতুরীর খেলা খেলেছে ওরা। মাঝে মাঝে এই যে একটু একটু করে ঘটনা ঘট্‌ছে—আজ এখানে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করল, কাল কোথায় খুন খারাপী হ'ল, পরশু ওদের কার ওপর অত্যাচার হ'লো—এসবও রহস্যজনক ঠেকছে। এতে করে ধীরে ধীরে আবহাওয়া বিষিয়ে উঠছে। এরপর ওরা যখন আমাদের ওপর নৃশংস প্রতিহিংসা নেবার জন্য ঝাপিয়ে পড়বে—এগুলো হবে সাফাই, আমরা অত্যাচার করে আগুন জ্বেলেছি, ওরা তার প্রতিদান দিচ্ছে মাত্র। প্রতিহিংসার অজুহাতে ওরা ওদের উদ্দেশ্য সাধন করবে। এই হ'লো ওদের ছল। এই যে সেদিন রেনোতে হত্যাকাণ্ডটা ঘটে গেল—কারা করেছে জানো? চাষীরা। আমার ঘোর সন্দেহ হচ্ছে—ওদেরই লোকেরা—আমাদের চাষীদের প্ররোচনা দিয়ে উত্তেজিত করেছে। একটা ঘোর সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে! প্রিন্‌ৎসিভেলের মত লোকের হাতে যে পিসা অবরোধের ভার ছেড়ে দিয়েছে, এর মধ্যেও অভিসন্ধি আছে। কে জানো এই প্রিন্‌ৎসিভেল? সাংঘাতিক লোক। ফ্লোরেন্সের সামরিক বিভাগে এ লোকটার মত অমন নৃশংস, স্বার্থপর, বর্বর আর নেই। প্রাসেনৎসা-বিজয়ী প্রিন্‌ৎসিভেল! প্লাসেনৎসা ধ্বংস করে ও আজ বিজয়ীর খ্যাতি পেয়েছে। কেমন বিজয় জানো? লুট করে জ্বালিয়ে গোটা সহরটাকে

মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে—আর যার হাতে কোনো রকম অস্ত্র দেখেছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে। পাঁচ হাজার নারীকে দাসত্বের পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে।...তারপর নিজে হাত ধুয়ে বসেছে কিছু জানে না...! সব নাকি ওর অজ্ঞাতসারেই হয়েছে...!

বোর্সো

তাই রটেছে বটে—কিন্তু ওটা ভুল। প্রাসেনৎসার হত্যা ও নারী বিক্রয়ের জন্য দায়ী প্রিন্‌ৎসিভেল নয়, দায়ী ফ্লোরেন্সের কমিশনাররা। প্রিন্‌ৎসিভেলকে আমি কখনও দেখিনি বটে, কিন্তু আমার এক ভাই তাকে খুব ভালো করে জানে। বর্বর রক্ত অবশ্য ওর শিরায় রয়েছে, কেননা সেকালের কোন একটা বর্বর বংশে ওর জন্ম—ওর বাবা বাস্ক বা ব্রিটন বংশীয় ছিলেন। ভেনিসে ওদের একটা সোনারুপার দোকান ছিল। কাজেই প্রিন্‌ৎসিভেলের জন্মটা তেমন বড় ঘরে নয়, এটা ঠিকই। কিন্তু তাই বলে লোকসমাজে নৃশংস বর্বর বলে যে খ্যাতি আছে ওর, তাও সত্য নয়। অমানুষ সে নয়। মানুষই, কিন্তু বড় কঠিন মানুষ—বিপজ্জনকও বলতে পারো। খামখেয়ালী স্বভাব, উদ্দাম, রহস্যময় প্রকৃতি। কিন্তু বিশ্বস্ততা অসীম—সেখানে চিড় ফাঁক নেই—এবং ঐ গুণেই বিনা দ্বিধায় আমি আমার হাতের তরোয়াল ওর হাতে তুলে দিতে পারি...

গিডো

ধীরে বন্ধু, ধীরে। যেদিন তোমার আমার বাহু অসি ধারনের ক্ষমতা হারাবে সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা কর অন্ততঃ। দিন আসছে—তারো দেরী নেই। আড়মোড়া ভেঙে প্রিন্‌ৎসিভেল উঠছে। আসল চেহারাখানা এবার দেখাবে আমাদের। তার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে—আমাদের, অর্থাৎ যারা বীরের মত বুক ফুলিয়ে মরতে জানি, মাথা তুলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে জানি। কাজটা হচ্ছে

এই—সত্য জানিয়ে দিতে হবে—যে সত্য আমরা এতদিন চেপে রেখেছি সেই নির্জলা সত্য প্রত্যেক সৈন্য, প্রত্যেক নাগরিক, প্রত্যেক চাষী—এই দুর্গে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের সকলকে জানিয়ে দিতে হবে যে সন্ধির কোনো প্রস্তাব আমাদের কাছে আসেনি। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য। খেলার যুদ্ধ বা যুদ্ধের খেলা নয়—যে দু'দল হাতিয়ার নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। সকাল-সাঁঝ লড়াই হ'লো—জন দুতিন কাৎ হ'লো—বাস্। সে যুদ্ধ নয়! আজের এ অবরোধে কোনো বন্ধুত্বের ভেজালও নেই যে বিজয়ী শত্রু এলো পরম সম্মানিত অতিথি হয়ে বিজিতের দ্বারে—বাস্ খতম। তা নয়—তা নয়—বুঝিয়ে দাও, জানতে দাও সবাইকে—এ জীবন-মরণের লড়াই খেলার নয় ছলের নয়—এ লড়াইয়ে থাকবেনা দয়া, থাকবেনা মায়া—আমাদের স্ত্রী কন্যা, শিশু···

[মার্কো আসে। আগ্রহে গিডো ছুটে গিয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করে]

গিডো

পিতা! পিতা! ফিরে এসেছেন! এত দেরী দেখে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আশ্চর্য! অপরিসীম সৌভাগ্য আমাদের এ দুর্দিনে যে শত্রুর ঘর থেকে আপনাকে আবার ফিরে পেয়েছি। কোনো আঘাত লেগেছে কি? একটু খুঁড়িয়ে চলছেন যেন! অত্যাচার করেছে কি আপনার ওপর? পালিয়ে এলেন কি করে? বলুন, বলুন—কি করেছে তারা?

মার্কো

না, না, কিছু না—কিছুই করেনি তারা। কোনো অত্যাচার করেনি। অসভ্য জানোয়ার তো নয়। সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় স্বাগত করে নিয়ে গেছে আমায়। প্রিন্‌ৎসিভেল আমার লেখা বই পড়েছে দেখলাম। প্লেটোর যে তিনটী আলাপ আমি অনুবাদ

করেছি তার কথাও বললে। হাঁ, একটু খুঁড়িয়ে চলছি বটে—তা অনেকটা দূর হাঁটতে হ'লো—বুড়োও তো হয়েছি।···প্রিন্‌ৎসিভেলের শিবিরে কাকে দেখলাম জানো?

গিডো

নিশ্চয়ই ফ্লোরেন্সের সেই নিষ্ঠুর বর্বর কমিশনার গুলোকে!

মার্কো

হাঁ, তা সবাই নয়—একজন। মাত্র একজন ছিল। কে জানো? মার্সিলিও ফিসিনো। বিশ্ববরেণ্য প্লেটোকে জগতের সামনে তুলে ধরেছেন যিনি সেই সুধীশ্রেষ্ঠ মার্সিলিও ফিসিনো—যাঁর মধ্যে বলতে গেলে প্লেটো আজ রূপ পরিগ্রহ করেছেন। মরবার আগে এই মার্সিলিওকে দেখবার জন্য আমি অনায়াসে আমার আয়ু থেকে পুরো দশটা বছর বিসর্জন দিতে পারতাম। কতদিনের কথা···সে আর আমি···দুটি ভাইয়ের মত—সহোদর ভাইয়ের মত ছিলাম···। তারপর কতকাল চলে গেল···কত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ··· কে ভেবেছিল আবার এমনি করে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলব···কতদিনের জমানো কথা···কত আলাপ··· হেসিওড্, হোমার, য়্যারিষ্টট্‌ল···। মনে হয় যেন সেদিনের কথা···। বেড়াতে বেড়াতে চলে গেছি আর্নো নদীর ধারে। জলপাই কুঞ্জের ছায়ায় বসে বসে অলস মনে খুঁড়ছি মাটি। হাতে ঠেকল এক মূর্তি—দেবী মূর্তি। অপরূপ—সে মূর্তি দেখলে তুমি ভুলতে যুদ্ধ, ভুলতে কলহ। আর একটু খুঁড়লাম—সে পেল একখানা ভগ্ন বাহু, আর আমি পেলাম দুখানি হাত। কি অদ্ভুত সুন্দর পেলব হাত! কতদিন রয়েছে মাটির তলায় কিন্তু লাগেনি ধূলোর স্পর্শ। কোন্ শিল্পী এ, এমন করে মানুষের নয়ন মনের সামনে রসের-সাগর উথ্‌লে দিলে! পাথরের হাত অত কোমল হয় এ ভাবতেও পারিনি। এ কোমলতা যে প্রভাতী আলোর অঙ্গে স্পর্শ বুলিয়ে দিতে পারে—পারে মুঠো ভরে

শিশির নিয়ে ঘাসের শীসে শীসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। একখানা হাত সামান্য একটু বাঁকানো, যেন কোন কুমারীর বুকের ওপর আবেসে ঝিমিয়ে আছে। আরেক হাতে একখানা আরশী।

গিডো

পিতা! পিতা! ভুলে যাবেন না হাজার নরনারী ক্ষুধায়, অনাহারে মরতে বসেছে। মাটির মূর্তির স্বপ্নে গা ঢেলে বিলাসের সময় এ নয়।

মার্কো

হাত দুখানি মর্মর···

গিডো

হোক্ হোক্। ত্যাগ করুন ও প্রসঙ্গ। আমাদের সামনে হাজার প্রাণের কঠিন দাবী। ক্ষণের বিলম্ব, ক্ষণের ভুলে এতগুলো প্রাণ বলি হ'য়ে যাবে। সুসংবাদের আশায় ওরা পথ চেয়ে বসে আছে। ছোট একটি কথার-কণা হয়তো হাজার হাজার প্রাণের শুকো দরিয়ায় জোয়ার জাগাবে। একটা অর্থহীন, মূল্যহীন, ভাঙ্গা পাথরের মূর্তির জন্য এই সুদীর্ঘ পথের ক্লেশ বরণ করেনমি পিতা! বলুন বলুন, কি বললে তারা। ফ্লোরেন্স আর তার সেনাপতির অভিসন্ধি কি? কেনই বা তাদের এ সর্বনেশে খেলা আমাদের সাথে! শুনছেন ওই উন্মত্ত চীৎকার! জানেন্ কিসের চীৎকার এ? বুভুক্ষার দ্বন্দ-কোলাহল। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যে দুচারটি ঘাস জন্মেছে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি···।

মার্কো

তাইতো, ঠিক বলেছ বাবা। আমি তো ভুলেই যাচ্ছিলাম। মানুষে মানুষে চলছে হানাহানি। মানুষের রক্ত নিয়ে চলছে খেলা। এদিকে হাওয়ায় এলো বসন্তের খবর···আকাশে বাতাসে জাগলো হাসি—গোটা পৃথিবীটা প্রেমে, প্রাণে, গানে আর গন্ধে উঠ্‌ল মেতে··· ভুলে গিয়েছিলাম গিডো তোমার আনন্দ আর আমার আনন্দের উৎস

এক নয়…। হাঁ। সংবাদ…সুসংবাদ…তা এনেছি বৈকি! এতক্ষণ বলা উচিত ছিল আমার। এনেছি, এনেছি…আলোর খবর এনেছি, ত্রিশ হাজার মানুষের দুঃখ-রাতের-পারের আলোর খবর। কিন্তু গিডো আরো একটা খবর আছে…সে আঁধারের খবর। একদিকে ওই ত্রিশ হাজারের দুঃখের কালো রাত ভোর হবে, আর একদিকে আর একজনের দিনের আলো নিবে গিয়ে নেমে আসবে রাতের কালো। কালোর আর আলোর দুই খবরই এনেছি বাবা। কালো… কালো…কিন্তু ওই কালোর মধ্যেই সেই মানুষটির ললাটে হয়তো মহিমার এমনি এক ভাস্বর জ্যোতিষ্ক ফুটে উঠবে—যার জ্যোতিতে নিবে যাবে বিজয়ের দীপ্ত-গৌরব। সুখ, শান্তি, আরাম…থাকে সবই। কিন্তু বহুর কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ যে প্রেম তার মর্যাদার তুলনা নেই। সাধারণতঃ জনমতের মাপকাঠিতে গুণাগুণের বিচার করাই রীতি, এবং সর্বক্ষেত্রে বহুর বিচারই প্রামাণ্য। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন মানুষের চিত্তলোক সাধারণ গতিপথের ধারা ছেড়ে উর্ধ্বলোকে চলে যায়—তখন চিরকাল লোকবিচারে যা আদর্শ বলে গৌরব পেয়ে এসেছে তাও মানদণ্ডে নেবে যায়। যাক্ শোনো।…না,…প্রস্তুত হ'য়ে নাও একটু; নইলে হয়তো সইতে পারবেনা। এমন কিছু হয়তো হঠাৎ উত্তেজনার বসে করে বসবে—যে আর পিছন ফেরার পথ থাকবেনা—এবং কোনো যুক্তিরও ঠাঁই থাকবেনা আর।

গিডো

[কর্মচারীদের কক্ষ ত্যাগ করতে ইঙ্গিত করে] আপনারা আসুন এখন।

মার্কো

না, না, যেওনা, তোমরা থাকবে। সবাই থাকবে। আমাদের তোমাদের, সকলের ভাগ্য নির্ণয় হবে আজ এখানে। কেবল তোমরা

নও, আসুক সেই দুর্ভাগারা যাঁরা মরণের মুখে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে আর যাদের বাঁচার মন্ত্র আমি বয়ে এনেছি—তারা আসুক—দীন, দরিদ্র, অদৃষ্টের মার খাওয়া সবাই—আসুক—শুনুক তাদের ভবিতব্য··· মুক্তি তাদের দ্বারে। কেবল হাত পেতে গ্রহণের অপেক্ষা। এখন তাদের বিচার ও বিবেচনা···। গোড়ারই হয়ত একটা মহা-ভ্রান্তি সমস্ত মুক্তি-সম্ভাবনাকে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এও জানি, আজ সেভুল খানির শক্তি দুর্দম—হাজারো বিচার, আর হাজারো যুক্তি সব ভেসে যাবে সে শক্তির কাছে···কেউ ঠেকাতে পারবেনা।

গিডো

হেঁয়ালি রখুন পিতা। মিনতি করি। কি এমন কথা যার জন্য কেবলি কতগুলি কথার জাল বুনে ভূমিকা রচনা করছেন? যাই আসুক আমি ভীত নই।

মার্কো

বেশ, বেশ, শোন তাহলে। প্রিনংসিভেলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, কথাও হয়েছে। আশ্চর্য! মানুষ যাকে ভয় করে, কত মিথ্যে, অবাস্তব ছবিই না তার আঁকে। প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম—দেখব একটা মত্তপ, উন্মত্ত হিংস্র জানোয়ারকে। বিশ্বের মধ্যে যার কেবল লড়াই করার বিদ্যেই আছে। কারণ, তার এমনি ছবি আমার কাছে ধরা হয়েছে। কাজেই ভেবেছিলাম দেখব একটা রণ-দানব, একটা উন্মত্ত, উচ্ছৃংখল, চরিত্রহীন, মায়া-মমতাহীন অমানুষ—মানুষের রীতিনীতির কোনো দামই নেই যার কাছে।

গিডো

সে তো মিথ্যে নয়! এক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সে যে আর কি নয় তাই ভাবি।

বোর্জো

না—বিশ্বাস-ঘাতক সে নয়। বেতন-ভোগী হ'লেও তার বিশ্বস্ততা একেবারে নিটোল।

মার্কো

দেখা হ'তেই আমার কাছে শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে গেল। পরম শ্রদ্ধা-ভাজন গুরুর মর্যাদা সে আমায় দিলে। কত বড় পণ্ডিত! উন্মুখ-জ্ঞান-লিপ্সায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে লোকটা যেন ঝল্‌মল করে। পুঁথি তার ধ্যান আর জ্ঞান, দিবস রজনীর সাথী। বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডার সে যেন নিঃশেষে লুট করে নেবে বলে পণ করেছে। উন্মুখ চেতনা নিয়ে শোনে সব কিছু, দেখে সব কিছু···। সুন্দরের উপাসক—অদ্ভুত সে ধ্যান-গভীর উপাসনা। মনখানি তার উদার। এই যে রক্তপাত, ভেবেছ এ তারি ইচ্ছা—না এতে তার স্পৃহা নেই··· সে চায় না, একেবারে চায় না। ওর মধ্যে ফাঁক ফাঁকি নেই কোথাও, ওর বিবেক সর্বদা চোখ মেলে থাকে। কূট স্বার্থান্বেষী গণতন্ত্রের দাসত্ব সে প্রাণপণে ঘৃণা করে। তবে বলতে পার এ দাসত্ব সে মেনে নিয়েছে কেন। কে জানে, হয়ত সংকট আর সংগ্রামের রোমাঞ্চই তাকে এ পথে বের করেছে। অদৃষ্টই বা টেনে নিয়ে এসেছে। আর ঠিক তাই হয়তো যে গৌরবেকে সে ঘৃণা করে, তাই তাকে চুম্বকের মত টানছে। এ পথ ছেড়ে বহুদিন সে চলে যেতো—কিন্তু একটা অপূর্ণ আকাংক্ষা রয়েছে—তাই তাকে আজও ধরে রেখেছে। বড় ভয়ানক সে আকাংক্ষা, ভয়ানক, বড় ভয়ানক। জানে সে ইষ্ট লাভ তার হবে না। তবুও···। হায়রে! নিস্ফলা প্রেমের অশুভগ্রহে যাদের জন্ম—এমনিই হয় বুঝি তাদের। কুলভাঙ্গা পাগলা-স্রোতে এমনি করেই বুঝি তারা ভেসে যায়।

গিডো

পিতা! পিতা! আরো দেরী! মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা তাদের দেরী আর সইছে না। দেব হোক, দানব হোক এ লোকটা— কি হবে তা দিয়ে আমাদের। আসল কথা বলুন। কি সন্ধি করে এসেছেন তাই বলুন।

মার্কো

ঠিক বলেছো, গিডো। আসল কথা আসল কথা…। কিন্তু, বেধে যাচ্ছে কেমন যেন। এ অন্যায় কুণ্ঠা, জানি। কিন্তু…কিন্তু… এই পৃথিবীর এত মানুষের মধ্যে যে দুটি মানুষ আমার অতি কাছের… তাদের পক্ষে যে বড়ো কঠিন, বড়ো ভয়ানক সে সন্ধি। তাই, তাই বেঁধে যাচ্ছে, গিডো, তাই বিলম্ব…।

গিডো

কি সে দুঃখ জানিনে, কারা সে দুঃখ-ভাক্ তাও জানিনে। কিন্তু আমার যদি কোন অংশ থাকে, তবে এই নিলাম মাথা পেতে। কিন্তু আর একজন! কে সে?

মার্কো

শোনো তাহলে…। না…হ্যাঁ,…এ কক্ষে যখন প্রবেশ করি… না… বড়ো কঠিন…বড়ো নির্মম যে…। কিন্তু এ ছাড়া পথও যে নেই আর।

গিডো

বলুন, বলুন, দেরী সইছে না আর।

মার্কো

ফ্লোরেন্সের পণ…পৃথিবী থেকে মুছে ফেলবে আমাদের। সমর-পরিষদও তার সপক্ষে রায় দিয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ। কিন্তু ফ্লোরেন্স অতি চতুর ও কুশলী। দুনিয়ার সামনে তার মুখ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই তাকে বলতে হচ্ছে রাজ্য লোভে তার লড়াই

করা নয়। সে লড়ছে বঞ্চিত মানুষের হয়ে, লড়ছে অন্ধকারের মানুষকে আলোয় নেবার জন্য, আর অসভ্য মানুষকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। ···এই কথাই সে প্রচার করেছে। ও মুখোস তার দরকার। একদিন যাদের বুকের ওপর চড়াও হয়ে বসতে হবে আলো দেখাবার জন্য, নিছক কতগুলো মানুষ মারার দায় ঘাড়ে নেয়া চলে না তাদের সামনে। কাজেই সাফাই চাই। দুনিয়াকে সে জানাবে—আমাদের ওপর করুণা করেই তারা সন্ধির প্রস্তাব করেছিল। এবং তাদের দক্ষিণ হস্তের দান আমরাই প্রত্যাখ্যান করেছি। ···তারপর লেলিয়ে দেবে আমাদের দিকে জার্মান ও স্পেনীয় ভারাটে সৈন্য। আবার রণতাণ্ডবে নগর কেঁপে উঠবে। এবং ভালো করে জেনে রেখো, হিংস্র জানোয়ার ওই সৈন্যরা—ওরা মেতে উঠবে—হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার হবে ওদের পরমোৎসব—আর প্রপীড়িতের হাহাকার হবে সেই উৎসবের আবহ সঙ্গীত···রক্তের স্রোতে উঠবে ওদের খুসীর তরঙ্গ।

তারপর···তারপর সমর-নেতারা আবার মুখোস পরে বসবেন··· দেখাবেন···এই অত্যাচার দমন করবার জন্য, ওই ক্ষ্যাপা কুকুরের দলকে বাঁধার কত শেকলই না জুটিয়েছেন। কিন্তু কি করবেন, অক্ষম তাঁরা···শক্তিহীন,···অসহায়, সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। তারপর জেনে নাও, গিডো, ভালো করে—ভালো করে জেনে নাও—দেখে নাও সামনে, পেছনে···পরিণামের দিকে তাকিয়ে দেখে নাও ভালো করে···তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে গেলে···অর্থাৎ ক্ষ্যাপা জানোয়ারের দলের রক্তোৎসব শেষ হ'য়ে গেলে সাধু সেজে ফ্লোরেন্স নামবে আসরে—মিঠে কথায়, উদাত্ত কণ্ঠে এ নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলবে। কেবল প্রতিবাদ তোলা নয়, আমাদের ওপরকার যত পৈশাচিক সর্ব দায় চাপিয়ে দেবে ওই সৈন্যদের ওপর এবং সর্বশেষে তাদের পদচ্যুত

করে নিজেদের আন্তরিকতার সাক্ষ্য দেবে। আমাদের নিধন যজ্ঞের পালা শেষ হ'লে বেতনভুক্ সৈন্যের প্রয়োজন থাকবে না, সুতরাং এক ঢিলে দুটো পাখীই মরবে।

গিডো

ওদের রীতিই তো ওই।

মার্কো

গণতন্ত্রের কমিশনারদের কাছ থেকে প্রিনংসিভেল ওই নির্দেশই পেয়েছে। পিসার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের তাগিদ আসছে তাদের কাছ থেকে দিনের পর দিন। কিন্তু সে নানা ছলে কেবলই দেরী করছে। কর্তারা ওর সমস্ত কাজের ওপর গোপনে নজর রাখছে। এই পিসা-আক্রমন ব্যাপারে ও সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এমনি সন্দেহও রয়েছে তাদের। এ বিষয়ে কয়েকখানা চিঠি-পত্রও নাকি তাদের হাতে পড়েছে। যুদ্ধটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। পিসা-নাশন ব্যাপারটা শেষ হ'লেই যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার হবে ওর বিচারের ছলে পীড়ন ও মৃত্যু। সুতরাং ওর অদৃষ্টলিপিটা ও পড়েই রেখেছে। কর্তাদের কালো খাতায় যে সব সেনাপতিরা 'বিপজ্জনক' বলে দাগ মারা রয়েছে সকলের ভাগ্যই সমসূত্রে গাঁথা।

গিডো

যাক্। তার প্রস্তাবটা শুনতে চাই।

মার্কো

একটা বিষয়ে প্রিন্ংসিভেল নিশ্চিত আছে যে অন্ততঃ ওর ধনুর্ধারী সেনাদল শেষ পর্যন্ত ওর অনুগত থাকবে। তবে নিশ্চিত অর্থাৎ এই অশিক্ষিত বর্বরদের সম্বন্ধে যতটুকু নিশ্চিত্ত হওয়া চলে, এতটুকুই, তার বেশী না অবশ্য। এ ছাড়া আর প্রায় শ'খানেক শরীর-রক্ষী ওর আছে যারা সর্ব অবস্থায় ওর অনুগামী রয়েছে ও থাকবে। ওর প্রস্তাব হ'লো

ওর এই সব বিশ্বস্ত অনুগামীদের পিসাতে নিয়ে এসে ও শত্রুর হাত থেকে পিসা রক্ষার ভার নেবে।

গিডো

মানুষের আমাদের প্রয়োজন নেই, লোকবল আমাদের যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া এদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যাদের করা চলবে না এমন সহায়ে আমাদের লোভও নেই। দেবেই যদি তবে সে দিক খাদ্য, দিক অস্ত্র, দিক গোলা বারুদ।

মার্কো

প্রিনংসিভেল আঁচ করেই রেখেছে যে তার প্রস্তাব তোমরা সন্দেহ ও শংকার দৃষ্টিতে দেখবে। হয়তো প্রত্যাখানও করবে। সুতরাং তার আন্তরিকতার পরীক্ষাও সে দেবে। আজই তার শিবিরে তিনশত শকট বোঝাই অস্ত্র ও খাদ্য এল। তার প্রস্তাবে যে ভেজাল নেই তারই নিদর্শন হিসেবে সে সে-সব স্বয়ং আমাদের এখানে পৌছে দেবে।

গিডো

সে কি? এ কি করে সম্ভবপর হবে?

মার্কো

কি জানি, রাজনীতি আর যুদ্ধ-নীতির ব্যাপার আমার মাথায় বড় ঢোকে না। যাই হোক্, এ লোকটা যা করবে বলে পণ করে তা করে এটুকু জানি। ফ্লোরেন্স সরকার যতক্ষণ না তাকে পদচ্যুত করছে আপন শিবিরে সে একচ্ছত্র প্রভু। বিজয় যখন দ্বারের কাছে তখন এই চরম মুহূর্তে। প্রিন্‌ংসিভেলকে তার অনুগত আজ্ঞাবহ সেনাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সাহস সরকারের নেই। সুতরাং ফ্লোরেন্স যথাসময়ের অপেক্ষায়ই থাকবে।

গিডো

শেশ। বুঝতে পেরেছি, নিজ প্রাণের দায়েই আমাদের হিত করার শুভ ইচ্ছা তার। এবং আর একটা শুভ ইচ্ছাও থাকা অসম্ভব নয়—সেটা প্রতিশোধ গ্রহণ। কিন্তু বোধ হয় অন্য ভাবে এবং আরও সুকৌশলে সে তার কাজ হাসিল করতে পারত। আমরা তার মিত্র নই। আমাদের জন্য হঠাৎ তার এত দরদ যেন কেমন হেঁয়ালী ঠেকছে। কোথায় যাবে সে? কি করতে চায়! আমাদের কাছে কি প্রতিদান চায় সে?

মার্কো

বলছি গিডো, বলছি। এবারে সময় হ'লো। বড় ভয়ানক সময়। ছোট ছোট নেহাৎ সামান্য ক'টি কথা···দুটি বা তিনটি অক্ষরে গড়া এক একটি শব্দ···কি কঠোর নির্মম দুর্বার শক্তিময় হ'য়ে ওঠে এক লহমায়—এমনি মুহূর্ত আসে···আর সেই শক্তির কাছে বলি পড়ে মানুষ···না আমি শক্তি হারিয়ে ফেলছি···শিউরে উঠ্‌ছি···ভাবতে গেলেই···বুক কেঁপে উঠছে···আমারই এই ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর, আমারই মুখের ক'টি কথা বলার ভঙ্গিটুকুর মধ্যে হাজার হাজার মানুষের মরণ বাঁচনের কলকাঠি রয়েছে! কি সাংঘাতিক কথা!

গিডো

কিন্তু আপনার এ দ্বিধার কারণ তো খুঁজে পাচ্ছি না পিতা! সেখান থেকে যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন তা যতই নিষ্ঠুর হোক—যে চরম দুঃখের মধ্যে আমরা আকণ্ঠ ডুবে আছি তার চাইতে বেশী আর কি হবে?

মার্কো

তোমায় বলেছি গিডো, প্রিন্স্‌ৎসিভেল্ল সুধী, বিচক্ষণ। তার বিচার আছে, হৃদয় আছে। এমন পরম পণ্ডিত কে আছে বলো, যে এতটুকু

ভুল করেনি কখনও ; যার অন্তরে কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্য কোনো অসঙ্গত চিন্তার উদয় হয়নি। ধর্ম বলো, বিবেক বলো, বিচার-বুদ্ধি বলো, সব কিছুর সাথে আমাদের আকাংখা প্রবৃত্তি আর মনের পরতে পরতে যে পশুটা জড়িয়ে আছে তার ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। আমি নিজেই তো এ লড়াইয়ে কতবার ঘায়েল হয়েচি ; আরো কতবার হবো তা কে জানে। তুমিও বাদ যাবে না, বাদ যাবে না কেউ। তার পরীক্ষা সামনেই আসছে তোমার। তাই বলি,. দুঃখের বেশে যা আসছে, ভালো করে দৃষ্টি মেলে দেখো, তার কালো বেশ খসে পড়বে। আর তা না পারো, তবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে বেদনার সৃষ্টি হবে তার কারণকেও পরিমাণে বহুদূর ছাড়িয়ে যাবে। এবং তা বুঝেই এমন একটি অঙ্গীকার করে এসেছি আমি, যা হয়তো নির্বোধ দুঃখটার চাইতেও আরও নির্বোধ এবং ওই নির্বোধ সত্যটা পালন নেহাৎ নির্বোধেরই মতই হয়তো করবে আমার মধ্যকার সেই মানুষটা যে আজ কথা কইছে যুক্তির নামে···। সুতরাং আমার প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যান করো, আমায় সেখানে ফিরে যেতে হবে। এবং তারপর! ভাবতে পারো, গিডো তারপর কি? তারপর মৃত্যু, কঠোর অত্যাচার···আমার এই বিচিত্র ধর্ম-বোধের পুরস্কার হ'বে ওই···তাই হোক, ফিরে যাবো আমি। যেতে হবেই···। ✓ভুলকে হাজার রঙ্গীন বেশে সাজালেও সে ভুলই থাকে, এ তো ভালো করেই জানি। কিন্তু জেনেও ভুল করি ; এবং হয়তো সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করি বলেই এমন ভুলটাই করে বসি। কারণ কেবল যুক্তিকে আঁকড়ে ধরে পথ চলতে হ'লে মনের যে শক্ত কাঠামোর দরকার তা আমারও নেই···। কিন্তু ওই দেখ, কেবলি বকে চলেছি। এখনও যে আসল কথা তোমাকে বলাই হয়নি···। দেখছ, খেই হারিয়ে ফেলেছি···কতগুলো কথার পাহাড় রচে আর কথার

জাল বুনে চলেছি হয়তো চরম মুহূর্তটাকে যতটা সম্ভব দূরে ঠেলে রাখার অভিসন্ধিতেই। কিন্তু হয়তো আমার সংশয় আর দ্বিধা দিয়ে তোমার ওপর অন্যায়ই করছি। আচ্ছা…না, আর না, এবারে শোন। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি বিরাট শকটবাহিনী—খাদ্য আর অস্ত্র-সম্ভারে পূর্ণ—শস্য, ফল, মদ্য, গরু, মেষ প্রভৃতি আহার্য-দ্রব্য—অজস্র। গোটা সহরটার বহু দিনের খাদ্য সংস্থান হবে। অস্ত্র! তারও পরিমাণ বিপুল…পিসার জয়, হারানো গৌরবের পুনরুদ্ধার সুনিশ্চিত। আজ রাতেই এসে পৌঁছুবে এখানে সব যদি…হ্যাঁ…যদি তাকে প্রিন্‌সিভেলের হাতে সমর্পণ করতে পার। যাবে রাতে, ঊষার প্রথম আলোর সাথে সাথেই আবার আসবে ফিরে। তার বিজয় ও তোমাদের পরাজয়ের নিদর্শন হিসাবে এই একমাত্র দাবী তার। আরো সর্ত আছে। সে যাবে একা, এবং অবগুণ্ঠন-বিহীন হ'য়ে।

গিডো

কার কথা বলছো পিতা? কাকে যেতে হবে? কে বুঝতে পারছিনে তো!

মার্কো

গিয়োভান্না—

গিডো

কি বললেন? ভান্না, আপনার পুত্রবধূ ভান্না?

মার্কো

তাই বটে গিডো, তাই। ভান্না তোমার ভান্নাকেই যেতে হবে। একি…বেশ সহজেই তো বলে ফেললাম দেখছি!

গিডো

কিন্তু ভান্না কেন? হাজার হাজার রমণী তো রয়েছে।

মার্কো

না, ভান্নাকেই তার চাই—কারণ ভান্না সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা। আর···সে তাকে ভালবাসে।

গিডো

ভান্নাকে ভালবাসে? কেমন করে? কবে থেকে? কোথায় সে দেখলে তাকে? ভান্নাকে সে তো চেনে না!

মার্কো

হ্যাঁ দেখেছে। ভান্নাকে সে চেনে। তবে কোথায় কবে কেমন করে, কই তাতো কিছু বললে না!

গিডো

কিন্তু ভান্না, সেও কি প্রিন্‌ৎসিভেলকে দেখেছে? কোথায় দেখা হ'লো তাদের?

মার্কো

না, ভান্না তাকে দেখেনি, অন্ততঃ দেখলেও মনে না থাকারই কথা।

গিডো

আপনি কেমন করে জানলেন এ সব কথা?

মার্কো

ভান্নাই আমাকে বলেছে।

গিডো

ভান্না··· ?

মার্কো

হঁ্যা, তোমার কাছে আসার আগেই···

গিডো

তাহ'লে আপনি তাকে বলেছেন সব?

মার্কো

সব।

গিডো

কী, এই হীন ব্যবসাদারী প্রস্তাব তার সামনে উচ্চারণ করতে আপনার বাধলো না!

মার্কো

না—তা বাধেনি।

গিডো

কি বললে সে?

মার্কো

কিছু না, কিছু বলতে পারলে না, কেবল মৃত্যুর মত পাণ্ডুরতা নেমে এ'ল মুখে···সামনে থেকে চলে গেল আমার।

গিডো

ঠিক হয়েছে, উত্তম হয়েছে। আপনাকে তিরস্কার করেনি, আপনার পদতলে লুটিয়ে মুক্তি ভিক্ষে করেনি···কেবল পাণ্ডুর মুখে নিজকে আপনার সম্মুখ থেকে আড়াল করে নিয়ে গেল, এই তো ভালো হয়েছে···। ভান্না দেবী, তার উপযুক্ত কাজই হয়েছে। বলার ছিলই বা কি? কিছুনা, কিছুনা। আমরাও বলবনা কিছু, একটি কথা নয়। বন্ধুগণ, চল, ফিরে যাই দুর্গপ্রাকারে। অপমানের পংক তিলক আর নয়···এবারে জয়টীকা—বুকের রক্ত দিয়ে মৃত্যুর জয়টীকা পরব এবার। মরতে তো হবেই একদিন।

মার্কো

গিডো, বড়ো ভয়ানক পরীক্ষা, বড়ো ভয়ানক, জানি। কিন্তু বজ্র নেমেই এ'ল যখন শিরে, তখন ধৈর্যেরও পরীক্ষা দিতে হবে। আকস্মিক উত্তেজনায় বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করোনা। এ দুঃখ তোমার

আপনার, একান্তই তোমার—এর মধ্যে কর্তব্যকে হারিয়ে যেতে দিও না।

গিডো

কর্তব্য, আমার কর্তব্য আমি জানি। আমার অন্তরে কোথাও কোনো সংশয় নেই! আপনার ঘৃণিত প্রস্তাবে আমি একটি মাত্র কর্তব্যের পথ খোলা দেখতে পাচ্ছি···এবং সে কর্তব্য অতি স্পষ্ট, ভাববার জন্য সময়ের প্রয়োজন নেই।

মার্কো

তবু একবার নিজকে জিজ্ঞাসা করো, এমন ক'রে একটা সমগ্র মানবতাকে বলি দেবার অধিকার তোমার কোথায়। জিজ্ঞাসা করো, সহস্র সহস্র জীবনের মূল্যে তোমার একার সুখ ক্রয় করার ক্ষমতা তোমার আছে কি না। আজের প্রশ্ন একা তোমার দুঃখ সুখ নিয়ে নয়। তা যদি হ'তো, বলতাম ধন্য তুমি গিডো—বীর তুমি—মৃত্যুর কঠিন পথে তোমার অভিযাত্রা লাঞ্ছিত জীবনের সহজ পথ ছেড়ে। আমার পথ চলাতো শেষ হ'য়ে এলো। চলতে চলতে বহু মানুষ দেখেছি, জেনেছি তাদের দুঃখ বেদনার ইতিহাস। দেখেছি মানুষের জীবনের প্রতি দুর্বার টান—। মরতে চায়না মানুষ—মৃত্যুর মহা-সমাপ্তির মধ্যে চায়না আপনাকে লুপ্ত করে দিতে চায়না···। দেহের আর মনের সহস্র ক্ষতি সে বরণ করে নেয়—নেয় বেঁচে থাকার জন্য—কেবল হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানিটুকু বজায় রাখবার জন্য। আজ সেই জীবন-পিয়াসী লাখো মানুষ সংকটের আবর্তে পাক খাচ্ছে···তারাই যারা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুঝেছে, হয়েছে তোমারই সাথে দুঃখ-ভাক্। আজ বিপন্ন তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, বিপন্ন তাদের অস্তিত্ব। পাগল আমি জানি—প্রলাপ বকছি তাও জানি। কিন্তু পুত্র, পাগলের প্রলাপ যদি গ্রহণ করো তবে, যা বড় কঠিন, বড় ভয়ানক মনে

হচ্ছে, দুঃসহ মনে হচ্ছে যে বেদনাকে—ভাবীকালের পটে তাই অনির্বাণ আগুণের হরফে লেখা হয়ে থাকবে জয়ের স্বাক্ষর হ'য়ে। সেদিন শান্ততর পরিপ্রেক্ষিতে, অচঞ্চল বিচার বুদ্ধি দিয়ে, সহজ মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এর বিচার হবে। বিশ্বাস করো গিডো, জীবন-দানের মত মহাব্রত আর নেই। এর কাছে যত ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ সা হত-জ্যোতি হয়ে যায়। আজের এ দুঃখের দান সবল হাতে গ্রহণ করো পুত্র, জানি বীরের মত এ সংকটের মুখোমুখি করে আজের দিনের এ কালোটাকে একেবারে মুছে ফেলতেই চাইছ তুমি। কিন্তু একটা ভুল করছো—মৃত্যু শৌর্যের মানদণ্ড নয়। পৌরুষের মান ত্যাগের মূল্যে। জীবনে কত মুহূর্ত আসে—যখন বেঁচে থাকাই হয় বোঝা আর বৃহত্তম পরাজয়। মরণই তখন মনে হয় আশ্রয়।

গিডো

আপনাকেই এতদিন পিতা বলে জেনেছি আমি!

মার্কো

তাই জেনেছ গিডো···তোমার পিতৃত্ব আমার গৌরব। তোমার বিরোধিতা করতে গিয়ে বিরোধ করছি নিজের সাথে। আজ অনায়াসে সুশীল ছেলের মত তুমি যদি আমার আদেশ শিরোধার্য করে নিতে ম্লান হ'য়ে যেত আমার শ্রদ্ধা।

গিডো

আপনি আমার পিতাই বটে। তার প্রমাণও দিয়েছেন। আপনাকেও আজ অমোঘ ললাট-লিপি বলে···মৃত্যুই বরণ করে নিতে হবে। আপনার হীন প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। সুতরাং শত্রু শিবিরে ফিরে যেতে হবে আপনাকে। ফ্লোরেন্স আপনার জন্য যে ভাগ্য নির্ণয় করে রেখেছে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

মার্কো

যেতেই যদি হয়—তবে লাভ হোক—ক্ষতি হোক—তার সাথে জড়ানো একা যে আমি। জরা-জীর্ণ এ অস্তিত্বটা তো প্রায় কাজের বাইরে চলে গেছে। কারো কাছে আর এর দাম নেই কোনো—পৃথিবীরও হিসেব চুকেছে। মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি কানের কাছে তো শুনতেই পাচ্ছি—ক'টা দিনই বা আর বাকী আছে। সুতরাং ঠিক করে ফেললাম, সেকেলে একটা বোকামীই না হয় করে ফেলি এবার—নাইবা দিলাম এবার বুদ্ধির পরীক্ষা। অর্থাৎ সুবিবেচক বলে বুদ্ধিমান বলে গণ্য হ'তে হ'লে যে পথে চলা উচিত বলে জানি সে পথটা না হয় এবার ছেড়েই দিলাম···।

সে তো হ'লো—কিন্তু আমায় সেখানে ফিরে যে কেন যেতে হবে সে কথাটাই বুঝতে পারছিনে। দেহটাতে বয়েস চেপে বসেছে বটে, কিন্তু মনটা আবার তার চোখ-রাঙানী তুড়ি মেরে উড়িয়ে যৌবনের গাঙ্গে সাঁতার কেটেই চলেছে। আমি যে কালের, সে কালে যুক্তি-টুক্তির তেমন বালাই ছিল না। অথচ দুঃখের কথা এই যে সে কালের এতগুলো টানও আমার নির্বোধ পণটা ভেঙ্গে ফেলতে পারলে না।

গিডো

বেশ, আমিও আপনার পথেই চল্‌ব।

মার্কো

অর্থাৎ ?

গিডো

অর্থাৎ আপনার আদর্শই অনুসরণ করব। যে অতীতের প্রভাব আপনার কাছে তুচ্ছ হ'লেও আপনার চিন্তা ও বাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে এখনও, আমিও সেই অতীতকেই মেনে নেব।

মার্কো

কিন্তু যেখানে প্রশ্ন একা আমার নয়—অপরের, বহুর, সেখানে জীবন থেকে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দি আমি। সে অতীত বলো, আর বর্তমান বলো। আমি বুঝতে পারছি তোমার চিত্ত-শক্তি ও সাহস চায় আমারি কাছে—এবং তার একমাত্র দাবী আমার পণ-ভঙ্গ। হোক, তা হোক আমার সত্য-ভগ্ন, হোক আমার অন্তরের চতুঃসীমার মধ্যে। কিন্তু তুমি যাই বলো আর করো আমি ফ্লোরেন্সে ফিরে যাবো না।

গিডো

বাস্ পিতা, যথেষ্ট হয়েছে। নয়ত পুত্রের জিহ্বা অসঙ্গত বাক্য উচ্চারণে কলুষিত হবে।

মার্কো

বলো, যা তোমার মন চায়। করো তিরস্কার যত পারো। ক্ষুণ্ণ হবোনা, পাবোনা ব্যথা। তোমার অত্যন্ত সঙ্গত বেদনার প্রকাশ বলে জেনে নোব। পুত্রের কঠিন কথা পিতার স্নেহ স্পর্শ করবে না। অভিশাপ দাও, যত কঠিন কথা আছে তাই দিয়ে আঘাত হানো। কিন্তু যে তামস তোমার রাত্রিকে আচ্ছন্ন করে আছে তার অবসান হোক। কারুণ্যের আলোয় বিবেকের প্রভাত নেমে আসুক।

গিডো

থাক্ থাক্ আর চাইনে শুনতে। ভেবে দেখুন একবার ভাল করে আমায় কোথায় ঠেলে দেবার চেষ্টা করছেন। বিচার বিবেচনা আর আপনার মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যুক্তি আপনাকে ত্যাগ করেছে। আপনার বুদ্ধি মরণ-শংকায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। ও ভয়টা আবার আমার নেই। আমার এখনও সেদিনের কথা মনে আছে যেদিন আপনার কাছ থেকে প্রথম পৌরুষের পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। আজ বার্ধক্য আপনার সেদিনকার নির্ভয়-দীপ্ত মনে এনেছে ভীরুতা

আর দীনতা, কতগুলি পুঁথি পড়ে সাহস হয়েছে ঘোলাটে। যাক্ ভালোই হ'য়েছে যে আপনার এ শোচনীয় পরিণতির সাক্ষ্য হবার মত তৃতীয় ব্যক্তি এ কক্ষে নেই। আমার সহকারী দুজ'ন আছে বটে কিন্তু এ কাহিনী এ কক্ষের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরে যাবে না। তবে বড় বেশীদিন হয়তো গোপন রাখার প্রয়োজনও হবেনা। যাক্ সে সব কথা। এখন শেষ সংগ্রামের কথাই ভাবা যাক্।

মার্কো

না তা হবে না; হ'তে পারে না। অমন করে আসল কথাটাকে ধামা চাপা দেওয়া চলবে না। পুঁথি তোমার কাছে অর্থহীন হ'তে পারে কিন্তু আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও ওই পড়া পুঁথিগুলো আমায় এই কথাই শিখিয়েছে যে সর্ব অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অন্যায়, এবং এতে ন্যায়ের সমর্থন কোনোকালে থাকবে না। যে ধরণের ও যে পরিমাণের সাহস তোমার চোখে লাগে, আমার এ বয়সে তা নেই বা থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু সাহস নেই তাও বলবোনা। আছে, তবে সে হয়ত তোমাদের চোখে, দুনিয়ার চোখে নেহাৎই জোলো ঠেকবে কারণ এর প্রকাশ ও প্রয়াস যেমন কম এর অর্জনও তেমনি কম। মানুষ রাজ-সম্মান দেয় তাকেই যে তার জীবনে দুঃখ-দেবতার চরণ পাতকে স্বাগত ক'রে নিয়ে আসে। আমার ওই সাহসের বলেই আমার বাকী কর্তব্যটুকু সাধন হবে।

গিডো

কিন্তু আপনার কর্তব্যটা কি আগে তাই শুনি।

মার্কো

হাতে যা নিয়েছি তার আরম্ভ নিষ্ফল হ'লেও তা শেষ করতেই হবে। গিডো বিচার যারা করবে, তাদের অন্যতম তুমি হ'লেও একতম নও। তা ছাড়া যাদের জীবন মরণ আজ সূক্ষ্ম সূতা-তন্তুয় ঝুলছে, আপন

ভবিতব্য জানার অধিকার তারা রাখে। সুতরাং তাদের মুক্তির সম্ভাবিত পথের পরিচয়টা জানার দাবী তাদের রয়েছে।

গিডো

অর্থাৎ? বুঝতে পারছিনে কিছু! বুঝতে পারছি কিনা তাও যে বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলতে চান যে—

মার্কো

বলতে চাই যে এখান থেকে বেরিয়েই জনসাধারণের কাছে প্রিন্‌ৎসিভেলের প্রস্তাব পেশ করব। এবং সাথে সাথে এও জানাব যে প্রস্তাব তুমি প্রত্যাখ্যান করেছো।

গিডো

চমৎকার! বাঃ সব পরিষ্কার বুঝেছি এবারে। দুঃখ হচ্ছে মিছেই এতক্ষণ কতগুলো কথার জাল বুনেছি। আপনার স্বকৃত কর্মই আপনাকে আপনার যথোচিত প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করছে। ক্ষমা করবেন। কিন্তু ভ্রান্ত পিতাকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করাও পুত্রের ধর্ম। শুনে রাখুন পিতা, পিসা যতক্ষণ আছে তার প্রভু আমি। পিসার মর্যাদা রক্ষার ভার আমার।—বোর্সো, টরেল্লো! পিতা রইলেন তোমাদের রক্ষণাধীনে, এবং থাকবেন যতক্ষণ না তাঁর ঘুমন্ত বিবেক জেগে ওঠে। না···না···কিছু না···কিছু হয়নি···কেউ জানবে না···। আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। এবং শেষ মুহূর্তে যেদিন আপনারও মনে পড়বে আপনি আমায় নির্ভীকতা ও আত্মশাসনই শিক্ষা দিয়েছিলেন সেদিন আপনিও আমায় ক্ষমা করবেন।

মার্কো

তোমায় মার্জনা করার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, পুত্র। তুমি যা করেছ, তোমার স্থানে হ'লে আমার পথও তাই হ'তো। যাই হোক, কারা প্রাচীরের আঁধারে আমায় বন্দী

করে রাখতে পারো তুমি, কিন্তু যা আড়ালে রাখতে চাইছ, তা তো আঁধারে বন্দী থাকবে না। সত্য যে মুক্ত, বাধাহীন...তাকে টুটি চেপে মারতে পারবে না।

গিডো

অর্থাৎ কি বলতে চাইছেন আপনি!

মার্কো

এখানে আসবার আগে সে কর্তব্য আমিই করে এসেছি।

গিডো

আপনি? না না সে অসম্ভব...যতই ভয়-কাতর হোন আপনি বার্ধক্যে যতই আপনার অন্তর সংকুচিত হোক্ না কেন...না...না...আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ, আমার হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসা, আমার বিবাহিত জীবনের রসগভীর সুখ...সব তুলে দিয়ে এলেন কতগুলো বিদেশী লোভী ব্যবসায়ীর হাতে, যাদের কাছে এসবের মূল্য নিতান্ত সাধারণ পণ্যের মত...না...না...হতে পারে না...অসম্ভব...। নিজের চোখে না দেখলে করব না বিশ্বাস। যেদিন দেখব, সেদিন যে পিতাকে এতদিন ভালোবেসেছি, যিনি আমার গর্ব ছিলেন, যাঁর মধ্যে আমার আদর্শ রূপ ধরে ছিল...তাঁর দিকে তাকাতেও ঘৃণায় আমার দৃষ্টি বিষিয়ে উঠবে।

মার্কো

ঠিক বলেছ। আমায় তুমি চিনতে পারোনি সে অপরাধ আমারই! জীবনের পথে চলতে চলতে দিনে দিনে মানুষের প্রেমের, প্রীতির, তার আনন্দ বেদনার যে ইতিহাস পুঁথির পাতার মত, এক এক করে আমার সামনে খুলে খুলে গেছে, তোমায় বলিনি সে সব কাহিনী; দিইনি জানতে। দিলে ভালো করতাম। কেমন করে আমার ভেতরে ক্রমে ক্রমে যেন বিপর্যয় ঘটে গেল...ধীরে ধীরে যত অহংকার

যত 'আমির' কুহেলি, কাটিয়ে প্রভাত সূর্য্যের মত সত্য জেগে উঠল··· আলো হ'য়ে গেল সব···আলো···আলো···একেবারে আলো হ'য়ে গেলো। পুরাণো মানুষটা ঝরে প'ড়ে দিয়ে, নতুন একটা মানুষ বেরিয়ে এল, দল ঝরে ফুল থেকে যেমন করে বেরয় ফল। সেই দল ঝরার ইতিহাস তোমার জানা থাকলে আজ পদাহত কুকুরের মত এমনি করে তোমার সামনে আমায় দাঁড়াতে হ'তো না।

গিডো

না—ভালোই হ'য়েছে, সে ইতিহাস আমার কাছে অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে। যাক্ এখন আসল কথা, সরকার যা স্থির করবেন তা বোঝা কঠিন নয়। বাঁচতে হবে নিজেদের সুতরাং একটা মানুষকে জবাই করলেই যদি সে কাজটা হাঁসিল হয়, তবে সে তো নিতান্ত সহজ কাজ। হাতের কাছে অমন একটা সহজ পথ থাকতে, কে আর পথ হাতড়ে বেড়ায়। মানুষ হিসাবে সাধারণের বহু উৰ্দ্ধে যাঁরা তাঁদেরই লোভ হয় এমনি ধারা সহজ পথ পেলে, আর এরা তো নিতান্ত সাধারণ, ব্যবসায়ী পর্য্যায়ের মাত্র। কিন্তু সাবধান ওরা···মুক্তির মূল্যটা যদি ওরা আমারই দেয় ব'লে সাব্যস্ত ক'রে থাকে তবে জেনে রাখুক, মূল্যের পরিমাণটা কিছু বেশী হয়েছে। এতটা দাবী করার ওদের ন্যায় সংগত অধিকার নেই। ওদেরই জন্য এ দেহটার বহু রক্তপাত করেছি, দিনে রাতে আরাম জানিনি, বিরাম জানিনি। এই সুদীর্ঘ অবরোধের অশেষ দুঃখ, অসীম গ্লানি ভাগ করে নিয়েছি সমানভাবে সকলের সাথে। আর না, যথেষ্ট হয়েছে—এখানেই শেষ। এবার নিজের দিকে তাকাব একবার। ভান্না আমার, একান্ত আমার। আর এখনও সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত রয়েছি আমি—তিনশ' বিশ্বস্ত অনুচর রয়েছে আমার,—আমার কথায় তারা প্রাণ দেবে, প্রাণ দিয়েও এই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রতিরোধ করবে।

মার্কো

ভুল করছ গিডো। সরকার কি সিদ্ধান্ত করেছেন তা না জেনেই তাঁদের আর নাগরিকদের প্রতি অপভাষা প্রয়োগ করছ। জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েও অদ্ভুত সাহস আর মহত্বের পরিচয় দিয়েছে তারা। নারীর প্রেম বিকিয়ে মুক্তি গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করেছে। তাদের কাছ থেকে তোমার কাছে ছুটে আসতে আসতে শুনতে পেলাম —তারা ভান্নাকে চাইছে পিসার অদৃষ্ট তার হাতে তুলে দেবে বলে।

গিডো

কী এত সাহস তাদের? আমার পরোক্ষে সেই ঘৃণিত পিশাচের ঘৃণিত প্রস্তাব ভান্নার কাছে উচ্চারণ করার স্পর্ধা তাদের কোথা থেকে এল।···ভান্না···ভান্না আমার রাণী···আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী··· কি কোমল মুখখানা···আমার দিকে চোখ পড়লেই এক মুহূর্তে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে! সরমের জড়িমা অতুল সৌন্দর্য্য খানিকে মহিমা দিয়েছে আরো। পবিত্রতার প্রতিমাকে এসে দাঁড়াতে হবে কতগুলো লোভী কুকুরের কলুষ দৃষ্টির সামনে। কিন্তু···এই পিসাবাসীই তো ভান্নাকে স্বর্গের দেবী বলে মুখর হয়ে উঠতো, উঠেছে এই কালও। কে জানত সেই তারাই আজ এমন করে একটা লম্পটের হীন আদেশ তার ওপর চাপিয়ে দেবে—আর একদিন যাকে দেবী বলে শিরে ধারণ করেছে, তারই ধর্ম বিকিয়ে দিয়ে কিনবে মুক্তি। বল প্রয়োগ করেনি, এটুকু মহত্ব দেখিয়েছে। জানে আমি মরিনি এখনও। আপনি বলছেন তারা ভান্নার অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমার অনুমতি তো কেউ চাইলে না, সাহস হয়নি বোধ হয়।

মার্কো

আমিই চাইছি গিডো, সবার হ'য়ে আমিই এসেছি। আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হ'লে তারা নিজেরাই আসবে।

গিডো

তাই আসুক; ভান্নাই আমাদের দু'জনের হ'য়ে তাদের জবাব দেবে।

মার্কো

তা হ'লে তো কথাই নেই, এবং আশা করি সে জবাব তুমি মেনে নেবে।

গিডো

ভান্নার জবাব! তার জবাব সম্বন্ধে কি এখনও সন্দেহ আছে আপনার? আপনি জানেন না তাকে। দুই চোখে প্রেমের জ্যোতিঃ ভরে দিয়ে যেদিন এই কক্ষেই, এই এখানেই যেখানে দাঁড়িয়ে আজ আপনি তাকে বিক্রয় করতে উদ্যত হয়েছেন, সে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন থেকেই তো আপনি জানেন তাকে এবং জেনেও আপনার সংশয় রয়েছে তার জবাব সম্বন্ধে!

মার্কো

পুত্র, অপরের মধ্যে নিজের ছায়াই দেখে থাকি আমরা এবং জগৎটাকেও নিজের অনুভূতির মানে যাচাই করে থাকি।

গিডো

আপনাকে জানি বলে বিশ্বাস করে বসেছিলাম এতদিন। আজ বুঝতে পারছি, আমার সে বিশ্বাস কত ফাঁকা। কত ফাঁকি আমার সে জানার মধ্যে। ভুল ভুল, সব ভুল। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ভাবে দ্বিতীয়বার প্রতারিত হবার আগে আমার চোখ দুটি যেন চিরতরে অন্ধ হ'য়ে যায়।

মার্কো

আমি বলবো, অন্ধ নয়, দীপ্ততর আলোয় চোখ মেলার সময় এল এবার। ভান্নার মধ্যে যে বিরাট শক্তি আমি দেখেছি, তুমি দেখনি তা, হয়ত' এবার দেখবে সেই নূতন আলোয়-মেলা-চোখে।

আমি দেখেছি গিডো, আর দেখেছি বলেই আমার মন হ'তে সব সংশয় ঘুচে গেছে—আর তার না-শোনা-জবাবও আমার জানা হ'য়ে গেছে পড়া পুঁথির মত।

গিডো

আপনার জানা হ'য়ে গেছে! আমারও জানাই আছে। শোনবার আগেই তাই মেনে নিচ্ছি—চোখ বন্ধ করে, সংশয়হীন নির্ভরতায়। তার জবাব, আর আমার জানায় মিল যদি নাই থাকে জানবো, প্রথম মিলনের সেই স্বখ-মুহূর্ত থেকে আজের এ দুঃখের দিন পর্যন্ত আমাদের দ্বৈত জীবনে ছিল কেবল ফাঁক আর বঞ্চনা। এতদিনের ভালোবাসা অভিনয়ের ফাঁকি হ'য়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, লুটিয়ে পড়বে ধূলোয়। তার মধ্যে যা কিছুকে শ্রদ্ধায় অভিষেক করে এসেছি, তা বাস্তবতা হারিয়ে আশ্রয় খুঁজবে আমার কল্পনায়। আর, আর এই দুর্ভাগা মানুষটা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে দেখবে, একটা স্বপ্নের দেউলে সে প্রেমের দীপ জেলে বসেছিল—তার সবখানি বিশ্বাস স্থপ হ'য়ে জড়িয়ে ছিল একটা স্বপ্নকে—সে স্বপ্ন মিলিয়ে গেল, নিভে গেল সে দীপ…

[বাইরে জনতার কণ্ঠে ভান্না! ভান্না! প্রথম অস্পষ্ট শুনলে, তারপর উচ্চ হ'তে উচ্চতর হয়ে প্রচণ্ড কোলাহল। পেছনের দরজা খুলে যায়। ভান্না এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে—স্থির সঞ্চারে, মুখ মৃত্যু-পাণ্ডুর। তার পেছনে নর-নারীর ভিড়। সামনে আসার সাহস নেই তাদের, তাই দরজার আড়ালে আত্ম-গোপনের চেষ্টা করে। ভান্নাকে দেখে গিডো পাগলের মত ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে।]

ভান্না! ভান্না! আমার ভান্না! কি বলেছে ওরা তোমায়! না না, থাক্ বলোনা। চাইনা শুনতে। একবার শুধু আমার দিকে চাও, আমি দেখবো ওই চোখ দুটি—দেখবো ওই চোখের তারায় ঘনীভূত

বিশ্বাসের অতল সাগর, যার পূত সলিলে স্বর্গের দেবতারা করেন অবগাহন। নির্বোধ ওরা, ওই অজ্ঞান মানুষগুলো, ওরা ভেবেছ, আমার সুখ, আমার শ্রমকে নিয়ে দু'হাতে ছিনিমিনি খেলবে। নির্বোধ! নির্বোধ! শিশু ওরা, তাই শিশুর মতই শূন্যে ঢিল মারছে, আর—আর ভাবছে, লাগ্‌লো ওই আকাশের নীল পাঁচিলে। তোমার ওই জ্যোতিভরা দৃষ্টির সামনে জড়িয়ে যাবে ওদের মুখের কথা, আড়ষ্ট হ'য়ে যাবে জিভ। না থাক্ জবাব দিওনা তুমি—প্রয়োজন নেই—চোখ তুলে কেবল একবার চাও ওদের দিকে—তারপর তোমার ও ওদের মাঝখানে, তোমার সংকল্প আর ওদের কল্পনার মাঝখানে জেগে উঠবে দুস্তর সাগর—প্রাণশক্তি ও প্রেমে অসীম···। কিন্তু দেখ, ওই যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে—আমারই পিতা বলে ওর পরিচয়। ওই দেখ, মাথা তুলে রাখতে পারছে না—লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচ্ছে ওর শুভ্র মাথাটা···ওকে আমরা ক্ষমা করব। বার্দ্ধক্যে ওর দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ। আমরা নিষ্ঠুর হ'বনা—অন্ততঃ না হবার চেষ্টাই করব। তোমার চোখেও ওর জন্যে কোনো ভাষা উচ্চারিত হচ্ছে না—দেখেছে ও, বুঝতে পেরেছে···তাই অত দূরে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে আমরা চিনিনে—চিনিনি কোনদিন। হতভাগ্য বৃদ্ধ···। চকমকি পাথরের ওপর এপ্রিলের বর্ষণের মতই আমাদের ভালোবাসা বৃথাই ঝরে গেল ওর ওপর দিয়ে। কোথাও এতটুকু স্পর্শ করেনি ওকে···আমাদের ভালোবাসার কোন দাম নেই ওর কাছে।

ভান্না

[মার্কোর কাছে গিয়ে] পিতা! আজ রাতেই যাবো আমি।

মার্কো

[ভান্নার ললাট চুম্বন করে] মা, আমি জানি তুমি যাবে···

গিডো

কি ? কি বলছো ?

ভান্না

গিডো, আমি যাবো, যেতেই হবে, আদেশ মানতেই হবে আমাকে ।

গিডো

আদেশ ? কার আদেশ ?

ভান্না

আজ রাতে প্রিন্‌ৎসিভেলের শিবিরে আমায় যেতে হবে।

গিডো

যাবে ? ওঃ ! বুঝেছি, যাবে মৃত্যু-বর নিয়ে, পিশাচ-হনন করতে। একথাটা আমার মাথায় আসেনি। বটে ! বটে ! এখন বুঝতে পারছি।

ভান্না

তার প্রাণ নিলে তো পিসা প্রাণ পাবে না।

গিডো

তবে ! তাহ'লে যাবে অভিসারে ? এ প্রেমটা গজালো কবে থেকে শুনতে পাই ?

ভান্না

আমি চিনিও না তাকে, দেখিনি কখনও।

গিডো

ওঃ তবে শুনেই··

ভান্না

না, কিছু শুনিনি আমি। এখুনি কে একজন বললে লোকটা বুড়ো।

গিডো

না, না গো না ! বুড়ো সে নয়। তরুণ, আমার চাইতেও তরুণ।

চেহারাটাও ভালোই। হায় ভগবান, আর কিছু সে চাইলে না কেন? আমি আপনি যেতাম ভিখারী হ'য়ে, সারাটা পথ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে যেতাম। নগর উদ্ধারের জন্য সব পারতাম আমি। নয়তো ভান্নার হাত ধরে বেরিয়ে যেতাম সংসার ছেড়ে—চলে যেতাম দূরে—যেখানে কেউ চিনতো না কেউ জানতো না। ওর হাত ধরে ভিক্ষে করে জীবনের বাকী দিন কটা কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এ কি হ'লো! পৃথিবীর ইতিহাসে বিজেতার এত অসীম স্পর্ধার কথা লেখে না তো! [ভান্নার কাছে গিয়ে, তাকে দুই বাহু দিয়ে ব্যাগ্রভাবে জাড়িয়ে ধরে] আঃ! ভান্না, ভান্না, না বিশ্বাস হ'লো না, হয় না—তোমার কণ্ঠ ও নয়, ও তুমি কথা বলোনি, ও স্বর পিতার। তোমার কণ্ঠে কেবল তার প্রতিধ্বনি। না, না,…কিছু শুনিনি আমি…না, এই তো সব তেমনি আছে! বলো, বলো, আমি ভুল শুনেছি, ভুল করেছি…বলো, অমন ঘৃণিত, হীন প্রস্তাবের জবাবে তোমার প্রেম, তোমার সমস্ত সত্ত্বা না না বলে চীৎকার করে উঠেছে…বলো, বলো। আমি বলছি আমি শুনিনি কিছু।…ও কি? চুপ! এখনও নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো না! খুল্‌ল না মুখ! কিন্তু নীরব থাকলে তো চলবে না, সবাই উন্মুখ হ'য়ে আছে। কেউ শোনেনি একটু আগে কি বলেছো। ওরা প্রতীক্ষা করছে, তোমার কথা শুনে তবে যাবে। দাও, দাও, শুনিয়ে দাও, দেরী করো না—আড়াল ভেঙ্গে দাও! তোমায় ওরা চিনে নিক। তোমার কণ্ঠে ঘোষিত হোক আমাদের অমর প্রেমের বার্তা—ওদের স্বপ্ন-বিলাস দাও ভেঙ্গে। বলো ভান্না, যে কথাটা শুনবার জন্য আমি উন্মুখ হ'য়ে আছি, সেই কথাটা বলো, নইলে আমার চারপাশের দুনিয়া চুরমার হ'য়ে যাবে।

ভান্না

গিডো! গিডো! বড় কঠিন, সইতে পারবে না তুমি…

গিডো

[ভান্নাকে অজ্ঞাতসারে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে] বড় কঠিন! জানো তুমি! জানো, এতক্ষণ ধরে কি যাতনা সইছি! কিন্তু কেন সয়েছি,··· সে কেবল তোমায় ভালোবেসে। আজ বুঝতে পারছি তুমি কোনোদিন আমায় ভালোবাসনি, তাই আজ চলেছ আমায় ছেড়ে। এতটুকু ব্যথা বাজলো না! ও লোকটা কি আমার চেয়ে ভাগ্যবান্? কিন্তু জেনো, গিডো মরেনি, তার শক্তি এখনও ফুরিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। যে যা খুসি বলুক। তুমি কি ভেবেছো আমি ভালো-ছেলের মত নীরবে মাথা নীচু করে সব মেনে নেব? পাথরের প্রতিমার মত কেবলি দেখে যাব? না তা যাব না। জানো, এই ঘরের মেঝের নীচে রয়েছে পাষাণ কারা, যেখানে শীতে, অন্ধকারে জমাট বেঁধে যায় মানুষের ধমনীর উষ্ণ রক্ত। ওই তোমার স্থান, ওখানে থাকবে তুমি বন্দিনী হ'য়ে। যেদিন তোমার আস্ফালন যাবে জুড়িয়ে, কর্তব্য চিনে নেবার মত দৃষ্টি আসবে ফিরে, সেদিন আবার বাইরের আলোয় ফিরে আসার পাবে অধিকার। যাও, নিয়ে যাও ওকে, রক্ষী, নিয়ে যাও···আমার আদেশ···

ভান্না

গিডো! গিডো! তাহ'লে কি তোমায় বলতেই হবে···

গিডো

একি! কেউ নড়ছে না! আদেশ মানবার মত কেউ নেই! বোর্সো, টরেল্লো, তোমাদের বাহু কি পাষাণ হ'য়ে গেল? আমার কণ্ঠ কি তোমাদের কাণে পৌঁছয়নি? ঐ ওখানে, কে তুমি দাঁড়িয়ে স্থানুর মত···নিয়ে যাও একে···একি! কেউ তো নড়ছে না—শুনলে না! শুনছ। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও একে কারাগারে। একি! তবু না···! ও, বুঝেছি, ভয় পেয়েছে। ওরা কেবল বেঁচে থাকতে চায়। বুকের

ধুকপুকানী টুকুকে ধরে রাখতে চায়—আর কিছু না। তাই হোক, আমার জীবন দিয়ে ওদের বাঁচার দুয়ার দেব খুলে…। কিন্তু ওভাবে নয়। ওপথ হয়তো বেশী সহজ…কিন্তু এই বিশাল জনতার মধ্যে আমি একা! একেবারে একা! এদের সকলের জীবনের মূল্য দিতে হবে একা আমাকে! কেন, একা আমাকে কেন—কেন তোমাদের সকলকে দিতে হবে না? শুনছ তোমরা, তোমাদের সকলকে কেন হবে না দিতে? তোমাদের সকলের স্ত্রী আছে…[কোষ হ'তে তরবারী মুক্ত করতে করতে ভান্নার কাছে গিয়ে] যদি অপমান থেকে মরণকে বড়ো বলে মানি তবে?…এ কথাটা বোধ হয় ভাবোনি। কিন্তু তাকিয়ে দেখ, হাতটা একটু উঠালেই হ'লো…

ভান্না

তোমার ভালোবাসা যদি সেই কথাই বলে—

মার্কো

কি বলছো। ভালোবাসা! 'আমার ভালোবাসা…বলো বলো সেই কথাই বলো, বলো, ভালোবাসার কথাই বলো। তুমি যে জানো না, চেননি কখনও প্রেম কি। তোমার অন্তরে প্রেমের ছোঁয়া তো লাগেনি কখনও। তোমার দিকে তাকালে কি মনে হয় জানো?—বিরাট একটা মরুভূমি তুমি—রসহীন, প্রাণহীন, প্রেমহীন, সর্বগ্রাসী, সীমাহারা, বন্ধন-হারা…কেবল শোষণ কর, দাহন কর তুমি। এক ফোঁটা অশ্রুও নাই। আমি কি কেবল তোমার আশ্রয়-দাতা? আর কিছু না? কোনদিন, মুহূর্তেকের জন্যও কি…

ভান্না

গিডো! তাকাও, একবার তাকাও আমার দিকে। দেখতে পাচ্ছনা। কি বলব! আমার ভাষা হারিয়ে গেছে! কথা দিয়ে এ বেদনার তল ছুঁতে পারবো না। তবু একটা কথা বলব। কিন্তু শক্তি

যে হারিয়ে ফেলছি···না—পারছি না···না না, বলছি। শোন, আমার সমস্ত হৃদয়-ভরা ভালোবাসা তোমারই জন্য। আমার যা কিছু পাওয়ার উৎসও তুমি। কিন্তু তবু যেতে হবে।

গিডো

[ভান্নাকে ঠেলে দিয়ে] চমৎকার। যাও, দূর হ'য়ে যাও। তোমায় মুক্তি দিচ্ছি আমার সর্ব অধিকার হ'তে। যাও কেউ নও তুমি আমার।

ভান্না

[গিডোর হাত ধরে] গিডো!

গিডো

[সরিয়ে দিয়ে] ছুঁয়োনা। ছুঁয়োনা···তোমার ওই কোমল হাতের উষ্ণ স্পর্শ লাগতে দিও না আমার দেহে! ঠিকই বলেছেন পিতা, তোমায় চিনেছেন তিনি, আমি চিনিনি। পিতা! এই যে আপনার প্রারব্ধ কাজ, নিন্ শেষ করে ফেলুন। নিয়ে যান ওকে ওই লরম্পটে শিবিরে···আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখব···আপনাদের দু'জনের যাত্রা আমি দেখব। কিন্তু স্বপ্নেও ভাববেন না, নিজকে পণ্য করে যে অন্নের সংস্থান করে আসবে ভান্না, আমি তার কণামাত্রেরও অংশীদার হবো। আমার আর একটি মাত্র কাজ বাকী রইল। শীঘ্রই জান্তে পারবেন···

ভান্না

[গিডোর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে] গিডো, আমার দিকে তাকাও, চোখ ফিরিওনা···বড় মর্মান্তিক···দাও গিডো, তোমার চোখ দুটি আমায় একবার দেখতে দাও।

গিডো

দেখ! দেখ দেখি চোখের ভাষা পড়তে পারো কিনা! না, থাক্, চলে যাও। কে তুমি, তোমায় আমি চিনিনে। যাও, যাও, সময়

বয়ে যায়—সে তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে। রাত হ'লো, যাও, ভয় কিসের! আমি মরবো না বুক ফেটে, যাবো না পাগল হ'য়ে। কারণ বিজয়ী প্রেমের প্রবল তরঙ্গে যুক্তি বিচার ভাসিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু প্রেম যেখানে পরাজিত, যুক্তি সেখানে জাগ্রত। আর আমার বলার কিছু নেই। না না, আর কেন। ছেড়ে দাও হাত। মুমূর্ষু প্রেমকে কি ধরে রাখতে পারবে কোমল হাতের দুর্বল মুঠোয়! সব শেষ হ'য়ে গেছে ভান্না। একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে, এক ফোঁটা বাকী নেই।···পেছনে গভীর অতল গহ্বর, সামনেও তাই···আঃ সেই নিষ্কলুষ শুভ্র আঙ্গুলগুলি···সেই চোখ···সেই অধর···একদিন গভীর বিশ্বাসে হাতের বাঁধনে নিজকে নিঃশেষে সপে দিয়েছি—ওই চোখের স্নিগ্ধ পূত দৃষ্টি ধারায় করেছি অবগাহন···ও মুখের ভাষা শুনে হয়েছি ধন্য··· আর আজ কিছু নেই···এক বিন্দু নেই···আমি একেবারে দেউলে··· [ভান্নার হাত সরিয়ে দিয়ে] বিদায় ভান্না···চলে যাও···বিদায়। যাবেই তুমি ভান্না!

ভান্না

যেতে যে হবেই।

গিডো

ফিরবে না?

ভান্না

ফিরবো।

গিডো

আচ্ছা পরে দেখা যাবে···পরে বিচার করব।···তাই সত্য হ'লো। আমি চিনলাম না—পিতা চিনে নিবেন···।

[স্খলিত গতিতে···একটা মর্মর স্তম্ভে ভর দিয়ে দাঁড়াল গিডো। ভান্না ধীরে ধীরে একা চলে গেল, পেছনে ফিরে তাকাল না]

দ্বিতীয় অঙ্ক
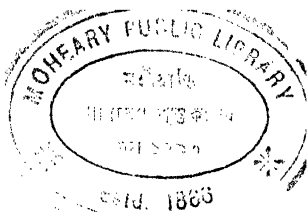
[প্রিন্‌ৎসিভেলের কক্ষ

চারদিকে বিশৃংখল ঐশ্বর্য। সিল্ক ও স্বর্ণের গৃহসজ্জা। অস্ত্রশস্ত্র ও দামী কার্ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বিশাল একটা সিন্দুকের আধ-খোলা ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ভেতরের মণি-মাণিক্যের রাশ। শিবিরের প্রবেশ পথ পিছন দিক থেকে পুরু পর্দায় ঢাকা। প্রিন্‌ৎসিভেল একটা টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে, কাগজ-পত্র, নক্সা, অস্ত্র প্রভৃতি গুছিয়ে রাখছে। ভিডিওর প্রবেশ]

ভিডিও

রিপাব্‌লিকের কমিশনারের কাছ থেকে এই চিঠি এসেছে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

ট্রিভালজিও লিখেছেন?

ভিডিও

আজ্ঞে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

দাও চিঠি।...[প'ড়ে]...চূড়ান্ত হুকুম এসে গেছে। প্রভাতেই পিসা আক্রমণ করতে হবে নইলে হাতে পায়ে শেকল। ভালই হ'লো। অন্ততঃ রাতটা তো আমার। আমায় বন্দী করবে! নির্বোধ ওরা

জানে না। জীবনের পরম ক্ষণটির পায়ের ধ্বনি শুনবে বলে যে কাণ পেতে বসে আছে—এরা কি ভেবেছে ওই পচা বাসি হুম্‌কী ভয় দেখাবে তাকে! হুম্‌কি, কারাবাস, বিচার, শাস্তি···অর্থহীন, অর্থহীন—ভুয়ো, সব ভুয়ো। ওদের সাধ্য নেই, নেই সাহস, নইলে অনেক আগেই আমায় শেকল পরাত।

ভিডিও

মেসার ট্রিভালজিও চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন যে তিনিও আসছেন। তিনি মুখে কিছু বলতে চান আপনাকে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

যাক্, অবশেষে মনঃস্থির করেছে। সাক্ষাতে মীমাংসা হবে অনেক কিছুর! অদ্ভুত মানুষ এই ট্রিভালজিও—কুঁকড়ে-যাওয়া ক্ষুদে দেহটুকুর মধ্যে যেন সারা ফ্লোরেন্সের শক্তির বিদ্যুৎ প্রচ্ছন্ন। আমায়ও ঘৃণা করে মৃত্যুর চাইতেও বেশী। কিন্তু ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করবে দেখছি। আমার সাথে মুখোমুখি হওয়াটা ওর খুব সাধের বস্তু নয়। তবে হয়তো বাঘকে তার আপন বিবরেই বাঁধবার কড়া হুকুম পেয়েছে ওপর থেকে। প্রহরী কে আছে।

ভিডিও

আপনার প্যালিলিয়াজ বাহিনীর দুজন সেনা!

প্রিন্‌ৎসিভেল

বেশ! এরা বিশ্বাসী, আজ্ঞাবহ। দেবতা দানব যেই আসুক, বন্দী করার হুকুম দিয়েছি! আঁধার হ'য়ে এল। আলো জ্বালো। কটা বাজলো?

ভিডিও

ন'টা বেজে গেছে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

মার্কো কলোন্না কি ফেরেন নি এখনও?

না। তিনি পরিখা-মুখের প্রহরীরা এলেই এখানে নিয়ে আসবে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়নি, নইলে আরও আগে ফিরে আসতেন। ···আজের এক্ষনটি আমার বহুদিনের প্রতীক্ষিত, বহু দিনের আশায়-বসে-বসে-থাকা। আশে পাসে সামনে পিছনের ঘনান্ধকারের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বন্দিরা স্বপ্ন দেখে··· কালোর পারাবারে আলোড়ন জাগিয়ে তরঙ্গ তুলে একদিন না একদিন তরী আসবেই পাল উড়িয়ে তাদের ঘাটে। ওই আশা বুকে নিয়েই তো ওরা বাঁচে। তেমনি করে অনাগত এই পরম ক্ষণটির আশায় আশায় আমিও বেঁচে আছি···। আমার দেহ-মন, চেতনা, কর্ম সব কিছুকে জড়িয়ে আছে ওই একটি আশা। বড় বিচিত্র! একটা পুরুষ, তার অদৃষ্ট, প্রতিভা, আনন্দ, বেদনা, তার সমস্ত আত্মাখানি উজাড় করে নিবেদন করে বসে আছে এতটুকু একটি নারীর প্রেমে! হাসি পায় ভাবলে। কিন্তু আমার বুকের তলায় যে সুচ বাজছে তার কাছে হাসি থেমে যায়। কই মার্কো তো এলেন না! তবে 'সে' সবে যাও—যাও—দেখো···সন্ধানী—আলোর রশ্মিতে তার সম্মতির ইঙ্গিত ফুটে উঠছে কিনা।/ যে নারী আপনাকে উৎসর্জন করে বাঁচালে তার দেশবাসীকে, বাঁচালে আমাকে সেই মহতী নারীর কম্পিত-ভীরু-পদপাতকে স্বাগত করার জন্য দীপ জ্বালা হ'লো কিনা দেখো গিয়ে বন্ধু! না—না তুমি যেওনা···আমি নিজেই যাব। সেই সুদূর বল্য থেকে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ গেল···সুতরাং আমার চোখের আলোই হবে তার আঁধার-পথের প্রথম দীপ। [শিবিরের প্রবেশ-পথে গিয়ে দুহাতে পরদা ছিঁড়ে ফেলে তমোময়ী রাত্রির দিকে তাকিয়ে রইল প্রিন্‌ৎসিভেল]···ঐ দেখ···দেখ···ভিডিও···ওই দেখো···আলো···

কালো আকাশ জুড়ে ডানা মেলে আসছে ওই আলোর দূত! ওঃ অন্ধকারকে একেবারে জ্বালিয়ে দিলে—ভাসিয়ে দিলে…। সহরের বুকে ওই একটি মাত্র আলো জ্বলছে। পিসার আকাশে এমন আলোর মহিমা আর কোনোদিন ফোটেনি। নিরাশার অন্ধকারে বসে এই আলো-রেখার ধ্যানেই আমার সুচির-প্রতীক্ষা। ওগো আমার পিসার বীরের দল—আজ রাতে তোমাদের মরণাহত নগরীর বুকে উৎসবের সমারোহ জাগবে—যার কাহিনী অমর হ'য়ে থাকবে তোমাদের ইতিহাসের পাতায়। আর আমার দুঃখের সাগরে আনন্দের কুল-ভাঙ্গা তরঙ্গ উঠবে। আমার স্বদেশকে এমনি মরণের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে এত আনন্দ হ'তো না তো!

ভিডিও

[প্রিন্‌ৎসিভেলের বাহু স্পর্শ করে] চলুন শিবিরে ফিরে যাই ওই যে ট্রিভাল্‌জিও আসছেন।

প্রিন্‌ৎসিভেল

[ফিরে এসে পরদা ফেলে দিয়ে] তাইতো। কিন্তু আমাদের সাক্ষাৎ খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। [টেবিলে যেয়ে কাগজ-পত্র নাড়াচাড়ি করতে করতে] ওর চিঠি তিনখানা কি তোমার কাছে?

ভিডিও

দু'খানা তো।

প্রিন্‌ৎসিভেল

আজকের খানা, আর আগে যে দু'খানা হস্তগত করেছি…

ভিডিও

শেষের দু'খানা এই যে। অন্যখানা তো আপনার হাতেই। দুম্‌ড়ে ফেলছেন যে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

এই যে! [প্রহরী পরদা তুলে দিল। ট্রিভালজিওর প্রবেশ]

ট্রিভালজিও

ক্যামপিয়নের দিক থেকে একটা অদ্ভুত সন্ধানী আলো আস্‌ছে লক্ষ্য করেছে?

প্রিন্‌ৎসিভেল

আপনি কি ওটা সন্ধানী বলে মনে করেনে।

ট্রিভালজিও

ও বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তোমার সাথে আমার কথা আছে প্রিন্‌ৎসিভেল।

প্রিন্‌ৎসিভেল

বলুন। ভিডিও তুমি যাও। কিন্তু কাছেই থেকো, দরকার হবে।

ট্রিভালজিও

তোমায় আমি কি চোখে দেখি, কতটা উঁচুতে আসন দিয়েছি তা তুমি জান, প্রমাণও পেয়েছ অনেক। আবার পাওনি অনেক। পাওনি এজন্য যে, ফ্লোরেন্সএর শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রগুপ্তির নীতিটি বড় কঠিন। এবং সে নীতির কাছে তোমার বিশ্বস্ততম অন্তরঙ্গতম সুহৃদেরও স্থান নেই। লোকে বলে এ শাঠ্য। কিন্তু রাজনীতিতে এ শাঠ্য নয়। এ হচ্ছে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আমরা শ্রদ্ধা করেই এ নীতি পালন করি। আরো করি এজন্য যে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ তারাই এ নীতির প্রণেতা। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে এখন, যে ফ্লোরেন্সের গণ-তান্ত্রিক সরকারের অধীন সর্বোত্তম সেনা-বাহিনীর অধিনায়ক পদে তোমার নির্বাচনে আমার হাত অনেকটা ছিল। যদিও তুমি ছিলে অজ্ঞাত-কুল-শীল, আর বয়সও ছিল

নিতান্তই কাঁচা। কিন্তু এ নির্বাচনের জন্য অনুশোচনার কারণ আমার এখনও ঘটেনি। কিন্তু কিছুদিন থেকে তোমার বিরুদ্ধে একটা দল গড়ে উঠেছে। একথা তোমার কাছে প্রকাশ করে বন্ধুর ওপর কর্তব্য করলাম বটে, কিন্তু জানিনা আবার অতিরিক্ত হ'তে গেলেও অনেক সময় ক্ষতি হয়। সে যাক্, তুমি জেনে রাখো প্রিন্‌ৎসিভেল তোমার বহু শত্রু রয়েছে। তারা অনেক বিশেষণই দিচ্ছে তোমার। এমন কি তোমার বিশ্বস্ততার প্রতিও কটাক্ষপাত করেছে তারা! এবং এমন সুপরিকল্পিতভাবে তোমার বিরুদ্ধে নিন্দা ছড়িয়েছে তারা যে তাদের অভিযোগগুলোই বেশ ভালো করে পেকে উঠেছে। পরিষদের একটি অংশ এমনিতেই তোমার বিরোধী। তাদের ওপর এ ব্যাপারের ফলটা খুব গুরুতরই হয়েছে। এবং ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে তোমায় বন্দী ক'রে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার কথা তাঁরা ভাবছিলেন। ভাগ্যি ভালো ঠিক এমনি সময়ে ব্যাপারটা আমার কানে এলো। ছুটে চলে এলাম ফ্লোরেন্সে। তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে, ভুল ভাঙ্গিয়ে কোনোমতে অবস্থাটা সামলান গেল—। অবশ্যি আমাকে তোমার জামিন হ'তে হয়েছে। এখন আমার মান রক্ষার ভার তোমার হাতে। কারণ তুমি এখন হাল না ধরলে আমাদের সর্বনাশ। দ্বিতীয় কমিশনার মেসার ম্যাঁলাডিউরা বিব্বিএনাতে আটকে বসে আছেন। ভেনিশীয় সেনা তাঁর পথ রোধ ক'রেছে। উত্তর দিক থেকে আর এক দল শত্রু-সেনা ফ্লোরেন্সের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নগর বিপন্ন। সব দিক রক্ষা হয় যদি কাল সকালে পিসার এতদিনকার ঝুলে-থাকা ব্যাপারটা সেরে ফেল। ওর মধ্যে আমাদের সব চেয়ে শক্তিশালী বাহিনীই সংযুক্ত আছে। তাদেরও তাহ'লে পাই, আর পাই জয়লক্ষ্মীর বর-পুত্র আমাদের একমাত্র সেনাপতিকে। এবং তাহ'বেই সগৌরবে বিজয়-সমারোহে

আমরা ফ্লোরেন্সে ফিরে যেতে পারব। এবং তোমার শত্রুদেরও ভুল ভাঙ্গবে। তারা মিত্র হ'য়ে এসে পাশে দাঁড়াবে।

প্রিন্‌সিভেল

আর কিছু বলবেন ?

ট্রিভালজিও

না, এই বলতে চেয়েছিলাম। প্রথম থেকেই তোমার ওপর আমার কেমন একটা স্নেহ পড়ে গিয়েছে। তোমাকে জানতে দিইনি কখনও—প্রাত্যহিক সংস্পর্শে তা গভীর হ'তে গভীরতর হ'য়ে চলেছে। যদিও কর্মক্ষেত্রে আমাদের বহু সময় বহু বিরোধী আর বিচিত্র ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। কারণ বিধি-বিধানগুলো তো আর সহজ নয়—অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরস্পর বিরোধী চেহারা। আর অদ্ভুত তার দাবী, আর অধিকারের প্রশস্ত ক্ষেত্র। এমন কি, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হ'লে সেনাপতির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণেরও অধিকার আছে ফ্লোরেন্সের আইনের। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এ হতভাগ্যই সে আইনের খবরদারী করে বর্তমানে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

একটু আগে যে আদেশ-লিপি এসেছে তা আপনার লিখিত ?

ট্রিভালজিও

হ্যাঁ।

প্রিন্‌ৎসিভেল

স্বহস্ত লিখিত ?

ট্রিভালজিও

নিশ্চয়ই। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ?

প্রিন্‌ৎসিভেল

এ চিঠি দুখানা চিনতে পারেন ?

ট্রিভালজিও

মনে হ'চ্ছে···তবে ঠিক বলতে পারিনি। কি আছে ওতে?

প্রিন্‌ৎসিভেল

থাক দরকার নেই। আমার জানা আছে।

ট্রিভালজিও

যে দুখানা চিঠি তোমার হাতে পড়েছে বলে সন্দেহ হয়েছিল সে দুখানাই কি?

প্রিন্‌ৎসিভেল

শিশুর সাথে খেলা নয় জেনে রাখবেন। এসব কাঁচা ছল-চাতুরীর খেলা না হয় এখন থাক! এ সাক্ষাৎ যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াই আমার কাম্য। কেন না বিলম্বে আমি যা হারাবো, ফ্লোরেন্স বিজয়েও তার ক্ষতি-পূরণ হবে না। আসল কথায় আসা যাক্। এই চিঠি দুখানিতে আপনি আমার প্রতিটি কাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ও মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। একি কেবলি বিদ্বেষ-প্রসূত? না আর কিছু? এত বড়ো বিজয়ের দামটা আমার বড় কম হবে না। আমি বেতন-ভোগী মাত্র। কাজেই সে হিসেবটা সস্তায় আপনারা মেটাবেন। একটা মুখোস দরকার। এ কি, তাই। এই চিঠিগুলিতে অখণ্ড হীনভাবে সব কিছুর এমন কদর্থ করা হ'য়েছে যে নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিজেরই সংশয় জাগে। মিথ্যার কালি মাখিয়ে আমার প্রতিটি কাজের চেহারা এমন বদলে দিয়েছেন যে তাদের তাদের আসল পরিচয় পাবার আর কোনো উপায় নেই। পিসা অবরোধের সাথে সাথেই এ নাটকের সুরু! হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল। এবং সেই মুহূর্তে পণ করে বসলাম আপনাদের সন্দেহ যখন হয়েছে, তখন তা সত্যই হোক। আপনাদের মিথ্যাচারী করবো না। অত্যন্ত সাবধানে আপনার প্রতিটি চিঠির নকল রেখে

তবে ফ্লোরেন্সে পাঠিয়েছি। এবং উত্তরগুলোও হস্তগত করেছি। আপনার কথা সবাই বিশ্বাস করেছে। আরো সহজে করেছে এজন্য যে সে পথ আমিই খুলে দিয়েছি অনুকুল প্রমাণ জুটিয়ে। সুতরাং আসামী সাব্যস্ত হ'লাম—বিচারও হ'য়ে গেল আমায় পর্দার এ-পারে রেখে। শাস্তি হ'লো ফাঁসীর হুকুম। আসামীর কোনো কৈফিয়ৎ শোনারও প্রয়োজন হলো না। আর শুনলেই বা কি হ'তো! স্বর্গের দেবতার মত নিষ্কলুষ হ'লেও আপনাদের হাত থেকে আমি বাঁচতাম না। বঁচাতে আমায় কেউ পারত না—কারণ যে সব প্রমাণ আপনারা জুটিয়েছেন তা খণ্ডাবার সাধ্য। সুতরাং দেখলাম কূল নেই। অথৈ জল। অকূলে ঝাঁপ দিলাম, ভাঙ্গলাম আপনাদের শৃংখল, একটা কাজের মত কাজ করব ব'লে। বিশ্বাসঘাতকতা এতদিন করিনি, কিন্তু করতে হ'ল এই চিঠি দুখানা হাতে পড়ার পর; সেই দিন থেকে খুঁজছি আপনাদের সর্বনাসের পথ। আজ রাতে আমার সর্ব-প্রয়াস আর সর্ব-আয়াসের শেষ। কি করব জানেন? আজ রাতে বিক্রয় করব আপনাকে আর আপনার প্রভুদের। আমার হাতের কঠিনতম, নিষ্ঠুরতম আঘাত আজ পড়বে আপনাদের পর! বিশ্বাসঘাতকতাকে যারা ধর্মের পোষাক পরিয়ে গৌরব করে, বিশ্বকে যারা বঞ্চনা আর শঠতা, লোভ আর কৃতঘ্নতা দিয়ে শাসন করতে চায়, এমনি করে তাদের যদি পিষে মারতে পারি জানবো জীবনে একটা কাজ করেছি। ফ্লোরেন্সের এই লাম্পট্যের বিবাষ্প হ'তে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যই আপনাদের চিরশত্রু পিসা অস্ত্র ধারণ করেছে—লড়্ছে ও লড়্বে, যতক্ষণ তার প্রাচীরের একখানা ইট বাকী থাকবে। আজ রাতে সেই অবরুদ্ধ পিসার মুক্তি। তারপর সে আর একবার উঠে দাঁড়াবে পুনরুজ্জীবিত মহাশক্তি নিয়ে…আঃ উঠছেন কেন? সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। অমোঘ

নিয়তির মত বজ্র নেমে আসবে আপনাদের মাথায়। আপনার ও সারা ফ্লোরেন্সের ভাগ্য আমার এই মুঠোর মধ্যে এখন।...

[ট্রিভালজিও অসি মুক্ত ক'রে ক্ষিপ্রহস্তে আঘাত করল প্রিন্‌ৎসিভেলকে]

ট্রিভালজিও

আমার এই বাহুতে শক্তি থাকতে নয়।

[হাত দিয়ে আঘাত ঠেকাতে গিয়ে প্রিন্‌ৎসিভেলের মুখে লেগে গেল। ট্রিভালজিওর হাত ধরে ফেলল প্রিন্‌ৎসিভেল]

প্রিন্‌ৎসিভেল

ভয় পাইয়ে দিলেন—প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু এখন? আমার এই একখানা হাতের নিষ্পেষণে আপনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে পারি। আমার হাতের এই ছোরাখানি আপনার রক্ত পানের জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে...একটুখানি নামিয়ে আনলেই হ'লো এটাকে... আপনি নীরব যে...ভয় নেই?

ট্রিভালজিও

[নির্বিকারভাবে] না নেই ভয়। ছোরা বসাবার তোমার স্বচ্ছন্দ অধিকার। প্রাণটাকে বিয়োগের হিসেবে ধরেই এখানে এসেছিলাম।

প্রিন্‌ৎসিভেল

[ট্রিভালজিওর হাত ছেড়ে দিয়ে] হুঁ...কিন্তু অদ্ভুত। অদ্ভুত আপনি। এমন অবলীলায় মরণকে স্বীকার করার দৃঢ়তা বড় বেশী কারো নেই। ঐ ক্ষীণ দেহের মধ্যে এত বিরাট শক্তি আমি কল্পনাও করতে পারিনি...।

ট্রিভালজিও

বোমা বা অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা যাদের ব্যবসা তারা ভাবে সাহস আর শক্তি কেবল অস্ত্রের ধারে। কিন্তু ভুল, ভুল বড় ভুল।

প্রিন্‌ৎসিভেল

হয়তো ঠিক বলেছেন···তাই হবে হয়তো। কিন্তু আপনাকে আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। কোন অনিষ্ট হবে না, ভয় নেই। ভিন্ন দেবতার সেবক যদিও আমরা দুজন। [মুখ থেকে রক্ত মুছে] আঘাতটা বেশ নিপুণ হাতে দিয়েছেন—দুর্বল হাতে ধরা অসি নয়। বেশ গভীর হ'য়ে বসেছে।···যাক্। আচ্ছা, বলুনতো যে লোকটা আপনাকে প্রায় যমের দুয়ার দেখিয়ে আনলে তাকে হাতে পেলে কি করেন?

ট্রিভালজিও

ক্ষমা করিনে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

বুঝতে পারিনে···অদ্ভুত আপনি···। এই চিঠি দু'খানার জঘন্য হীনতা কি স্বীকার করেন? তিনটে বড় বড় যুদ্ধে আমার দেহের রক্ত-পাত করেছি ফ্লোরেন্সের জন্য। লাভের হিসেব পুরোপুরি ছিল আপনাদের। তবুও নিজের সম্বন্ধে বেহিসেবী হ'য়েই প্রাণপণ লড়েছি। রিপাব্‌লিকের বিশ্বস্ত সেবক ছিলাম; কোনদিন আমার চিন্তা, মন কার্যে অবিশ্বাস স্পর্শ করেনি। এটুকু জানতেন আপনি, কেননা আপনার সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা প্রহরা দিয়েছে আমার 'পর। আজ কোনো হীন বিদ্বেষ আপনার ন্যায়-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। তাই আমার প্রতি কাজ, প্রতিটি পাদক্ষেপ পর্য্যন্ত আপনি এখন বাঁকা চোখে দেখেছেন। ফ্লোরেন্সের হিত-চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা এতদিন আমার ছিল না—অথচ মিথ্যার ওপর মিথ্যা চাপিয়ে···

ট্রিভালজিও

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে সত্য। কিন্তু তা না নিয়ে উপায়ই বা ছিল কি? আমার ওপর কঠিন দায়িত্ব। আঁচ .পাচ্ছিলাম বিপদ

ঘনাচ্ছে। পর পর কয়েকটা বিজয়ে আমাদেরই বেতন-ভোগী সেনা গর্বে মেতে উঠেছেন এবং কর্তৃপক্ষকে ডিঙ্গিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছেন! ফ্লোরেন্সের হিত-চিন্তা কর্তৃপক্ষ তার চেয়ে একটু বেশীই করে থাকেন বৈকি। কাজেই ব্যাপারটা ভয়েরই মনে হ'লো এবং শংকার কারণকে ঠেকাবার ভারও আমার। আর বাস্তবিক আমাদের আশংকা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ তো এই মুহূর্তে এখানে বসেই মিলে গেল। ফ্লোরেন্স-বাসীর মনে তোমার আসন দেবতার আসন। সে আসন খানি সরিয়ে নেবার দরকার হ'লো, তার ব্যবস্থাও করতে হ'লো। প্রথমটায় অবশ্য তারা খুব চটে গেল। কিন্তু গেলেই বা কি। তাদের অসংগত খাম-খেয়ালি যা দেশের পক্ষে অশুভ তা ঠেকাবার জন্য তারাই তো আমাদের এ আসনে বসিয়েছে। সুতরাং তাদেরও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হ'লো আর ফ্লোরেন্সকেও সাবধান করে দিতে হ'লো। আমার সব মিথ্যার মূল্য ফ্লোরেন্স জানে···

প্রিন্‌ৎসিভেল

আপনাদের আশংকা সব দিক দিয়ে মিথ্যে ছিল। কোন দিনই—যে বিপদের ভয় করেছিলেন তার অবকাশ ঘট্‌তো না। আপনার মিথ্যাচরণই এ অঘটনের জন্য দায়ী।

ট্রিভাল্‌জিও

কি করেই বা বলি ঘট্‌তোনা। সম্ভাবনার ফাঁক রাখতে নেই।

প্রিন্‌ৎসিভেল

চমৎকার কেবল একটা ক্ষীণ "হ'তে পারত"-র যূপকাষ্ঠে একটা নিরপরাধ বলি হয়ে গেল। কারো এতটুকু বিকার ঘট্‌লো না।

ট্রিভাল্‌জিও

ফ্লোরেন্সের মংগলের কাছে কোনো জীবনের দাম নেই।

প্রিন্‌ৎসিভেল

ফ্লোরেন্স তার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার সর্বসাধনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বোধ হয় আপনার সাধনায় প্রতিফলিত ফ্লোরেন্সএর সে রূপ আমি আমার অনুভূতির মধ্যে ছুঁতে পারি নি।

ট্রিভাল্‌জিও

ঠিক বলেছ—ফ্লোরেন্স ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর কিছু নাই।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তাই হবে…। ফ্লোরেন্স আপনার আরাধনার ধন, কাজেই যা বলেছেন বা করেছেন তাতে কোথাও ভুল নেই…। আমার স্বদেশ নেই…কাজেই আমি বলতে পারিনে কিছু। মাঝে মাঝে দুঃখ হয় কেন আমার স্বদেশ বলে কিছু নেই। আবার ভাবি নাই থাক্, যে ঐশ্বর্য আমার আছে, তা আপনার নেই, কোনো মানুষের নেই, কোনো কালে হবে না। তাতেই আমার সব ফাঁক ভরে আছে। আজ বিদায়! ভুয়ো কতগুলো কথার প্যাঁচ খোলার সময় আমার নেই। আমরা দুজন পরস্পর থেকে বড় দূরে সরে গেছি। কিন্তু তবু কোনো কোনো জায়গায় মিল রয়ে গেছে—। প্রত্যেক মানুষের অদৃষ্ট বাঁধা…বাঁধা তার পথ। কেউ ঘুরে মরে আদর্শের চারদিকে, কেউ ছোটে আকাংক্ষার পেছনে। আজ আপনার আদর্শ ত্যাগ আপনার পক্ষে যেমন বেদনার, আমার পক্ষে আমার সেই আকাংক্ষাকে ছাড়াও তেমন বেদনার। …বিদায় ট্রিভালজিও, বিদায়। পথ আমার আলাদা। বিদায়ের সময় আপনার হাতখানা দিন।

ট্রিভাল্‌জিও

আজ নয়, দেব তোমার বিচারের দিন।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তাই হবে। আজ আপনার হার হলো, কিন্তু কাল হবে জিৎ। ভিডিও।

[ভিডিওর প্রবেশ]

ভিডিও

একি প্রভু! রক্ত? আপনি আহত!

প্রিন্‌ৎসিভেল

ও কিছু নয়। দুজন প্রহরীকে ডাকো। এঁকে নিয়ে যাক্‌, অতিথি ইনি···সাবধান কোনো অসম্মান বা হানি যেন এঁকে স্পর্শ না করে। শত্রু হ'লেও, আজও ইনি আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধার। লোক-চক্ষুর আড়ালে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে রাখো এঁকে। এঁর নিরাপত্তার জন্য রক্ষীরা হবে দায়ী। আর আমার আদেশ পাওয়া মাত্রই এঁকে মুক্ত করে দেবে।

[ট্রিভাল্‌জিওকে নিয়ে ভিডিওর প্রস্থান। প্রিন্‌ৎসিভেল আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষত পরীক্ষা করতে লাগল]

প্রিন্‌ৎসিভেল

বিশেষ গভীর হয়নি ক্ষত। কিন্তু দাগটা মুখে বসে গেছে···কে ভেবেছিল অমন ক্ষীণ দেহে···[ভিডিও ফিরে এল] নির্দেশমত কাজ হয়েছে?

ভিডিও

হাঁ প্রভু। কিন্তু এর পরিণাম যে সর্বনাশ।

প্রিন্‌ৎসিভেল

সর্বনাশ বলছ বন্ধু! জীবনের প্রতিটি দিন যদি এমনি সর্বনাশ হ'তো! এমনি সর্বনাশ···! আজ বড় সুখের দিন। অন্যায়ের ন্যায়-সঙ্গত প্রতিশোধে এত বড় সুখ পৃথিবীর কারো ভাগ্যে কখনও ঘটেনি, কেবল ঘটেছে আমার ভাগ্যে। এ সুখের স্বপ্ন প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন দেখে যে মুহূর্ত থেকে সে ভাবতে শেখে সেই মুহূর্ত

থেকে। আমিও এ সুখের জন্য সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা করেছি—সর্ব কামনা ঢেলে করেছি। এ সুখ একা আমার, একান্ত ক'রে একমাত্র আমারই সম্পত্তি, এ আমার হবেই জানতাম···একদিন না একদিন পাবোই—চরমতম পাপও আমি বিনা দ্বিধায় করে যেতে প্রস্তুত ছিলাম এ সুখটুকু পাবার জন্য···অবশেষে আমার শুভগ্রহ প্রসন্ন হ'লেন, ন্যায় বিচার করলেন, করুণাও হয়তো করলেন। তাইতো আজ সেই গ্রহেরই রজত আলো ধারা বেয়ে অজস্র সুখ আমার ওপর নেমে এল। আর তুমি বলছো সর্বনাশ! আমায় করুণা করো না বন্ধু। হৃদয় যাদের জমে বরফ হয়ে গেছে—প্রেমহীণ সেই দুর্ভাগা মানুষগুলিকে করুণা করো। তুমি কি জানো না বন্ধু! আজ এই মুহূর্তে স্বর্গে বসে দেবতারা আমার ভাগ্যের থালায় শত-প্রেমিকের হাজার-আনন্দ স্বহস্তে পরিবেশন করছেন। আমি জানি এ কথা, ভালো করে জানি। মানুষের বৈচিত্রময় জীবনে চরম পরাজয় আর পরম জয়ের সন্ধিক্ষণে এমনি মুহূর্ত অতর্কিতে আসে যখন হঠাৎ চোখ মেলে চেয়ে দেখে—জীবনের উচ্চতম শৈলশিখরে সে অধিষ্ঠিত—দুনিয়া তার করায়ত্ব, তারই অঙ্গুলি হেলনে চলছে। তারপর? তারপর যা হয় হোক, তারপর যা আসে আসুক, তার জন্য কোনও ভাবনা নেই। কোনও দাম নেই তার। এই যে পাওয়ার আনন্দ, এ বড় তীব্র, বড় প্রচণ্ড। এ আনন্দের রুদ্র আবর্ত-বেগ সবাই সইতে পারে না—। ভেঙ্গে গুড়িয়ে চুরমার হ'য়ে যায় যে রুদ্র দেবতার এ দান হাত পেতে নেয়···

ভিডিও

[একটা ব্যাণ্ডেজ হাতে অগ্রসর হ'য়ে] এখনও যে রক্ত পড়ছে, বেঁধেদি আসুন

প্রিন্‌ৎসিভেল

দাও, বাঁধতে তো হবেই। কিন্তু চোখ দুটো যেন ঢেকে দিও না। [আরশীতে দেখে] ডাক্তারের ছুরি দেখে ভয়-খাওয়া-রোগীর মত দেখাচ্ছে যে আমায়। প্রিয়ার প্রতীক্ষায় থাকা প্রেমিকের মত দেখাচ্ছে না তো? [ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে] ভিডিও! বন্ধু আমার! তোমার কি হবে বলতো!

ভিডিও

প্রভু যেখানে, ভৃত্যও সেখানে···

প্রিন্‌ৎসিভেল

না। আমার সঙ্গ তোমায় ছাড়তে হবে। আমার অদৃষ্ট আমায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জানি না। তুমি পালিয়ে যেও। কেউ তোমার অনুসরণ করবে না। কিন্তু আমার সাথে যদি থাকো··· থাক্। এই বাক্সে মোহর আছে, নাও এসব তোমার। আমার আর প্রয়োজন নেই এ সবে। শকট-বাহিনী কি প্রস্তুত? পশু সংগ্রহ হয়েছে!

ভিডিও

সব শিবিরের সামনে প্রস্তুত রয়েছে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

উত্তম। আমি ইঙ্গিত করলেই যথা-কর্তব্য করবে। [দূর থেকে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল]

ভিডিও

বোধ হয় কোনো প্রহরীর।

প্রিন্‌ৎসিভেল

কিন্তু কার হুকুমে? নিশ্চয় ভুল হ'য়েছে কোনো। 'তারই' ওপর গুলি চালিয়ে বস্‌লো না তো? তুমি বলে রাখো নি ওদের?

ভিডিও

অসম্ভব। আমি তো নির্দেশ দিয়ে রেখেছি। কয়েকজন রক্ষীও মোতায়েন করা আছে—তিনি এলেই আপনার কাছে নিয়ে আসবে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তুমি গিয়ে দেখো কি হ'লো। [ভিডিও চলে গেল। পরক্ষণেই আবার ফিরে এল। পর্দা তুলে দ্বারের কাছ থেকে মৃদু স্বরে ডাকলে, প্রভু। তারপর আবার চলে গেল। সুদীর্ঘ, ঢিলা বহির্বাসে আচ্ছাদিতা মান্না ভান্নাকে দেখা গেল। দ্বারের কাছে এসে সে থেমে গেল। প্রিন্‌ৎসিভেলের সর্ব শরীর কাপ্‌ছে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এ'ল]

ভান্না

[রুদ্ধস্বরে] আপনার আদেশ অনুসারে আমি এসেছি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তোমার হাতে রক্ত···আঘাত লাগ্‌ল কি?

ভান্না

কাঁধে একটা গুলি লেগেছে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

কি? কেমন ক'রে? কখন লাগল? কি ভয়ানক···

ভান্না

যখন শিবিরের প্রায় কাছে এসেছি, এমনি সময় লাগল।

প্রিন্‌ৎসিভেল

কে ছুঁড়েছে গুলি, জানো?

ভান্না

জানিনে, লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল।

প্রিন্‌ৎসিভেল

খুব কষ্ট হচ্ছে কি ?

ভান্না

না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

ক্ষতটা বেঁধে দিই ?

ভান্না

না না, ও কিছু নয়। সামান্য লেগেছে। [কিছুক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ]

প্রিন্‌ৎসিভেল

তুমি মন স্থির করেছ ?

ভান্না

করেছি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

সর্তগুলো আর একবার স্মরণ করিয়ে দেব কি ?

ভান্না

না, প্রয়োজন নেই।

প্রিন্‌ৎসিভেল

কোনো কাঁটা, কোনো অনুশোচনা নেই মনে ?

ভান্না

অনুশোচনা থাকবে না, এমন সর্ত তো ছিল না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তোমার স্বামীর মত আছে ?

ভান্না

আছে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

এখনও সময় আছে ফেরার। আর একবার ভেবে দেখো।

ভান্না

না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তুমি এ-পথে কেন এলে ?

ভান্না

অতগুলো মানুষের জীবন আমার একার মান, সম্ভ্রম, প্রাণের চাইতে অনেক বড়।

প্রিন্‌ৎসিভেল

অন্য কোনো কারণ নেই ?

ভান্না

আর কি থাকতে পারে ?

প্রিন্‌ৎসিভেল

আমার তো ধারণা যে কোনো সাধ্বী নারী···

ভান্না

বলুন···

প্রিন্‌ৎসিভেল

যে তার স্বামীকে ভালোবাসে···

ভান্না

তারপর···

প্রিন্‌ৎসিভেল

একান্ত ভাবে ভালোবাসে···

ভান্না

তারপর ?
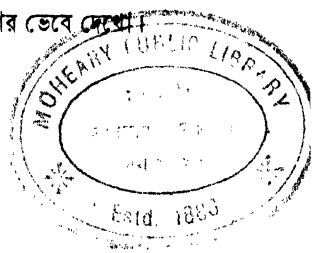
প্রিন্‌ৎসিভেল

তুমি কি কেবল এই বহির্বাস খানাই পরে এসেছ ?

ভান্না

হাঁ।

প্রিন্‌ৎসিভেল

শকট-বাহিনী ও পশুর দল শিবিরের সামনে রয়েছে দেখেছ ?

ভান্না

দেখেছি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

দুই শত শকট বোঝাই উৎকৃষ্ট টাস্কর গম রয়েছে। দুই শ'তে রয়েছে, ফল, মদ্য আর অন্য খাদ্য-সম্ভার। পঁয়তাল্লিশ খানায় রয়েছে অস্ত্র আর বারুদ। আরো আছে এ ছাড়া—ছ'শ' উৎকৃষ্ট ষাঁড়, আর বারোশ' ভেঁড়া। তোমার আদেশ পেলেই এসব পিসা রওনা হবে। দেখবে একবার ?

ভান্না

দেখব।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তাহ'লে এসো দ্বারের কাছে। [পর্দা সরিয়ে আদেশ দিল। প্রিন্‌ৎসিভেল। সংকেত করার সাথে সাথে একটা অস্পষ্ট গভীর শব্দ শোনা যায় যেন বিরাট একটা বাহিনী চলতে আরম্ভ করল। মশাল জ্বলে ওঠে। কশাঘাত, চাকার ঘর্ঘর, শিশুর চীৎকার, একসাথে মিলে মহা কোলাহল সৃষ্টি হয়। ওরা দুজনে শিবির দ্বারে মুহূর্তের জন্য ব্যগ্র দৃষ্টিতে অন্ধকার রাত্রির মশাল-জ্বলা পথে সেই চলমান বিরাট বাহিনীর দিকে তাকিয়ে রইল] আজ রাত থেকে ক্ষুধিতা নগরীর ক্ষুধার অবসান হবে তোমার প্রাসাদে। পিসা অজেয়া হবে। যে গৌরবের ক্ষীণতম

আশা করার সাহস পিসা-বাসীর এতদিন ছিল না, কাল থেকে তারা তারই অধিকারী হবে। খুসি হ'লে তুমি?

ভান্না

হয়েছি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

এসো দরজাটা বন্ধ করে দি। তোমার হাতখানা দাও। সন্ধ্যা হ'লো, কিন্তু এখনও তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি। রাতে কন্‌কনে শীত পড়বে। তোমার কাপড়ে বিষ বা অস্ত্র টস্ত্র লুকোনো নেই তো?

ভান্না

পরনের এই পোষাক আর পায়ের এই জুতো জোড়া ছাড়া আর কিছু নেই আমার কাছে। ভয় হ'লে খানাতল্লাসী করতে পারেন।

প্রিন্‌ৎসিভেল

আমার জন্য নয়, ভয় তোমারি জন্য।

ভান্না

আমার দেশ-বাসীর জীবন আমার কাছে সব চাইতে বড়।

প্রিন্‌ৎসিভেল

সর্বোত্তম যা তাই করেছ। এখন এসো, এখানে বসো। ওখানে নয়, ওটা যোদ্ধার বসবার আসন, দেখছনা কঠিন, সংকীর্ণ, কবরের মত ঠিক। তোমার উপযুক্ত নয় ও আসন। এই অজিন খানার উপর বসো, নারীর কোমল স্পর্শ আজ প্রথম লাগলো ওতে। আর পা রাখো এই কোমল তরক্ষু-চর্মখানির ওপর। কোনো এক বিজয়ের রাতে আফ্রিকার এক রাজা এটা আমায় উপহার দিয়েছিলেন।

[ভান্না বস্ত্র আঁট সাঁট করে দেহে জড়িয়ে বস্‌লো]

আলোটা তোমার চোখে লাগছে, সরিয়ে দেব?

থাক্ কিছু হবে না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

[কৌচের কাছে ভূমিতে নতজানু হয়ে, ভান্নার হাত নিজ হাতের মধ্যে নিয়ে] গিয়ো ভান্না [ভান্না চম্‌কে ওঠে—গভীর বিস্ময়ে প্রিন্‌ৎসিভেলের দিকে তাকায়] ভান্না ! ভান্না ! আমার ভান্না ! বিস্মিত হচ্ছ। একদিন এই নামে এমনি করেই আমি ডেকেছিলাম। আজ কিন্তু তাই আবার মুখে আনতে আমার সর্বদেহ কেঁপে উঠছে।… …একটা পুরো যুগ নাম খানি আমার বুকের মধ্যে বড় শক্ত আগল দেয়া ছিল। আজ তাই পিঞ্জর ভেঙ্গে বাইরে আসতে হচ্ছে তাকে। সংসারে সম্বলের মধ্যে এই নামখানি—। আমার নিশ্বাস হয়ে, প্রাণ বায়ু হ'য়ে আছে ওই নাম। এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করি আর যেন একটু একটু করে আমার প্রাণ বায়ু বের হ'য়ে আসে। কত অন্তরঙ্গ ছিল একদিন এ নাম—যেন যুগ-যুগান্তের পরিচয়ে নিবিড়…বারে বারে, ফিরে ফিরে আপন মনে ডেকেছি নাম ধরে—নেশায়, কেবল নামের নেশায়… তারপর ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেল, ভেঙ্গে গেল জড়তা। দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে চল্‌লো নাম জপা, কেমন করে জপেছি জানো ? চির দিবস-রজনীর ধ্যান যে প্রিয়াকে জাগাতে পারলে না অন্ততঃ একবারটি তারই সামনে বসে সমস্ত প্রেম ঢেলে 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটি বলার যে আকূতি ব্যর্থ প্রেমিকের —জপেছি সেই আকূতি আর ব্যাকুলতা নিয়ে, তেমনি আকুল হয়ে। জপতে জপতে আমার ওষ্ঠদুটি বুঝি ওই নামেরই ছাঁচে গড়ে উঠেছে…শুভক্ষণটি এলে কোমল করে, আবেগের উষ্ণতা দিয়ে, তীব্র আকাংক্ষার ব্যঞ্জনায় ভরে এমন ভাবে আমার প্রিয় নামটি

উচ্চারণ করবে যে প্রিয়ার কাছে আর কিছু অপ্রকাশ থাকবে না, আমি একেবারে খুলে যাবো অবারিত হ'য়ে…। ভালোবাসার যে বিরাট সাগর বাধা প'ড়ে আছে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, ঐ নামটি ঘিরে তার রূপটি নিরাবরণ হ'য়ে খুলে যাবে। কিন্তু আজ যে তার ছায়াটুকু মাত্র রয়েছে। এতো সেই নাম নয়…হয়তো আমারি ভয় আর সংশয়, দ্বিধা আর বেদনা নামখানিকে আঘাত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে, তাই তা আমার মুখ থেকে যখন বেরিয়ে এলো আমিই চিনতে পারছি না। আমার এতকালের আরাধনা, প্রেম, ভক্তি রূপ নিয়েছিল যাতে, সেই প্রিয় নামখানি আজ আমার শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে, আমার কণ্ঠের স্বর পর্য্যন্ত হরণ করে নিচ্ছে…।

ভান্না

কে কে তুমি…?

প্রিন্‌ৎসিভেল

চেননা আমায়? কোনো স্মৃতি কালের তরঙ্গে ভেসে আসছে না? কত পরম-বিস্ময়ের বস্তু কাল চুরি করে…বিস্মৃতির মধ্যে একদিন সব হারিয়ে যায়। সে-সব বিস্ময়ের বস্তু দেখেছি কেবল আমি। বোধ হয় ভালোই, যে তারা স্মৃতি থেকে খসে পড়ে। তাই ভালো, আশা করব না…কাজেই থাকবে না আশা-ভঙ্গের বেদনা…না না—আমি তোমার কেউ নই, কিছু নই·· নাম-গোত্র-হীন একটা সৃষ্টি-ছাড়া ভাগ্যহীন। ভেবো না—। হতভাগাটা একবার কেবল তাকিয়ে দেখবে তার সারা জীবনের সাধনার প্রতিমাখানি, তারপর আর কিছু চাইবে না সে…চাইবার মত আর আছেই বা কি…। তবু, তবু…সম্ভব হ'লে তুমি চলে যাবার আগে হতভাগাটা একবার জানিয়ে দিতে চায় এই কথাটি যে

তার জীবনের সমস্ত আকাশ হয়ে আছো তুমি, এবং থাকবে··· অনন্তকাল···।

ভান্না

আমায় চেনেন মনে হচ্ছে···কিন্তু কে আপনি?

প্রিন্‌ৎসিভেল

চিনতে পারছো না? ঐযে লোকটা চেয়ে আছে তোমার দিকে নির্ণিমেষে যেন স্বপ্নলোক থেকে দেখছে তার আনন্দ আর সত্ত্বার পরম রূপকে···যার সামনে দাড়িয়ে আছো তুমি দীপ্তিময়ী তার কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে, পারছ না চিনতে তাকে? পড়ছে না মনে?

ভান্না

না, পড়ছে না। না, কিন্তু···কে জানে···

প্রিন্‌ৎসিভেল

তাই। ভুলে গেছ। ঠিক জানতাম, ভুলে যাবে। আট বছরের ছোট্ট মেয়ে তুমি তখন···আর আমার বয়স ছিল বারো।

ভান্না

কোথায়?

প্রিন্‌ৎসিভেল

ভেনিসে। জুন মাসের রবিবার একটা। আমার বাবা ছিলেন স্বর্ণকার। তোমার মায়ের জন্য এক ছড়া মুক্তার হার তৈরী করে নিয়ে এলেন। আমি এলাম সাথে। তোমার মা হার দেখতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে সেই ফাঁকে আমি এসে পড়লাম বাগানে। পুকুরের ধারে, মার্টল্ গাছের ছায়ায় ছোট্ট তুমি বসে কাঁদছ—আংটি প'ড়ে গেছে জলে। আমি তখনি লাফিয়ে নামলাম। পুকুরের মর্মর-বাঁধান তলায় আংটিটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ডুব দিলাম—

প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম। কোনোমতে তুলে এনে দিলাম পরিয়ে তোমার হাতে। খুসিতে ডগমগ হ'য়ে তুমি চুমো খেলে আমায়।

ভান্না

সেতো এক ছোট্ট ছেলে, একরাশ ঝাঁকড়া চুল ছিল মাথায়—নাম ছিল গিয়েনেলো—তুমি সেই?

প্রিন্‌ৎসিভেল

হাঁ ভান্না, আমি সেই।

ভান্না

চেনার কোনো উপায় তো রাখোনি। তা ছাড়া ব্যাণ্ডেজে মুখখানি ঢাকা, কেবল চোখ ছুটি দেখতে পাচ্ছি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

[ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে] দেখ দেখি এখন চিনতে পারো কি না।

ভান্না

মনে হয়—বোধ হয়—পারছি…। হাসিটি তেমনি আছে—শিশুর সরল হাসি…কিন্তু একি আহত হয়েছো? রক্ত পড়ছে যে!

প্রিন্‌ৎসিভেল

এতো প্রথম আঘাত নয় ভান্না। কিন্তু তোমারও তো আঘাত লেগেছে।

ভান্না

এসো, ভালো করে বেঁধে দি; [ব্যাণ্ডেজ জড়াতে জড়াতে] এ যুদ্ধে অনেক আহতের সেবা করেছি আমি।…হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়েছে, মনে পড়েছে…সেই বাগানটা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে…সেই ডালিম গাছ…গোলাপের ঝাড়…লরেল ফুল…সব…। কত দিন বিকেল বেলা যখন পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে বালির উপর—আমরা তু'জন কত খেলা খেলেছি ওখানে—

প্রিন্‌ৎসিভেল

কতবার জানো? আমি গুণে দেখেছি—বারো বার। কবে কি খেলা হয়েছে—কখন তুমি কোন্‌ কথাটি বলেছ, সব—সব আমি বলে দিতে পারি।

ভান্না

তোমার মধ্যে এমন একটা শান্ত গাম্ভীর্য ছিল, আমার বড় ভালো লাগত। সেই জন্যই ভালও বেসে ফেলেছিলাম তোমায়। আমায় তুমি একেবারে রাজ-সম্মান দিতে। অর্থাৎ তোমার কাছে আমি ছিলাম একটি ক্ষুদে মহারাণী। মনে আছে একদিন তোমার আশায় বসেই থাকলাম, কিন্তু আর এলে না, কোনোদিন আর এলে না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

বাবা আমায় আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে যায়। তারপর কখনও আরবদের, কখনও তুর্কী, কখনও স্প্যানীয়দের হাতে বন্দী-জীবন গেল কতকাল। ভেনিসে যখন ফিরলাম, তোমার মা ইহলোকে নেই? বাগানখানা শুকিয়ে গেছে। তুমি কোথায় কেউ বলতে পারলে না—কত খুঁজলাম, সব বৃথা। অনেকদিন পর খবর মিলল। ধন্য তোমার সৌন্দর্য্য, একবার যে দেখেছে, তার মর্মে একেবারে মূর্ত্তিখানি জন্মের মত খোদাই হয়ে গেছে।

ভান্না

আমি আসা মাত্রই আমায় চিনতে পেরেছিলে?

প্রিন্‌ৎসিভেল

কেবল চেনা ভান্না? ঠিক তোমার মত দেখতে, একই রকম পরিচ্ছদ পরা লাখো মেয়ে—এই ধরো সহোদর বোন সব,

আত্মীয়েরাও যাদের চিনে পৃথক করে উঠ্‌তে পারে না—এসে যদি দাঁড়ায় সামনে—আর তুমি থাকো তাদের মধ্যে মিশে—এক লহমায় চিনে নেব। হাত ধরে বলবো, 'এই যে সে'। আশ্চর্য। নয় কি ? এমনই হয় ভান্না, এমনিই হয়। প্রিয়-মূর্তি অম্‌নি অক্ষয় হয়ে থাকে বুকের মধ্যে। তোমার ছবি আমার মনের মধ্যে একেবারে জীবন্ত ও সত্য হ'য়ে বাসা বাঁধল। তুমি যেমন দিনে দিনে বেড়ে চললে কালের সাথে পা ফেলে, আমার মনের তুমিও তেমনি তাল মিলিয়ে বেড়ে চললে। সাথে চলল তার রং ফেরা, যেমন বাস্তবে তোমার চলল রূপায়ন—দিনে দিনে, ঋতুতে ঋতুতে রূপ-সাগর-ছেঁচা সুষমা দিয়ে! তোমার সেই প্রথমকার মূর্তি, আর আজ তা যে রূপ ধরেছে—এ দুইয়ে কোনো মিল নেই। আজের মূর্তি খানি যেন দল মেলে মেলে বিকশিত হয়ে-ওঠা ফুল। কিন্তু তবু তুমি যখন এলে, পা রাখলে এইখানে—মনে হ'লো আমার স্মৃতি আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। তোমার অনুপম রূপ-খানি আমি যত্ন করে চিত্তের মনি কোঠায় আগলে রেখেছিলাম। কিন্তু বড় এগিয়ে গেছ তুমি। আমার ভীরু কল্পনা, দ্বিধায় মন্থর—পারলেনা তোমার সাথে সমান বেগে পা-ফেলে চলতে। পেছনে রইল প'ড়ে। আমার কল্পনার এতটুকু বাতায়নে, অতবড় রূপের আকাশ ধরা দিলে না। যে মুহূর্তে তুমি আবির্ভূতা হ'লে আমার নিশান্তের উদয়াচলে—অকস্মাৎ আমার দুই চোখ যেন প্লাবিত হ'য়ে গেল তোমার রূপ থেকে ঝরা আলোর উৎসারে। এ কেমন জানো ? যেন অতীতের কোন এক সুদূর দিনে চল্‌তে চল্‌তে, প্রদোষের ম্লান আলোয় দেখেছিলাম পথ-প্রান্তের একটি ছোট্ট ফুল—। স্মৃতি খানি মনে গেঁথে রইল। সেই স্মৃতি নিয়ে অকস্মাৎ আর একদিন প্রভাতের উচ্ছ্বসিত আলোয় দেখলাম লাখো ফুলের মেলা।

আজ তোমায় দেখাও আমার ঠিক তেমনি—অস্পষ্ট আলোয় দেখা একটি ফুলের স্মৃতি নিয়ে দিনের আলোয় দেখা লাখো ফুলের মেলা। আমার চিত্তের শিল্পী তোমার ছবির রং ফিরিয়ে ফিরিয়ে চল্‌ছিল। কিন্তু অত আলো আর অত রং সে কোথায় পাবে।

…পরিচয়ে-নিবিড় সেই ভ্রূ। গলান-সোণার ধারার মত সেই কেশের রাশ, সেই চোখ…সারা অন্তর উদ্ঘাটিত ওই চোখের খোলা বাতায়নে। সেই…সব সেই…কিন্তু তবু, তোমার আজের এ রূপের কাছে হার মানল আমার সেই দীর্ঘকাল ধরে কল্পনার ভাণ্ডারে গোপনে আগ্‌লে রাখা প্রতিমাখানি।

ভান্না

তরুণ মনের আবেগ দিয়ে আমায় ভালোবেসেছিলে—সময় আর ব্যবধান আজ সে ভালোবাসার ওপরে সোনার রং ঢেলে দিয়েছে।

প্রিনৎসিভেল

অনেকেই বলে, তারা ভালোবেসেছে একবারই—এক প্রেমকেই জীবনেব আরাধনা করেছে। মিছে কথা—নিতান্ত ছলনা। মনের দৈন্য ঢাকার জন্য এ তাদের ছলনা। খাঁটি একব্রত প্রেমিকের সংখ্যা সংসারে খুব বেশী নেই—। দুঃখ-ব্রত তাঁরা—অর্থাৎ তাদের প্রেম-সাধনের পথই দুঃখ-সাধনার পথ। ঐ লোকগুলি জোর গলায় বলে বেড়ায় বটে, এমনি মহান্ দুঃখ তারাও সয়েছে। কিন্তু সে সব ভান—। নিজকে ঢাকার মুখোস মাত্র। এই সব দুঃখ-সাধকদের জীবনের কাহিনী চালায় নিজের বলে। ধার করা কথা, সুতরাং হয় নিস্প্রাণ নেহাৎ ফিকে। আর ভালোবাসার মর্যাদা ক'জন পুরুষই বা দিয়ে থাকে। প্রেম তাদের জীবনের হাসে একটা হাল্কা খেলার মত, মুখে যত বড় কথাই বলুক। সুতরাং এ রমক মানুষের কাছ থেকে যখন ধার করা কথা—সে যতই বেদনা-গভীর সকরুণ হোক না

কেন—শোনে কোন মেয়ে, তার মন অশ্রদ্ধায় ভরে যায়—ঘৃণায় সংস্কুচিত হ'য়ে যায়।

ভায়া

ভয় নেই। সে ভয় নেই। জীবনের প্রথম প্রভাতে যে প্রেমের আহ্বান প্রায় সকলেরই হৃদয়কে আলোড়িত করে—তার চেহারা আমি ভালো করে চিনি। এবং চিনি সে প্রেমকেও—যা একদিন চলার পথে পথ-প্রান্তে ঝরে পড়ে যায়, জীবনের আরও বহুতর ঝরে-পড়া ঘটনার সাথে। কাল যে তার মরণের বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়েই এগিয়ে চলে···

থাক্‌গে···। হ্যাঁ, তারপর বলতো ভেনিসে এসে আমার সন্ধান পেলে, তারপর? যে মেয়েকে অমন করে ভালোবাসলে তাকে একটিবার অতন্তঃ চোখে দেখারও কোনো চেষ্টা করলে না?

প্রিন্‌ৎসিভেল

শুনলাম তোমার মা মারা গেছেন, তোমাদের সম্পত্তি, সঙ্গতি সব গেছে। তুমি পথের ভিখারী হয়েছ। তারপর পিসার মধ্যে ধনীশ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী এক টাসকান অভিজাতের সাথে তোমার বিবাহ স্থির হয়েছে। রাণীর মত সুখে-সম্মানে থাকবে তুমি সেখানে। আমি খেয়ালী, ভব-ঘুরে, ছন্ন-ছাড়া, ঘরহারা দেশহারা—তোমায় দেবার মত আমার কি ছিল বলো? যে বলি নিবেদন করেছিলাম আমার প্রেমের দেউলে—হয়তো কৃপণ-হৃদয়ের দান সে; অদৃষ্ট দেবতা এসে দাবী করলে, 'ও-বলি আমার।' নগরের আশে-পাশে প্রেতের মত ঘুরেছি, তোমার গৃহের বন্ধ তোরণে বুক ঠুকেছি, ঠুকেছি। তারপর ভয় হয়েছে—দেখতে তো চাই তোমায়। এ বাসনা হয়ত অবশেষে উদ্দাম হয়ে, সীমার বন্ধন ছাড়িয়ে যাবে। পারব মাথা না ঠেকাতে। দুঃখের শেষে যে সুখের ঘর বেঁধেছ তুমি, রাহুর

মত তাতে শুধু অভিশাপ আনব। না-না···সে হবে না, হ'তে দেব না। সুতরাং একটা তরোয়াল ভাড়া নিলাম, এবং সোজা গিয়ে সেনাদলে ভর্তি হলাম। দু'তিনটে যুদ্ধের পরই নাম ছড়িয়ে প'ড়ল। প্রতীক্ষা করেছিলাম আসবে একদিন—যদিও আশা করিনি। তারপর ফ্লোরেন্স-সরকারই আমায় একদিন পিসায় পাঠালে।

ভান্না

ভালোবাসা মানুষকে কত হীনবল কাপুরুষ ক'রে তোলে। ভুল বুঝো না, তোমায় আমি ভালোবাসি না, কোনোদিন বাসতে পারতাম কিনা তাও জানি না। কিন্তু ভালোবাসার যে আদর্শ আমার মনে রয়েছে তা আর্ত্তনাদ করে ওঠে যখন দেখি পুরুষ ভালোবাসার গর্ব করে—কিন্তু ও-জিনিষটার সাথে মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় হ'লে,—পিছিয়ে যায়।

প্রিন্‌ৎসিভেল

না ভান্না না, সাহসের অভাব হয়নি। সাহস ছাড়াও, আরো বেশী কিছুর প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বড় দেরী হ'য়ে গিয়েছিল।

ভান্না

না হয়নি। তুমি যখন ভেনিস্ ছেড়ে গেলে, সময় তখনও ছিল। ভালোবাসায় যদি ফাঁকির ভেজাল না থাকে তবে দেরীর প্রশ্ন ওঠে না। যতই দুরূহ হোক প্রিয়-সাধনার পথ প্রেমিক কখনও পরিত্যাগ করে না···কখনও না। প্রতিদানও চায় না—থাকে না আকাঙ্ক্ষা, থাকে কেবল একটু আশা, আশাও ফুরিয়ে যায়···। তোমার মত করে আমি যদি ভালো বাস্‌তাম—তবে আমি—জানিনে আমি কি করতাম—কেউই বলতে পারে না সে কি করত···। তবে এটুকু বলতে পারি যে বিনা সংগ্রামে ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে দেউলে হয়ে বসতাম না এমন করে···চেঁচিয়ে বলতাম অদৃষ্টকে—চলে

যাও, ছাড়ো আমার পথ। এ পথ আমার। জোর করে পাথরগুলোকেও আমার স্বপক্ষে নিয়ে আসতাম—এবং যে কোনো উপায়ে, যে মূল্য দিয়েই হোক আমার প্রেমাস্পদকে, জানিয়ে দিতাম আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি। তারপর কি বর দেবেন সে জানেন তিনি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

[ভান্নার হাত ধরে] ভান্না, তাকে কি তুমি ভালোবাসো?

ভান্না

কাকে?

প্রিন্‌ৎসিভেল

গিডোকে।

ভান্না

[হাত টেনে নিয়ে] ছুঁয়ো না আমার হাত। এ হাত তোমার নয়। দিতে পারিনে তোমায়। পরিষ্কার করে বলতে হ'লো তাহ'লে—গিডোর সাথে আমার যখন বিয়ে হয়, আমি ছিলাম নিঃস্ব, নিঃসহায়। অমন অবস্থায়, বিশেষ করে চেহারাটা যদি একটু ভালো হয়, আর কুটিল সংসার থেকে সে যদি একটু সরে থাকে তবে কুমারী মেয়েদের পথ বড় সহজ হয় না। আমারও হলো না। কুৎসা থেকে বাঁচাতে পারলাম না নিজকে। গিডো কাণ দিলে না কুৎসায়। আমায় বিশ্বাস করলে—ওর বিশ্বাসই আমায় টান্‌লে। গিডো সুখ দিয়েছে আমায় সত্যি—অর্থাৎ যে মানুষ চোখে অসম্ভবের রং লাগিয়ে বসেছিল একদিন, এবং তারপর আর একদিন সে রং ঘুচিয়ে সাদা চোখে চাইতে বাধ্য হলো, তার পক্ষে যতটা সুখ পাওয়া সম্ভব হয় ততটা সুখই সে আমায় দিয়েছে। হয় তো বুঝবে তোমার কষ্ট হবে না—অসম্ভবের মরীচিকার পেছনে ধাওয়া না করেও সুখী হওয়া চলে। গিডোকে ভালোবাসি আমি; কিন্তু যে বিচিত্র

ভালোবাসা তোমার চিত্তে আসর জমিয়ে বসেছে বলে তুমি ভাবছ—ঠিক তেমনটি না হ'লেও এতে বিশ্বাস সংযম আর শান্তি রয়েছে—অন্ততঃ আমার মনে রয়েছে। এবং এ আছে বলেই আমাদের ভালোবাসার অপমৃত্যুর ভয় নেই। এ আমার অদৃষ্ট দেবতার দান এবং আমি পূর্ণ সম্বিতে হাত পেতে নিয়েছি, এবং এর বেশী আর চাইও না কিছু আমি। এ বন্ধন অন্ততঃ আমার হাতে টুটবে না। সুতরাং বুঝে দেখ তুমি—আমায় ভুল বুঝেছিলে। তোমার ভুলটা দেখিয়ে দেবার জন্য আমার এতগুলো কথা বলা। কিন্তু সে না তোমার কথা, না আমার, না আমাদের কারো। বলেছি সেই দুর্লভ ভালোবাসারই নামে যার এক-আধটু ঝিলিক মাত্র কখনও জীবনের প্রথম উষায় নেমে আসে। ভালোবাসার এ-রূপ পৃথিবীতে নেই তা নয়, তোমার আমার মধ্যে না থাকতে পারে—কারণ এমনি ভালোবাসার কোনো পরীক্ষাই তুমি দাওনি···

প্রিন্ৎসিভেল

অবিচার করছো ভান্না, আমায়, আমায় ঠিক নয়, করছো আমার প্রেমকে। কি কঠিন পথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে এলো আমার প্রেম তা না জেনেই তাকে বিচারশালায় এনে দাঁড় করালে! আজের এ স্বল্পায়ু সুখটুকুকে সম্ভব করে তোলার পেছনে কত দুঃসাহসিকতার, কত দুঃসহ দুঃখ-বরণের আয়োজন ছিল তার কিছু জানো না। জানলে দেখতে আমার এ প্রেমের কাছে পৃথিবীর আর সব প্রেম ম্লান হ'য়ে গেছে। কিন্তু কোন দুঃখ যদি নাও সয়ে থাকি, তবু জানি, আমার সর্ব চেতনা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে জানি, পলে পলে, ক্ষণে ক্ষণে জানি, আমি ভালোবাসি—বাসি। আমার সর্ব সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে আমার প্রেম। এ থেকে আমার মুক্তি নেই—মুক্তি নেই···আর এরই জন্য মানুষের যা কাম্য

ইহ-জীবনের, যা কিছু গৌরবের, সব খুইয়ে একেবারে দেউলে হয়ে বসে আছি। বিশ্বাস করো ভান্না—করো—আমি তাদেরই একজন যারা পায়ও না কিছু, চায়ও না কিছু। তুমি আজ আমার শিবিরে রয়েছে—রয়েছ সম্পূর্ণ আমার মুঠোর মধ্যে। সাধারণ ভালোবাসার ক্ষেত্রে যা দেয়ার ও পাবার, সব আমার হাতের মধ্যে। কিন্তু আমার ভালোবাসা ঊর্ধে, বহু ঊর্ধে এ সবের—একথা তুমি জানো ভান্না। আর সন্দেহ করো না। তোমার হাতখানা আমার হাতের মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম—তোমার বিশ্বাস লাভ করেছি, এই বিশ্বাসে,···। আমার স্পর্শ তোমার ও হাতে আর লাগবে না। কিন্তু ভান্না, চিরদিনের মত তো এবার বিদায় নিতে হবে—তার আগে অন্ততঃ আমার বিরাট ভালোবাসার স্বরূপটা জেনে যাও। জেনে যাও, এ কেবল এসে অসম্ভবের কোঠায় থেমেছে।

ভান্না

তোমার ভালোবাসার অভিধানে অসম্ভবের স্থান আছে। তাই তো সন্দেহ জাগে। ভয়ানক রকম একটা দুর্গম পথ পেরিয়ে এসে কোনো অতিমানুষিক পরীক্ষা দেবে—সে দাবী করছি না। তেমন কোনো প্রমাণের আমার দরকারও নেই। বিশ্বাস তো করতেই চাই—অন্ততঃ করবো বলেই তো উন্মুখ হয়ে আছি। কিন্তু তোমার আমার দুজনের কল্যাণের জন্যই আবার অবিশ্বাস করতেই চেষ্টা করব। তোমার এই বিশাল প্রেমের মধ্যে এমন একটা পূত-মহিমা আছে যা উদাসী নারীকেও স্পর্শ করে। তোমার কাহিনী তাই শুনবো আমি—এবং বোধ হয়, যদি সে কাহিনীর মধ্যে তোমার ভালোবাসার কোনো বড় রকম নিদর্শন না পাই তবে খুসি হবো। কারণ ভালো যে বাসে বড় দুর্ভাগা সে মানুষ—অদৃষ্ট দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। পরখ পেলেও পাইনি বলে মনকে চোখঠার

দেওয়াও শক্ত নয় তেমন। কিন্তু তোমার আজের পাগ্‌লামীই যে বাধা ঘটালে। এই যে আমায় একটু চোখের দেখা দেখার জন্য, একটুখানি কাছে পাবার জন্য আমার চোখের সামনে উন্মাদের মত বলি দিলে বর্তমান, ভবিষ্যৎ, খ্যাতি-মান-সর্বস্ব···এখন বলতো কি করে অবিশ্বাস করি আধখোলা-দ্বার-পথে দেখা তোমার বুকের মধ্যেকার ওই আগধ সাগরখানি !

প্রিন্‌ৎসিভেল

কিন্তু ঐটেই তো সব চেয়ে অর্থহীন—সব চেয়ে বড় পাগ্‌লামো।

ভান্না

অর্থাৎ !

প্রিন্‌ৎসিভেল

সত্যটাই স্বীকার করব। অর্থাৎ তোমায় এখানে এনে, তোমার নামে পিসার রক্ষা-ব্যবস্থা করায় আমার এতটুক ত্যাগ স্বীকার নেই।

ভান্না

বুঝতে পারছিনে···করোনি বিশ্বাস-ঘাতকতা তোমার স্বদেশের সাথে ? অতীত যশ, ভাবী সম্ভাবনা, সব কিছুর মূলোচ্ছেদ করোনি ? বলতো, কি রইল আর তোমার সামনে ? হয় নির্বাসন, নয় মৃত্যু।

প্রিন্‌ৎসিভেল

আমার যে দেশই নেই ভান্না। আর থাকতোই যদি—অতি বড় শক্তিমান্, বীর্যবান প্রেম না হ'লে কি দেশ-দ্রোহিতা করা যায় ? কিন্তু আমি তো বেতন-ভুক্ মাত্র। ওদের বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস, ওদের বিশ্বাস-ঘাতকতায়, আমার বিশ্বাস-ঘাতকতা···। ফ্লোরেন্সের কমিশনাররা মিথ্যে একরাশ অভিযোগ চাপিয়েছেন আমার ওপর এবং বিনা-বিচারে আমার শাস্তি বিধানও হ'য়ে গেছে। এই বনিক্-বৃত্তি গণতান্ত্রিকদের রীতি নীতি তুমি আমি সকলেই জানি। আমার বাঁচার কোনো পথই

খোলা ছিল না। আজ রাতে যা করেছি তাতে হয়তো সর্বনাশটাকে ঠেকিয়ে এবারের মত বেঁচে যাব…।

ভান্না

তবে আমার জন্য তোমার বিশেষ কিছু ত্যাগ করতে হয়নি বলো!

প্রিন্‌ৎসিভেল

বিশেষ কিছু কেন—একেবারেই না ধরো। একথা স্বীকার না করে পাল্লাম না—কারণ মিথ্যে দিয়ে তোমার হাসি কিনে আনন্দ পাব না।

ভান্না

আঃ গিয়েনেল্লো! গিয়েনেল্লো! ভালোবাসার কঠিনতম পরীক্ষার চাইতেও এ বড়…। নাও গ্রহণ করো…পলাতক হাত আপনি এসে ধরা দিলে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

কিন্তু প্রেমের বীর্যে এ হাতখানি যদি অর্জন করতে পারতাম। থাক্ যা পেয়েছি তাই ভালো। ভান্না, এ হাত আমার, আমার… এই তো রয়েছে আমার দুই হাতের মুঠোর মধ্যে…ওর সুবাস ভরিয়ে দিলে আমার অন্তর, অঞ্জলি ভরে আমার কাছে জীবনের অর্ঘ্য নিয়ে এল…। এই তো যেমন খুসি হাতখানা খুলছি, বন্ধ করছি, ধরছি, নাড়ছি…প্রেমের গোপন ভাষায় আমার কানে কানে কথা কইছে যেন হাতখানি…। এই তো চুমুও তো খেলাম—সরিয়ে নিলে না তো! তাহলে ক্ষমা করেছ বলো…আজের রাতের এ নিষ্ঠুর পরীক্ষায় তোমায় টেনে এনেছি—সে অপরাধ ক্ষমা করেছ।

ভান্না

আমি হ'লেও ওই করতাম।

প্রিন্‌ৎসিভেল

আমার শিবিরে আসতে যখন রাজী হ'লে জানতে আমি কে ?

ভান্না

না কেউ জানতো না। কত অদ্ভুত জন-শ্রুতি তোমার সম্বন্ধে! কেউ বলে তুমি তেকেলে বুড়ো, কুৎসিত দেখতে···কেউ বলে তরুণ রাজকুমারের মত রূপ···

প্রিন্‌ৎসিভেল

গিডোর পিতা মার্কো কলোন্না আমায় দেখেছেন, তিনি বলেননি কিছুই।

ভান্না

না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তুমি জিজ্ঞাসা করোনি ?

ভান্না

না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

ভয় হ'লো না যখন অন্ধকার রাতে একটা অজানা অচেনা অসভ্য বর্বরের শিবিরে একা এলে ?

ভান্না

উপায়ান্তর তো ছিল না।

প্রিন্‌ৎসিভেল

যখন দেখলে···

ভান্না

প্রথমে তো ব্যাণ্ডেজে মুখ ঢাকা ছিল।

প্রিন্‌ৎসিভেল

যখন খুলে দিলাম…

ভান্না

তখন সব যেন অন্য রকম হ'য়ে গেল…আমি তো তোমায় আগেই চিনতাম। কিন্তু তোমার মনের অবস্থাটা বলো। আমি যখন এলাম কি করতে ইচ্ছা হচ্ছিল তোমার?

প্রিন্‌ৎসিভেল

কি করে বলব…। রসাতলের দুয়ার আমার জন্য খোলা হয়ে গেছে এ তো জানতাম। সুতরাং আশে পাশে যা কিছু আছে সব টেনে ছিঁড়ে সাথে নিয়ে নামবো—এমন একটা দুর্দান্ত ইচ্ছা কেবলি আমায় নাড়া দিচ্ছিল…। ঘৃণা হচ্ছিল তোমায় ওপর কেন এত ভালবাসলুম উন্মাদের মত! ভেবে নিজের দিকে চেয়ে নিজেই অবাক হ'য়ে যাই এখন। যে ভাষায় যে স্বরে তুমি কথা কইছ—তোমার চোখের যে দৃষ্টি-ধারায় আমার দেহ-মন অভিষিক্ত হ'লো তীর্থ জলের মত…সে স্বর যদি না ফুটতো তোমার কথায়, না ঝরতো ওই স্নিগ্ধ-গভীর চাওয়া—কি হ'তো জানো? তোমার ওপর আমার ঘৃণা বেড়ে যেতো, আর শেকল-ভেঙ্গে আমার ভেতরকার বর্বর পশুটা বেরিয়ে আসত। কিন্তু সব অন্য রকম হ'য়ে গেল যেমনি তুমি এসে দাঁড়ালে আমার সামনে।

ভান্না

আমারও ঠিক তাই হ'লো। কেমন করে কখন যে আড়ালখানি খসে পড়ে গেল…রইলনা ভয়—বিনা ভাষায়, বিনা কথায়এ কটা পুরো বোঝাবুঝি হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্য! না, তোমার মতো অমন করে ভালবাসতে পারলে কিছুই আশ্চর্য নেই। তোমার কথা কেবলি শুনছি, আর কেবলি মনে হচ্ছে ও আমারি কথা। তোমার শোনায় আর

আমায় শোনায়, আমার কথায় আর তোমার কথায় কেমন যেন মেশামেশি হয়ে গেছে।

প্রিন্‌ৎসিভেল

আমারও ভান্না, আমারও। যে প্রাচীর তোমায় আমার সংসার থেকে সরিয়ে রেখেছিল, মুহূর্তে তা যেন স্বচ্ছ হ'য়ে গেল—যেন হাতখানি ডোবালুম স্রোতের জলে, বের করে যখন আনলুম দেখি আলোর কমল! কিসের আলো জান? বিশ্বাসের আলো, শ্রদ্ধার আলো। চোখের সামনে পৃথিবীর রং ফিরে গেল···দেখলাম এতদিন যা করেছি, যা ভেবেছি সব ভুল···মনের ওপরকার কালো পরদাখানির ওপর প্রভাতের জ্যোতি এসে পড়ল···আমি সুদ্ধ বদলে গেলাম··· যুগ-যুগান্তের পাষাণ-কারা ধ্বসে পড়ল—খুলে গেল দ্বার— লোহার গরাদের গায়ে গায়ে জড়িয়ে উঠলো ফুল আর লতা—আমি বেরিয়ে এলুম উদার আকাশের অবারিত মুক্তির দাক্ষিণ্যে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের সমারোহের মধ্যে আমার অভিষেক হ'লো।

ভান্না

আমিও যেন আর একটা মানুষ হ'য়ে গেছি। অবাক হ'য়ে যাই, এত মুক্তি—তোমার আমার মধ্যে কোথাও বাধা নেই—আমি কেবলি কথা কয়ে চলেছি—এ যেন কথার ফোয়ারা—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কোথা থেকে এলো এত কথা! কথা তো কইনে···এক শ্বশুর ছাড়া কারো কাছে কইনে। যাঁর ঘরে আছি তাঁর ব্যাপারও ওই। সেও তেমন একটা কথা কয় না। হাজার স্বপ্নে ডুবে আছে সে—সময় কোথায় তার? আর অন্যদের কথা? মানুষের দৃষ্টির সামনে আমি যেন জমে যাই। তোমার চোখের দৃষ্টি যেন আমায় স্বাগত করলে, ফিরিয়ে তো দিলে না, ভয় করতেও পারলুম না···সেই মুহূর্তেই বুঝে নিলাম তোমায় আমি চিনি···কবে, কোথায় দেখেছি তা তখন মনে পড়েনি···

প্রিন্‌ৎসিভেল

দুর্ভাগা আমি দেরী হ'য়ে গেল—কিন্তু ঠিক সময়ে যদি আসতাম, আমায় ভালোবাসতে ভান্না ?

ভান্না

'বাসতাম' বলতে গেলেই যে 'বাসি' বলা হয়ে যায় গিয়েনেল্লো। তুমি তো জান ওকথা বলতে নেই এখন ! কি মনে হ'চ্ছে জানো—যেন পৃথিবী থেকে দূরে একটা জনহীন দ্বীপে বসে আছি আমরা। তাই যদি হতো, আমার সাথে জড়িয়ে আর কিছু বা আর কেউ যদি না থাকতো তবে বলার আর থাকতো না কিছু। কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি আর একটা মানুষের কথা—সে যে কি নিদারুণ যন্ত্রণা সইছে…। আমার চলে আসার সময় গিডোর সেই যাতনা-ক্লিষ্ট বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, নৈরাশ্য-ভরা ক্লান্ত চোখ…না আর দেরী নয়। ভোর বুঝি হ'য়ে এল, কি জানি কেমন আছে সে।…একটা পায়ের শব্দ শুনলাম যেন। কেউ যেন শিবিরের পাশ দিয়ে চলে গেল…পরদার ওপাশে ওরা কারা চুপে চুপে কথা কইছে ?…ঐ শোন…শোন…ওকি !

[বাইরে অস্পষ্ট কথা ও দ্রুত পদধ্বনি…তারপর ভিডিওর উচ্চস্বর]

ভিডিও

[দূর থেকে] প্রভু !

প্রিন্‌ৎসিভেল

ভিডিও ! এসো, কি হয়েছে।

ভিডিও

পালান, পালান, শীঘ্র, এই মুহূর্তে। একটুও দেরী নয়—দ্বিতীয় কমিশনার ম্যালাডোরা…

প্রিন্‌ৎসিভেল

সে তো বিব্বিয়ানায় ছিল !

ভিভিও

ফিরে এসেছে—সাথে ছয় শত সেনা। তাদের আসতে দেখেছি আমি। সারা শিবির জেগে উঠেছে। সে পরোয়ানা নিয়ে এসেছে—সবাইকে ডেকে ডেকে বলছে আপনি বিশ্বাস-ঘাতক··· ট্রিভালজিওকে খুঁজছে···আপনি এখানে থাকতে যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায়···

প্রিন্‌ৎসিভেল

এসো ভান্না···

ভান্না

কোথায়···

প্রিন্‌ৎসিভেল

দু'জন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে ভিভিও তোমায় ভেনিসে রেখে আসবে।

ভান্না

তুমি?

প্রিন্‌ৎসিভেল

জানিনে···। ভেবোনা, পৃথিবীটা অনেক বড়, আশ্রয় মিলবেই।

ভিভিও

প্রভু, প্রভু, সাবধান, নগরের চারপাশের সব তারা অধিকার করেছে। টাসকানির সবখানে গুপ্তচর।

ভান্না

তুমি চলো পিসা।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তোমার সাথে?

ভান্না

হাঁ।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তা হয়না ভান্না···

ভান্না

ক'দিনের জন্য না হয়—ওরা যতদিন না তোমার সন্ধান ছাড়ে···

প্রিন্‌ৎসিভেল

তোমার স্বামী···

ভান্না

অতিথির প্রতি কর্তব্য করবেন তিনি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তোমার কথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন ?

ভান্না

করবেন। যদি না করেন···না না করবেন—করতেই হবে। এসো।

প্রিন্‌ৎসিভেল

না।

ভান্না

কেন ? কিসের ভয় ?

প্রিন্‌ৎসিভেল

ভয় তোমার জন্য।

ভান্না

আমার জন্য ? গিয়েনেল্লো, একা যাই, আর তুমি সাথে থাকো, বিপদ সমানই। পিসার প্রাণ দিয়েছ তুমি—তোমার জন্য ভয় আমাদের। পিসা এখন তোমায় রক্ষা করবে। তোমার দায় আমি গ্রহণ করলাম···আমার সাথে এসো তুমি।

প্রিন্‌ৎসিভেল

তাই হোক। তাই যাব।

ভান্না

তুমি যে ভালোবাসো আমায়, এর বাড়া প্রমাণ আর দিতে পারতে না। এসো, আর এক মুহূর্ত দেরী না। খোল দরজা।

[প্রিন্‌ৎসিভেল দ্বারের কাছে এসে পরদা তুলে দিল। পেছনে ভান্না। কোলাহলের চাপা শব্দ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শোনা গেল। হঠাৎ সব ছাপিয়ে দূর হ'তে ভেসে আসা আনন্দোৎসবের ঘণ্টাধ্বনি রাত্রির নিস্তব্ধতার বুকে ঘা দিল। বহুদূরে আলোক-সজ্জিতা, দিক্‌বাল-লীনা পিসা। বিরাট বহ্ন্যুৎসবের আলোক-প্লাবিত নৈশ আকাশ]

প্রিন্‌ৎসিভেল

ভান্না, ভান্না, দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো।

ভান্না

একি গিয়েনেল্লো? বুঝেছি। তোমারই দাক্ষিণ্যের স্বাক্ষর বন্ধু, আজের এ উৎসব-রচনা। ও যা দেখছ—ও আনন্দ জ্বলে উঠেছে বহ্নি হ'য়ে, তারই আলোয় প্লাবন লেগেছে গগনে। প্রাচীর-বেষ্টনী ভাস্বর হয়ে উঠেছে…দুর্গ-প্রাকার ঝল্-ঝল্ করছে! গোটা ক্যাম্পনাইল পর্বত খুসির রংমশাল হ'য়ে জ্বলছে। দুর্গ-শিখর ওই দেখ আলোর বাস পরে আকাশের তারার কানে কানে কথা কইছে যেন। রাস্তা গুলোর ছায়া সুদ্ধ যেন পড়েছে আকাশে—ওই রাস্তাটা যেটা পেরিয়ে এলাম সন্ধ্যাবেলা সেটা যেন স্পষ্ট আঁকা দেখতে পাচ্ছি আকাশের গায়ে। প্রদীপ্ত প্রাসাদ-শিখর—ওই দেখ, যেন একটা বিরাট ঊর্ধ্বগ অগ্নি-শিখা…ওঃ কি আলো…নির্বাণের চরম মুহূর্তে পিসার জীবন-দীপ জ্বলে উঠেছে সহস্র-শিখায়…আলোর প্রবাহ ভবন-শিখর হ'তে উদ্দাম ছন্দে নেচে নেচে ঊর্দ্ধলোকে উঠে উচ্ছল তরঙ্গ ভঙ্গে আছড়ে পড়ছে আকাশের গায়ে…আলোর বান ডেকে গেছে…আকাশের গায়ের ওই জ্যোতির লেখায় আমাদের ফিরে যাবার নিমন্ত্রণ এসেছে গিয়েনেল্লো। শোনো…শোনো… শুনছ চীৎকার…মত্ত উল্লাস উদ্দাম হ'য়ে ফুলে ফুলে

উঠছে···যেন পিসাকে গ্রাস করবে বলে দারুণ রোষে সাগর গর্জ্জে উঠেছে···। শোনো···ওই ঘণ্টার শব্দ···আমার বিয়ের সময় এমনি করেই বেজেছিলো। বড় সুখ···বড় সুখ···যে আমায় এতো ভালোবাসে তার হাত থেকেই নিলুম আমার সুখের দান···আমার সব চেয়ে বড়ো সুখের দান···। গিয়েনেল্লো আমার···[ললাট চুম্বন করে] এটুকু ছাড়া আর কি দেব তোমায় আমি !

প্রিন্‌ৎসিভেল

গিয়ো ভান্না···যা চাইতে পাত্তুম, তার বাড়া দিয়েছ। কিন্তু, একি, কাঁপছ কেন তুমি ? দাঁড়াতে পারছ না যে—দাও, ভর দাও আমার ওপর, আমায় শক্ত করে ধরো।

ভান্না

না না, ও কিছু না, ব্যস্ত হয়ো না, বড় ক্লান্ত লাগছে—সব শক্তি যেন শেষ হ'য়ে গেছে—ধরে নিয়ে চলো আমায়—আমার প্রথম সুখের চলা থেমে না যায়···। কি চমৎকার ! ঘুম-ভাঙ্গা প্রভাতখানির ওপরকার রাতটুকু বড় চমৎকার। চলো, চলো, শীঘ্র চলো, আর দেরী ক'রো না···সময় হ'য়ে গেছে···ওদের আনন্দ-উৎসব শেষ হ'য়ে যাবার আগে আমাদের পৌঁছুতে হবে।

[প্রিন্‌ৎসিভেলের উপর ভর দিয়ে ভান্নার প্রস্থান]

[গিডো কলোন্নার দরবার কক্ষ। ভূমি হইতে অনেকটা উঁচুতে জানালার সারি। স্তম্ভ মর্মর নির্মিত। বাঁয়ে পিছনের দিকে একখানি ছোট ছাদ—এখান হইতে নগরের প্রায় সবটাই দেখা যায়। আর একদিকে প্রশস্ত সোপান নামিয়া গিয়াছে। মর্মর-বেদীর উপর ফুলদানীতে সাজান ফুল। কক্ষের মাঝখান দিয়া দুইটি মর্মর-স্তম্ভের সারি চলিয়া গিয়াছে—এবং তারি প্রান্ত হইতে আর একটি মর্মর-সোপান ছাদে আসিয়াছে।

মার্কো, গিডো, বোর্সো, এবং টরেল্লোর প্রবেশ]

গিডো

তোমার, ভান্নার, প্রত্যেকের কাছে মাথা নত করেছি। এখন আমার পালা। নিশ্বাস বন্ধ করে, বুকে হাত চেপে নীরবে সব স্বীকার করে নিয়েছি। তস্কর এসে আমার সর্বস্ব হরণ করে নিলে, কাপুরুষের মত আত্মগোপন করেছি। কিন্তু সর্ব অপমানের মধ্যেও মর্যাদা হারাইনি। তোমরা আমায় আজ সুযোগান্বেষী, লোভী, বণিক্-বৃত্তি করে তুলেছ…। কিন্তু আমার রাতও আর রাত নেই, সেও প্রভাত হয়ে এল। সর্ত করে এসেছিল, তার মর্যাদা আমায় রাখতে হয়েছে—। সর্ব সর্ত স্বীকার করে নিয়ে তোমাদের ক্ষুধার অন্ন ক্রয় করতে হয়েছে আমায়। উদর পূরণ তো হয়েছে এবার—তবে

আর কেন? তোমাদের রসদ তো জুগিয়েছি—তার দাম দিয়েছি আমি। সুতরাং আজের এই রাত—তার সর্ব-সম্পদ্ আমার—যে তোমাদের উদর-পূরণের মূল্য জুগিয়েছে তার। আজ আমি মুক্ত, স্বাধীন, আজ আমি প্রভু···এই আমার সর্ব লজ্জা ছুড়ে ফেলে দিলাম।

মার্কো

পুত্র, তোমার ইচ্ছে কি জানিনে। তবে এটুকু জানি, যে তোমার এ বিপুল বেদনার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের অধিকার কারো নেই! কথায় এর সান্ত্বনা নেই, তাও বুঝি। তোমার আশে-পাশে মানুষের হাটে যে আনন্দ উছল হয়ে উঠেছে, সে তোমারই অসীম-দুঃখের পণে কেনা, এবং তাতেই তোমার বেদনা আরো দুঃসহ হয়ে উঠ্ছে। নগর-রক্ষা হ'লো বটে কিন্তু তার জন্য একা তোমায় যে বিপুল-মূল্য দিতে হ'লো সেই কথাটি স্মরণ করে এত' সাধনার মুক্তি-শেকল হয়ে উঠ্ছে। তোমার সামনে মাথা উঁচু করে রাখতে পারছিনে। কিন্তু অন্য পথও তো ছিল না আর। কালের দিনটি আজ যদি ফিরে আসে—কাল যা করেছি আবার তাই করতে হতো, কাল যারা বলি গেল—আজ আবার তাঁদেরই খুঁজতে হ'তো বলি যাবার জন্য যে অন্যায় কাল করেছি তারই আবেদন নিয়ে এসে আবার তোমার দ্বারে···। ন্যায় করতে গিয়ে অন্যায়ের মধ্য দিয়েই এমনি করে পথ চলতে হয় তাদের যারা ন্যায়ের পথ জীবনে গ্রহণ করেছে। একের পক্ষে যা ন্যায়, অপরের পক্ষে তা অন্যায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বহু চেহারার, বহু স্তরের নানারকম অন্যায়ের মধ্যে কোন্ অন্যায়টি গ্রহণীয়—এ কঠিন, বেদনাময় বিচার করেই তার পথ বিচার করতে হয়। কি তোমায় বলা চলে আজ এইক্ষণে জানিনে। একদিন আমার কথা শুন্তে ভালোবাসতে। আজ যদি আর

একবার তোমার অন্তরের পথ খুঁজে পেতো আমার কণ্ঠ তবে বলতাম, পুত্র ক্রোধ আর শোকের প্রথম আবেগের মুখে কিছু ক'রে বসো না— হয়তো ফেরা চলবে না···। ভান্নার ফেরার সময় হ'লো। আজ তার বিচার ক'রো না। সে ফিরবে আনন্দে, ফিরবে নিরাশায়। আজ তাকে তিরস্কার ক'রো না। তার সাথে অচঞ্চল হ'য়ে কথা কইবার শক্তি যদি তোমার এখন না-ই থাকে—আজ না হয় সাক্ষাৎ তোমাদের নাই হ'লো। থাক্ই না ক'টা দিন, কালের ধর্মে সহজ হ'য়ে আসবে সব। প্রবল মনোধর্মের বশ আমরা। কিন্তু কালে জ্ঞান চেতনা, স্থৈর্য সবই আসে। আচম্বিতে নেমে-আসা দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে যা হাতড়ে বেড়াই, সময়ের ব্যবধানে সে আঁধার কাটে—বুদ্ধি ওঠে জ্বলে, আর সেই হারানো দিনটা আপনি এসে ধরা দেয় ক্ষমায়, ভালোবাসায়।

গিডো

শেষ হয়েছে কথা? মিঠে কথার সময় নেই, শুনে ভুলবার মত মানুষও আর নেই। আপনার যা বলার ছিল শুনেছি। আপনার এ পাণ্ডিত্য আর জ্ঞানের পুঁজি আমার জীবনটাকে দেউলে করে পথে বসালে—ক্ষতি-পূরণ হিসেবে দেবার কি সম্পদ্ ছিল আপনার পুঁজির থলির তা দেখার কৌতূহলেই শুনেছি আপনার কথা ধৈর্য ধরে। চমৎকার যুক্তি—ধৈর্য ধরব, যা ঘটলো মাথা পেতে নেব সব, নালিশ রাখব না, ভুলে যাবো, করবো ক্ষমা—আর ফেলব চোখের জল···বাঃ—না না আরো আছে তো···এমনি নির্বোধ থাকব—লজ্জায় থাকব মাথা নিচু করে···। কিন্তু, শুধু কথায় তো চিঁড়ে ভিজবে না। আমার ইচ্ছা কি জানতে চেয়েছেন? অতি সরল ইচ্ছে···সহজ ইচ্ছে। ক'বছর আগে হ'লে এই আপনিই যে বিধান দিতেন এমনি স্থলে, আমি সে অনুসারেই কাজ করব। ভান্নাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল···সুতরাং সে লোকটা বেঁচে থাকতে ভান্নার

ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। কারণ ব্যাকরণের বিধি আমার জীবনের বিধি নয়। যারা মানুষ, যারা জ্যান্ত মানুষ, মরে যায়নি, তারা যে মহা-নিয়মের কাছে মাথা নত করে আমিও সে নিয়মকেই স্বীকার করে নিচ্ছি।

পিসা খাদ্য পেয়েছে, অস্ত্র পেয়েছে—সে এখন পেট ভরে খেতে পারবে, নিজে উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত হাতে হাতিয়ারও ধরতে পারবে। সুতরাং এখন আমার পাওনা দাবী করার পালা, এবং করব। আজ থেকে পিসার সেনাবাহিনী আমার, অন্ততঃ যারা আমার নির্বাচিত এবং নিজ অর্থে যাদের আমিই পোষণ করি। সেনাবাহিনীর উৎকৃষ্ট যারা তারা সবই আমার নির্বাচিত।···

পিসার ওপর আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে—এবারে আমার ওপর তার কর্তব্য এবং কড়ায়-ক্রান্তিতে তার সে কর্তব্যের দায় যতক্ষণ না পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ সেনাবল আমার হাতে। এই হলো আমার কথা। হ্যাঁ আরো কথা আছে···ভান্নার কথা···তাকে ক্ষমা করেছি। না,— করব, সে লোকটা, ও-লোকটা পৃথিবী থেকে মুছে গেলে।···বেচারা ভান্না···চোখে ধূলো দিয়ে কোন্ ভুল পথে নিয়ে গেল তাকে। তার সরল উদার কোমল মনখানার সুযোগ নিয়ে···। থাক্। তবু, সে যা করেছে সে অসম সাহসের, অসীম বীর্যের কাজ। এর তুলনা নেই···। তবু যায় না, ভোলা যায় না···যাবে না। তবে সুদূর অতীতের প্রান্তে এসে আজের এ কাহিনী ফিকে হয়ে আসবে। এবং সেই অতীতের প্রান্তে এসেই ভান্নার আজের এই কৃতিত্বের জলুষও হয়তো আর থাকবে না। আজ যে মানব-প্রেম আর যে আদর্শ তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করালে, সেদিন হয়তো তার সে আদর্শের কাছেই তার এই অসাধ্য সাধন লজ্জায় মাথা হেঁট করবে।···

ভান্না ছাড়া আর একজনও আছে যার দিকে চাইতে গেলে

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়—বুক ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে। আমার জন্য সুখের এক আকাশ-চুম্বী প্রাসাদ গড়বে বলে তার পণ ছিল বলে জানি—তার সমস্ত জীবনের কাম্য ছিল ওই, এও জানি। সাথে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে সে চলতো···কিন্তু আজ নিজের হাতে সে-ই আমার সব ভেঙ্গে চুরে দিলে। যে ছিল আশ্রয়—নিজ হাতে আমাকে নিরাবরণ বিপর্যস্ত আকাশের নিচে টেনে এনে ফেলে দিলে সেই মানুষই। আজ শোনো তোমরা, সকলে শোন··· ভয়ানক, বড় ভয়ানক অঘটন ঘটবে···কি জানো? একটা বিলুপ্ত জগতের চিতা-ভস্মের ওপর দাঁড়িয়ে পুত্র করবে পিতার বিচার···সন্তান করবে পিতাকে অস্বীকার···ঘৃণা করবে—এত ঘৃণা করবে যে চোখের সামনে তার অস্তিত্ব পর্যান্ত পারবে না সহ্য করতে···তাড়িয়ে দেবে, পুত্র পিতাকে তাড়িয়ে দেবে···

মার্কো

আমায় তুমি অভিশাপ দাও, ঘৃণা করো। কিন্তু তাকে ক্ষমা ক'রো। সেই সাহসিকার যে বীর্যে সহস্র সহস্র মানুষ প্রাণ পেল তার মধ্যে ক্ষমার অযোগ্য যদি কোন অপরাধ থাকে তবে তার দায় আমার। গর্বের যা, গৌরবের যা, তা একমাত্র তারই।

উপদেশ হিসেবে দিয়েছিলাম তো মুখ-ভরাই, কারণ দিতে আমার আয়াস নেই এতটুকু; যে ত্যাগ তোমাদের করতে হ'য়েছে তারও অংশ গ্রহণ আমায় করতে হয়নি এতটুকু। কিন্তু আজ সব হারিয়ে, শূন্য সংসারের কূলে দাঁড়িয়ে সে উপদেশের বস্তুটি যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।···বিচার যা করেছ' তার সাথে আমার বিরোধ নেই। তোমার বয়সে আমারও দৃষ্টি অমনই ছিল।··· আমি চল্‌লাম পুত্র, চিরদিনের মত তোমার দৃষ্টির আড়াল হ'য়ে চললাম···কারণ আজ আমার ছায়াও তোমার অসহ্য—ঘৃণ্য। কিন্তু

তোমায় দিনান্তে একটিবারও না দেখে আমি বাঁচবো না—তাই আড়াল থেকেই দেখে যাব। আমি তো চলেছি—যে নিষ্ঠুর অন্যায় তোমার প্রতি হ'ল তার মার্জনা পাব—বেঁচে থেকে সে সুদিন দেখব এমন আশা করারও সাহস নেই আমার। কারণ তরুণ-জীবনের ভরা-গাঙ্গে ক্ষমাকে আসতে হয় উজান ঠেলে—স্রোতের বাধা ভেঙ্গে—তাই সময় লাগে···। আমার নিজের জীবনেই তার নজীর আছে। সুতরাং কোনো আশার পেছু-টান না রেখেই যাব। তবে এটুকু জানলুম, নিঃসম্বল হলুম না। তোমার ঘৃণা, তিক্ততা, সর্বোপরি তোমার মনে যে নিষ্ঠুর স্মৃতি রেখে গেলুম তারই বেদনা—পাথেয় পেলুম—আর জানলুম সে অভাগা মেয়েটার রইলাম একমাত্র আমি···। হ্যাঁ, আর একটুখানি মিনতি আছে—শেষ বারের মত দেখে যেতে দাও, ভান্না তোমার নীড়ের আশ্রয় হারায়নি···তারপর আমি চ'লে যাব—কোনো কথা না কয়ে, নালিশ না রেখে। দাও, দাও, বুড়োটাকেই দাও বোঝা বইতে, তোমাদের সব দুঃখের বোঝা দাও আমায়···আমার তো দেরী নেই; পথের ধারে বোঝা ফেলে হাল্কা হবার সময় হয়েছে···কাজেই তোমাদের বোঝা আমায় দাও।

[মার্কোর কথা শেষ হবার আগেই বাইরে সহস্র-কণ্ঠের চাপা গুঞ্জরণ শোনা যায়। তারপর মুহূর্তের নীরবতার ছেদ দিয়ে কোলাহল বেড়ে ওঠে—ক্রমশঃ নিকটতর আর স্পষ্টতর হয়···তারপর হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়ে—যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে আকস্মিক ফললাভের আনন্দে একটা বিরাট জনতা মেতে উঠেছে···। কোলাহল তখনও দূরে—কিন্তু এগিয়ে আসছে এবং সাথে সাথে আসছে প্রমত্ত জনতা, এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।···কোলাহল রূপ ধরে, ক্রমশঃ—'ভান্না, ভান্না, আমাদের ভান্না—জয় জয় মন্না ভান্নার···' চারদিক থেকে অবিরত ধ্বনি উঠে আকাশ-বাতাস ভরে যায়]

মার্কো

[ছুটে ছাদে গিয়ে] ঐ আসছে ভান্না···ভান্না আসছে—ঐ যে দেখা যাচ্ছে···জয়ধ্বনি করে জনতা তারই স্বাগত করছে···শোনো, শোনো—

[বোর্সো ও টরেল্লো মার্কোর অনুসরণ ক'রে ছাদে আসে—গিডো একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একা—তার শূন্য দৃষ্টি দিগন্তে মেলা। বাইরের কোলাহল বেড়ে ওঠে ও দ্রুত এগিয়ে আসে]

মার্কো

আঃ দেখ দেখ—মাঠ, ঘাট, রাস্তা, অলিন্দ, গাছ ভরে গেছে—একেবারে ভরে গেছে—অসংখ্য আন্দোলিত বাহু ও মাথা। কালো··· কালো কালোর তরঙ্গিত সাগর···চারদিকে কেবলি মানুষ···ঘর বাড়ী আনাচ-কানাচ্, গাছের পাতাগুলো পর্য্যন্ত যেন যাদুর বলে মানুষ হ'য়ে গেছে···। কিন্তু কোথায় ভান্না এই মানুষের অথৈ পারাবারে! আমি কেবল দেখছি একটা অতিকায় মেঘের স্তর যেন বারে বারে ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে—কিন্তু সে আকাশে তাকে তো দেখছিনে। বোর্সো, আমার চোখ কি প্রবঞ্চনা করলে আমায়—আমার স্নেহকে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বাইরে টেনে আনলে···আমার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে—বয়সে আর চোখের জলে ঠেকাতে পারছিনে অবাধ্য অশ্রুকে···কিন্তু চোখ দুটি ওই ঝাপ্‌সা দৃষ্টি মেলেই থাকে দেখার আশায় উন্মুখ হ'য়ে···কোথায় সে! কোথায়! কোনদিকে! [মার্কো ছুটে যায়]

বোর্সো

[মার্কোকে ধরে ফিরিয়ে] না না, চঞ্চল হবেন না—জনতা প্রমত্ত-শৃঙ্খলার বাঁধন খসে প'ড়েছে তাদের। উত্তেজনায় আজ ওরা

বনের পশু হ'য়ে উঠেছে। কত নারী সংজ্ঞা হারাচ্ছে—কত পুরুষকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া প্রয়োজন কি? ঐ ঐ ঐতো দেখা যাচ্ছে—আসছে, এসে পড়েছেন—ঐ যে মাথা তুলে তাকালেন—আমাদের দেখতে পেয়েছেন—ছুটে এদিকেই এগিয়ে আসছেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন···

মার্কো

তুমি দেখতে পেলে! কই আমি তো পেলাম না! হায়রে দৃষ্টিহারা অভাগা চোখ—তোরা কি কিছুই খুঁজে পাসনে! আমার যে বুড়ো বয়েসটা আমায় সারা জীবন ধরে এত শেখালে, এত দেখালে, তাকে আজ গাল না দিয়ে পারছিনে—। তীরে এসে তরী দিলে ডুবিয়ে! জীবনের মহাক্ষণটিতেই দৃষ্টি হরণ করে, পরম দর্শণীয়টিকে ঢেকে রাখলে! কিন্তু তোমরা তো দেখছ···বলো বলো, কেমন দেখাচ্ছে আমার মাকে···মায়ের আমার মুখখানা দেখতে পেয়েছ কি?

বোর্সো

বিজয়-গৌরবে আসছেন মা—এক জ্যোতি-শিখা যেন মূর্তি ধরে নেমে এসেছে ওই জনতার মধ্যে···

টরেল্লো

কিন্তু সঙ্গের ও লোকটা কে?

বোর্সো

জানিনে, দেখিনি কখনও। তা ছাড়া মুখও ঢাকা রয়েছে।

মার্কো,

শোনো শোনো, কি ভয়ানক কোলাহল—প্রাসাদটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে—পাত্র থেকে ফুলগুলো দেখ ছড়িয়ে পড়েছে···পায়ের তলাব পাথরগুলো যেন ঠেলে উপরে উঠ্তে চাইছে···। এ দুর্বার

আনন্দ-প্রবাহ আমাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি···আঃ এই তো পেয়েছি—দেখতে পেয়েছি—ওই যে এসে পড়েছে গেটের কাছে··· ওই যে জনতা দুভাগ হ'য়ে পথ করে দিলে···

বোর্সো

হ্যাঁ, পথ ক'রে দিলে—শ্রদ্ধা দিয়ে পথ রচনা করে দিলে—যে পথে মা আসছেন বিজয়ের দীপ্ত দীপ হাতে নিয়ে···দেবীর চলার পথে ওরা দুহাতে ছড়াচ্ছে ফুল-পল্লব, মণি-মাণিক্য···শিশু-কোলে মায়েরা ব্যাকুল হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন, দেবীর স্পর্শ চাই তার সন্তানের কল্যাণের জন্য···পুরুষেরা ওই দেখ দেবীর পদ-পাত-পূত পথের ধুলি চুম্বন করে ধন্য হচ্ছে···। এ কি! সমস্ত জনতা যে এদিকে আসছে···বড় কাছে এসে পড়েছে যে—সাবধান! সাবধান ওরা আনন্দে সম্বিত হারিয়েছে আজ—ওই উদ্দাম, বাধা-বন্ধহীন আনন্দের স্রোতে ভেসে যাব আমরা ওরা যদি এখানে আসে···। আঃ বেশ হয়েছে···রক্ষীরা প্রবেশদ্বার আগলে দাঁড়াল—দেখি সময় আছে কিনা এখনও—হুকুম দিয়ে আসি, মানুষগুলোকে আসতে না দেয় ভেতরে···দুয়ার বন্ধ করে দিক।

মার্কো

না না, তা হবে না···কখনও না···! আনন্দ ওদের হৃদয়ে সাগরোচ্ছ্বাসের মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে···দাও আসতে দাও—বাধা দিও না—এখানেও আনন্দের কমলখানি সহস্র দল মেলে দিক···। জানো উচ্ছ্বাস ওদের বিরাট ভালোবাসার ভাষা। জয় হোক ওদের ইচ্ছের আজ। অনেক সয়েছে অভাগারা। মুক্তি যখন এসেছে—সব আগল ভেঙ্গে যেতে দাও···ঠেকিও না, কোনো বাধা দিও না···। ওরে আমার দুঃখ-ভাগী বীরের দল আমিও আজ আনন্দের মদিরা পান করেছি পেয়ালা ভরে···তোদের সাথে আমার প্রাণও মেতেছে—

ঐ শোন আমার কণ্ঠও তাদের সাথে মিলছে…ভান্না! ভান্না! এলি মা তুই! সোপান-প্রান্তে ও কি তোরই মূর্তি…

[মার্কো ছুটে ভান্নার দিকে যায়—বোর্সো ও টরোল্লা ধরে রাখে]

ভান্না, আয় আয় মা, ওরা আমায় ধরে রেখেছে, যেতে দিচ্ছে না…এই বিরাট আনন্দ ওরা সইতে পারছে না, ভয় পায়। …এ কি অপরূপ রূপ ফুটেছে মা তোর! অপরূপ, অনুপম—হার মানলে জুডিস্ ওই রূপের কাছে…ওই পবিত্রতার দীপ্তির কাছে ম্লান হয়ে গেলো লুক্রীস…আয় মা আয়—আয় এই ফুল-বিছানো পথে পা ফেলে ফেলে আয়…[ছুটে গিয়ে মর্মর পাত্র হ'তে মুঠো মুঠো ফুল এনে সোপানের উপর ছড়িয়ে দিল] ওরে জ্যোতির্ময়ী! তোকে স্বাগত করবার জন্য ফুল আমারও আছে…। লিলি, লরেল্, গোলাপ দিয়ে তোর জয়-মুকুট রচনা করে নিজে আমি পরিয়ে দেব মা তোর মাথায়।

[বাইরে কোলাহল অসংবদ্ধ, অসংযত হয়ে ওঠে। ভান্না প্রিনৎসিভেলকে সাথে করে ওপরে ছুটে এসে মার্কোর প্রসারিত বাহুর বাঁধনে তার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে। জল-স্রোতের মত দুর্বার জনতা প্রাসাদের কক্ষ, অলিন্দ, ছাদ…ভরে ফেলে]

ভান্না

পিতা, আমি বড় সুখী।

মার্কো

[ভান্নাকে দৃঢ়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে] আমিও মা তোকে আবার দেখতে পেয়ে বড় সুখী হয়েছি…দেখিতো মুখখানা, চোখের জলে ঝাপ্সা চোখ দুটো দিয়েই দেখি…এত আলো! এত জ্যোতিঃ—ওই স্বর্গ থেকে নেমে এলেও অত আলো মেখে আসতে পারতিস না। তাইতো যা ভয়ঙ্কর শক্রটা তোর চোখ আর মুখ হ'তে

এক কণা আলো, এক কণা হাসিও তো হরণ করতে পারেনি! শুনতে পাচ্ছিস! সারা স্বর্গ জুড়ে তোর জয়ধ্বনি বাজছে!

ভান্না

পিতা বলছি সব। কিন্তু গিডো কোথায়—সে যে শুনবে সবার আগে…শুনলে তবেই সে শান্তি পাবে।

মার্কো

ওই যে গিডো ওখানে। জানিস সে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত ঠিকই করেছে। 'কিন্তু তোর জ্যোতিঃষ্মান মহিমাময় অপরাধকে সে ক্ষমা না করে পারবে না। আমি চলে যাব কিন্তু স্বামীর ভালোবাসায় তোকে প্রতিষ্ঠিত না দেখে তো যেতে পারব না…

[গিডো ভান্নার দিকে এগিয়ে আসে। কি যেন বলবার জন্য ভান্নার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে। গিডোর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দুই ব্যগ্র বাহু মেলে সে ছুটে আসে…কিন্তু গিডো হঠাৎ থেমে গিয়ে ভান্নাকে সরিয়ে দেয় তারপব চারিদিকের ভিড়কে লক্ষ্য করে বলে]

গিডো

[কঠোর কর্ত্তৃত্বের স্বরে] যাও, চলে যাও সব…

ভান্না

না না থাকতে দাও ওদের। গিডো, তোমার ও এদের সবাইকে যে আমার খুলে বলতে হবে সব…শোনো গিডো!

গিডো

[বাধা দিয়ে এবং ধাক্কা দিয়ে ভান্নাকে সরিয়ে, ক্রুদ্ধ স্বরে] এসোনা আমার কাছে, দূর হয়ে যাও। স্পর্শ করোনা আমায়। [জনতার দিকে এগিয়ে যায়…জনতা ভয়ে পিছিয়ে যায়] তোমরা শোননি আমার আদেশ, আমি এখান থেকে চলে যেতে বলেছি

তোমাদের—যাও এখনি চলে যাও। তোমাদের আপন গৃহে তোমরা প্রভু। কিন্তু এখানে প্রভু কেবল আমি।···বোর্সো, টরেল্লো। রক্ষীদের ডাকো···! সব পরিষ্কার বুঝেছি। উদরের জ্বালা নিবেছে—তাই এখন মজা লুটতে এসেছো সব এখানে। কিন্তু তা হবে না, কখনও হবে না। আমার সব দিয়ে তোমাদের পেট ভরিয়েছি। তাতেও হয়নি? যাও বলছি, চলে যাও···[ভিড়ের মধ্যে নিঃশব্দ সঞ্চরণ। ধীরে ধীরে জনতা হাল্কা হ'তে লাগ্‌ল] এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দুঃসাহস করোনা। [সবলে মার্কোর বাহু আকর্ষণ করে] তুমিও, তুমিও, তোমাকেই যেতে হবে সবার আগে। সমস্ত অনর্থের মূল তুমি। আমার চোখের জল দেখতে দেব না তোমায়। আমি একা থাকব, একেবারে একা। মৃত্যু-পুরীর নির্জনতায় বসে আমি আমার ভবিতব্যের সাথে মুখোমুখি করব।···

[প্রিন্‌ৎসিভেলের নিশ্চল মূর্তির দিকে তাকিয়ে] কে তুমি অবগুণ্ঠীত মূর্তি? কে? মৃত্যু? লজ্জা? কিন্তু তুমি এখানে কেন? চলে যেতে বলছি, শোনোনি হুকুম? [রক্ষীর হাত থেকে দণ্ড কেড়ে নিয়ে] এমনি শুনবে না? বল প্রয়োগ করতে হবে? অসিতে হাত দিচ্ছ যে। অসি আমারও আছে, কিন্তু তার জন্যে কাজও আছে—তার লক্ষ্য একটি মানুষ···। তোমার মুখে আবরণ কেন? বহুরূপী দেখার সময় নেই আমার···তবু নীরব? জবাব দেবে না? আবার জিজ্ঞাসা করছি, কে তুমি বলো! বলো!···আচ্ছা দাঁড়াও···

[অগ্রসর হয়ে প্রিন্‌ৎসিভেলের মুখের ব্যাণ্ডেজ ছিড়ে ফেলতে উদ্যত হয় গিডো। ভান্না ছুটে এসে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গিডোকে বাধা দেয়]

ভান্না

না না, তুমি স্পর্শ করোনা ওকে···

গিডো

[বিস্ময়ে] ভান্না ! একি । এত শক্তি হঠাৎ কোথায় পেলে তুমি ?

ভান্না

যে আমায় আজ রক্ষা করেছে এ সেই···

গিডো

তোমায় রক্ষা করেছে ? কিন্তু বড় দেরী হ'য়ে গেল···কাজটা মহৎ সন্দেহ নেই···তবে বড় দেরী···

ভান্না

[উত্তেজিত স্বরে] বলতে দাও আমায়, মিনতি করি, একটি কথা দাও বলতে। এই আমায় আজ সর্ব অসম্মান থেকে বাঁচিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে। এবং আজ আমাদের অতিথি, শরণাপন্ন—। আশ্রয় দেব বলে তোমার আমার দুজনের হ'য়ে আমি কথা দিয়েছি। তুমি রাগ করে আছো কিন্তু একটি বার শোনো !

গিডো

এ কে ?

ভান্না

প্রিন্‌ৎসিভেল···

গিডো

কি ? কি বললে ? সেই লোকটা ? সেই প্রিন্‌ৎসিভেল ?

ভান্না

হাঁ সেই তোমার অতিথি এখন। এই আমার ত্রাতা গিডো। আজ তোমার হাতে আপনাকে সঁপে দিতে এসেছে।

গিডো

[মুহূর্তের জন্য যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলল, তারপর একটা প্রচণ্ড উল্লাসে সে মত্ত হ'য়ে উঠল—ভান্না তাকে সংযত করতে পারলনা]

তাই বলো, ভান্না আমার! আঃ বাঁচলাম। কে যেন অমৃত ঢেলে দিলে! আমি বুঝেছি তোমার কৌশল। আমার চোখ খুলে গেছে। এতক্ষণ তো বুঝিনি, মনেও আসেনি এ কথা। অন্য মেয়ে হ'লে, একে হত্যা করতো, যেমন জুডিথ্ করেছিল হলোফারনেস্কে। কিন্তু এ লোকটার অপরাধ হলোফারনেস্-এর চাইতে অনেক বেশী, কাজেই তার শোধ-বোধের হিসেবটাও আর একটু জাঁকালো হবে বৈকি। তাই ওকে নিয়ে এলে তাদেরই কাছে যাদের ও মৃত্যুর মুখে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল! হাত বদল হ'য়ে গেল। যে মারবে সেই মরতে বস্লো। সাবাস্ ভান্না! বাধ্য ছেলেটির মত চলে এল সাথে? সন্দেহ করলেনা পর্য্যন্ত যে যে চুম্বন তুমি ওকে দিলে সে চুম্বন নয়, ঘৃণার দংশন! ফাঁদে পা দিলে এত সহজে! ভালোই হয়েছে—উপযুক্ত বিধান হয়েছে—এত বড় দুষ্কৃতকারীকে লোকদৃষ্টির আড়ালে নির্জন শিবিরে হত্যা করোনি সে ভালোই হয়েছে। তাহলে ওর উপযুক্ত শাস্তি হ'তো না, তা ছাড়া ওকে তো আমরা দেখতে পেতাম না। আমাদের সন্দেহ থেকে যেত। ওর হীন দাবীর কথাই জানে সকলে, অমন দাবীর মূল্যটাও সকলের নিজ চোখে দেখা দরকার। কিন্তু একাজটা করলে কি করে বলতো! কোনো ইতিহাস নারীর এত বড় জয়ের কথা লেখেনি। বলো, বলো, সকলকে বলো তুমি নিজ মুখে। [ছাদে গিয়ে চীৎকার করে] শোনো শোনো সব! প্রিন্ৎসিভেল, আমাদের শত্রু প্রিন্ৎসিভেল, এখানে—এই কক্ষে, আমাদের একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে···

ভান্না

[গিডোকে টেনে আনতে চেষ্টা করে] গিডো! শোনো, শোনো, মিনতি করি, শোনো! ভুল করছ তুমি···

[ভান্নার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে, এবং আরো চীৎকার করে] ছেড়ে দাও, এদের জানতে হবে সব···[জনতাকে লক্ষ্য করে] তোমরা ফিরে এসো সব···পিতা আপনাকেও আস্‌তে হবে···অমন করে স্তম্ভটার পেছনে নিজকে আড়াল কর্‌ছেন কেন? ভেবেছেন স্বর্গ থেকে দেবতা এসে আপনার দুষ্কর্মের রং ফিরিয়ে দেবে—আর অমনি আমার হারানো সুখও ফিরিয়ে দিয়ে যাবে! ফিরে আসুন! বড় আনন্দ! যাদু! যাদু!···শোনো, এ প্রাসাদের প্রত্যেকটি পাথর শোনো—বড় রকম বিস্ময় ঘটে গেল যে—আর আমায় লজ্জায় কোণে গিয়ে মুখ ঢাকতে হবে না—এখন আমি জগতের সামনে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব···আমার মত এত ঐশ্বর্য আছে কার! যে কোন দিন এতটুকু কিছু হারায়নি তারও না···। করো, সকলে ভান্নার জয়গান করো। তোমাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও গাইব···না আমার কণ্ঠ সবার উপরে উঠ্‌বে···[জনতা ভিড় করে ছুটে এল ছাদের দিকে—গিডো তাদের ধরে নিয়ে এল ভেতরে···] দেখার মত জিনিষ দেখবে এসো তোমরা—। বিচার নেই কে বল্লে—আছে বিচার আছে। জানতাম এম্‌নি ধারা কিছু ঘটবেই···কিন্তু এত তাড়াতাড়ি—তা ভাবতে পারিনি। আমি ভেবেছি শত্রুকে খুঁজে ফিরতে হবে আমার বনে, পর্বতে, নগরে, পল্লীতে—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—হয়তো জীবনটাই কেটে যাবে খুঁজতে খুঁজতে···কিন্তু কি আশ্চর্য্য—বিনা আয়াসে, বিনা প্রয়াসে লোকটা এসে ছিটকে পড়ল আমার সামনে, আমাদের সকলের সামনে, একেবারে এই ঘরেই—আমাদের মুঠোর মধ্যে। যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। এত বড় কৃতিত্বের সব গৌরব একা ভান্নার। অন্যায় হতে দেব না—ন্যায় বিচার হবে। [মার্কোর হাত ধরে টেনে এনে]

দেখতে পাচ্ছেন? সামনের এই লোকটাকে দেখছেন?

মার্কো

দেখছি তো, কিন্তু চিনতে পাচ্ছিনে। কে?

গিডো

কেন অদেখা তো নয়! দেখেছেন, কথা বলেছেন··· ওর আজ্ঞা বহন করে নিয়ে এসেছেন···

[প্রিন্‌ৎসিভেল মুখ ফেরাতেই মার্কো চিনতে পারল]

মার্কো

প্রিন্‌ৎসিভেল!! [জনতার মধ্যে চঞ্চলতা]

গিডো

নিঃসন্দেহ। কাছে এসে দেখুন—ছুঁয়ে দেখুন। দেখছেন কি—এ সেই প্রিন্‌ৎসিভেল নয়, যার নামে তুনিয়া কেঁপেছে—এ আজ আমার তুয়ারে ভিখারী। কিন্তু কোন দয়া দেখাব না—এতটুকু মমতা নয়···হীন, পৈশাচিক কৌশলে প্রাণ দেয়ার চাইতেও যা কঠিন, তাই ও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ধর্ম আছে—বিচার আছে—পালাবার পথ নেই। সেই ধর্মই আজ ওকে টেনে এনেছে এখানে আমার কাছে নত-জানু হয়ে ভিক্ষে মাগবার জন্য। এযে যাতুর খেলা! এসো এসো সবাই—আরও কাছে এসো। ভয় কিসের? ওর পালাবার পথ নেই। তাও এই দেখ, দিলাম দরজা বন্ধ করে—কে জানে, এক যাতুতে তো এলো, আবার আর এক যাতু ওকে আমাদের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে না নিয়ে যায়···। কিন্তু এক্ষুণি, এই মুহূর্তে ওর বিচার হবে না—এত তাড়াতাড়ি হ'লে চলবে কেন? ধীরে ধীরে, তিল তিল ক'রে···ওকে অনুভব করতে দিতে হবে··· বন্ধুগণ এ ভয়ঙ্কর লোকটা তোমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে বহু দিন ধরে···তোমাদের এ সংসার থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন

করে ফেলা ছিল ওর পণ। ওরই অত্যাচারের ফলে তোমাদের স্ত্রী-পুত্র আজ পরের দাস···ভালো করে তাকিয়ে দেখ, চিনে নাও অত্যাচারীকে—। তোমাদের পীড়ন করেছে—অমানুষিক···, নির্মম, কিন্তু আমি···আমার উপর যে মার পড়েছে তার তুলনা নেই—।···তবু ওকে তোমাদেরই হাতে তুলে দেব···ও এখন আমাদের সম্পত্তি আমার ভান্নাই ওকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে—যাতে প্রতিশোধের আগুনে আমাদের লজ্জার কালো ঘুচে যায়। তোমরা সাক্ষী থেকো সবাই···ভাল করে বুঝে দেখ—কত বড় বীর্যে এ অসাধ্য সাধন হলো, এত বড় যাদুর খেলা সম্ভব হ'লো। ···ভান্নাকে কেড়ে নিয়ে গেল এ লোকটা—তোমরা বেচে দিলে ভান্নাকে—আমি অসহায়—শক্তিহীনের মত দাঁড়িয়ে দেখলাম—। কিন্তু নালিশ করব না, অভিশাপ দেব না তোমাদের···। আমার যা গেছে, তা যাক্। আমার ক্ষুদ্র সুখের চাইতে আপন জীবনকে বড় ব'লে মানবার অধিকার তোমাদের ছিল বৈ কি। কিন্তু যে বজ্র আমাদের ভালোবাসার 'পর এসে পড়েছিল তাই দিয়েই ভান্না আবার নূতন ভালোবাসার বুনিয়াদ গড়ল। তোমরা ভাঙ্গলে, ভান্না রচনা করল নূতন সৃষ্টি। জুডিস্, লুক্রিস্‌কে ভান্না ছাড়িয়ে গেল। জুডিস আত্মরক্ষা করলে আত্মহত্যা ক'রে, আর লুক্রিস্ করেছিল হলো-ফারনেস্‌কে হত্যা ক'রে। কিন্তু এত বড় দানবের কাছে মৃত্যু হতো নেহাৎ ফিকে—। তাই ভান্না ওকে জ্যান্ত ধরে এনেছে···। কি করে? তারই মুখ থেকে শোন—।

ভান্না

তাই হবে, নিজের মুখেই বলবো আমি···কিন্তু যা বলবো, তার সাথে তোমার কথার যে একবিন্দু মিল থাকবে না।···

গিডো

[বাধা দিয়ে এবং আলিঙ্গন ক'রে] এসো, আগে সকলকে সাক্ষী রেখে আমার ভালোবাসার অর্ঘ্য গ্রহণ করো···[চুম্বন করতে উদ্যত]

ভান্না

[ঠেলে সরিয়ে] না, আগে আমার কথা শোনো। তারপর···। মান-মর্যাদা-সুখের একটা বড় রকম মান-দণ্ড সামনে ধরে অন্ধ হয়ে তার পিছনে ছুট্‌ছ। কিন্তু আজ তোমায় যে কাহিনী শোনাব তা তোমায় দেখিয়ে দেবে কত ভূয়ো তোমার সে মান-দণ্ড। দেখাব —স্বপ্নের নয় খাঁটি বাস্তব মর্যাদা আর খাঁটি বৃহত্তর সুখের রূপ।

তোমার চাইতে ওরাই হয়তো অন্তর দিয়ে আমার কথা শুনবে বেশী—আর বুঝবেও···। গিডো সব ভালো করে জানবার আগে আমায় স্পর্শ ক'রো না তুমি।···

গিডো

[বাধা দিয়ে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করে] হবে, হবে···আমি সব জানি। আগে আমায়···

ভান্না

না, আগেই তোমায় শুনতে হবে। জীবনে অসত্য কখনও উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজের মত এত বড় সত্যও বুঝি বলিনি আর —যে সত্য মানুষ বলতে পারে মাত্র একবার···জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে···। আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ। নূতন করে নূতন চোখ মেলে চাও··এমন করে চাও—যেন স্বচ্ছ-শুভ্র প্রেমের সীমাহীন ভূমা-ময় আকাশের পুবদিগন্তে অচেনা তোমায় আমায় আজ এই ক্ষণে এই মাত্র প্রথম দেখা—শুভদৃষ্টির প্রথম ক্ষণ। এতদিন তোমায় আমায় মিলে যে দিনগুলোর মালা গেঁথেছি—তারি নামে, আমার সত্যকার আমির নামে, আমার মধ্যে যে তুমি রয়েছ তারি

নামে আমি বলছি যা বলবো—এবং আরো বলছি তোমায়, বিশ্বাস করা কঠিন হ'লেও বিশ্বাস করার সাহস রেখো। শোনো···

সামনের এই যে মানুষটা, এরই হাতে আমায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরো আয়ত্বের মধ্যে পেয়েও আমায় স্পর্শ পর্যন্ত করেনি, এতটুকু অসম্মান করেনি। অকলুষ দেহে-মনে আমি ফিরে এসেছি—যেমন বোন আসে সহোদরের কাছ হ'তে···

গিডো

অর্থাৎ ?

ভান্না

অর্থাৎ সে ভালোবাসে আমায়··

গিডো

তাই বলো! এ কথাটি বলার জন্য তোমার এত আড়ম্বর। বুঝেছি তোমার যাদুর জোর কোথায়। তোমার প্রথম কথাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম—প্যাঁচ আছে কোথাও···। কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইনি। আমি ভেবেছিলাম ভয় ও অপমানে তোমায়··· যাক্, ভালো করে বুঝি তাহ'লে।···ঐ লোকটা তোমার কাছেও ঘেঁসেনি, এই কথাই বলতে চাও তুমি! এতটুকু ছোঁয়নি তোমায়।

ভান্না

না।

গিডো

একটি চুম্বনও না···

ভান্না

আমি দিয়েছি তার কপালে একটি চুম্বন—এবং প্রতিদানও পেয়েছি।

গিডো

একথা আমার সামনে উচ্চারণ করতে পারলে তুমি? ভান্না! আজের এ ভয়ানক রাতে কি তুমি সম্বিৎ হারিয়েছ?

ভান্না

আমি যা বলছি, তা অবিমিশ্র সত্য।

গিডো

সত্য! হা ভগবান্! সত্যই তো হাতড়ে বেড়াচ্ছি আমি। কিন্তু সত্য কি এত কঠোর, এত অকরুণ। যে মানুষটা এত বড় দেশদ্রোহিতা করলে নিজের জীবনটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে—সারা পৃথিবী আজ যার অপযশ ঘোষণা করছে শতকণ্ঠে—এবং ঘোর অন্ধকার রাতে সে তোমায় টেনে নিয়ে গেল তার শিবিরে—কেবল ঐটুকুর লোভে—কপালে ওই এক ফোঁটা চুম্বন···! এবং তারই সাক্ষ্য দেবার জন্য তোমার সাথে চলে এলো নির্লজ্জের মত! না, বিচার-বুদ্ধি হারালে চলবে না। দুঃখের ঘায়ে অত নুয়ে পড়লে চলবে কেন? ওই টুকুই যদি ওর একমাত্র চাইবার বস্তু ছিল তবে তার জন্য এতগুলো মানুষকে এমন ক'রে পীড়ন কেন করলে! এমন ক'রে আমাকে নিরাশার একটা কুলহীন, তলহীন কালো সমুদ্রের অথৈ জলে কেন ছুঁড়ে ফেলে দিলে···!! স্বল্পায়ু রাতটা আজ কি দশ বছর পরমায়ু পেলো! এ সুদীর্ঘ তমসার পারে প্রভাতখানির নাগাল্ আমি বুঝি আর পাবো না···। আচ্ছা, এই যদি সে চেয়েছিল, এমন করে আমাদের শোষণ না করেও তো সে পেত···দেবতা বলে, ভ্রাতা বলে তাকে স্বাগত করতাম···। বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার ভান্না!···আচ্ছা তুমি জনতার বিচারই শোনো। [জনতাকে] শুনছ তোমরা! এসব কথা ভান্না কেন বলছে জানিনে। কিন্তু তোমরা তো শুনলে, এখন বিচার করো···। তোমাদের সে প্রাণ বাঁচিয়েছে, কাজেই তোমরা বিশ্বাস করলেও

করতে পার। কে কে 'আছো বিশ্বাসী, এগিয়ে এসো সামনে···
এত বড় মিথ্যাটাকে একটু যুক্তি-বিচার দিয়ে আমাদের বুঝবার মত
করে দাও। সামনে এসো, আর একবার তোমাদের ভালো ক'রে
দেখতেও চাই !!

[একমাত্র মার্কো বেরিয়ে এল। জনতার মধ্যে অস্পষ্ট, অস্ফুট
গুঞ্জন শোনা গেল]

মার্কো

[দ্রুতবেগে সামনে এসে] আমি করেছি আমার মাকে বিশ্বাস।

গিডো

তুমি! আপনি! তুমি তো করবেই! জট পাকিয়েছ তো
তুমি। কিন্তু আর, আর যারা বিশ্বাস করে, কোথায় তারা?
[ভান্নাকে] শুনলে তো! যাদের তুমি যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে
আনলে তারাও তোমার এই সৃষ্টি-ছাড়া কথা বিশ্বাস ক'রে স্বীকার
করতে লজ্জা পাচ্ছে—পাছে লোকে হাসে। দু'চার জন মাথা
নেড়েছিল—তারাও এগিয়ে আসতে সাহস করছে না। এবং
আমিও···

ভান্না

ওদের কাছে আমার দাবী নেই কোনো। ওদের এ কথা বিশ্বাস
করার কোনো হেতুও নেই···কিন্তু তুমি! তুমি যে আমায়
ভালোবেসেছিলে।

গিডো

ভালোবেসেছিলাম বলে তোমার হাতের পুতুল হবো এমন যুক্তি
কে দিলে! যাই হোক, শোনো। খুব শান্ত ধীর, সুস্থ মস্তিষ্কে বলছি।
আমার মনের সমস্ত উত্তাপ একেবারে জুড়িয়ে গেছে···। ওঃ, একটা
বিরাট ঝড় ব'য়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ

বুড়ো হয়ে গেছি। না না রাগ করে বলছি না—কোথায় পাব রাগ? সব উবে গেছে—হাওয়া হয়ে উবে গেছে। এতটুকু তলানীও পড়ে নেই। রাগ নয়,—অন্য কিছু···কি যেন, কি যেন···বুড়ো হয়েছি? না পাগল হয়েছি? জানি না কি খুঁজছি, খুঁজে ফিরছি, আমার অস্তিত্বের সমস্ত অলি-গলি হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছি···। এতদিন যে অফুরন্ত সুখ ছিল আমার মধ্যে, কোথায় গেল তা। আছে, এখনও আছে, সামান্য, নিতান্ত ক্ষীণ এতটুকু আশা আছে···কিন্তু বড় ক্ষীণ, ভয় হয়··· সামান্য এতটুকু একটা কথা হয়ত' ওই পল্‌কা লুতাটুকু ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু তবু নিরাশার নিশ্ছিদ্র তমিস্রার মধ্যে ক্ষুদ্র ওই আলোর রন্ধ্রটি আমায় খুঁজতেই হবে···চেষ্টা করব, একবার শেষ চেষ্টা···। ভান্না, আমি নিজে সব ভালো করে জানবার বোঝবার আগে এই লোকগুলোকে ডেকে এনে ভুল করেছি। আমার বোঝা উচিত ছিল সে দানবটার হীন অত্যাচারের ইতিহাস সকলের সামনে বলা তোমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হবে। জনতার ভিড় থেকে দূরে, একান্ত নির্জ্জনতার নিবিড়ে আমার একেবারে কাছটিতে সরে বসে তবে কঠিন সত্যটা তোমার বুক ছেড়ে বেরিয়ে আসার পথ পাবে। এ আমার বোঝা উচিত ছিল। আমরা সকলেই তো জানি, এদেরও অজানা নেই, তবে লুকিয়ে লাভ কি ভান্না? সময়ও আর নেই, বড় দেরী হয়ে গেছে···উপায়ও নেই আর···বুঝে দেখ ভান্না।

ভান্না

গিডো, আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ—আমার সমস্ত প্রেম সমস্ত শক্তি ও সত্য কি আমার চোখে ভাষা হ'য়ে ফুটে উঠছে না? গিডো, যা বলছি তার প্রতিটি বর্ণ সত্য, বিশ্বাস করো তুমি···আমার দেহে তার স্পর্শও লাগেনি।

চমৎকার ! চমৎকার ! ভান্না, চমৎকার ! গেল···ক্ষীণতম আশার শেষ রশ্মিটুকুও ঐ মিলিয়ে যায়···যে মাটিটুকুর উপর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে তা···। বুঝেছি তোমার ভালোবাসার বরদান ও পেয়েছে। বুঝেছি বাঁচাতে চাও ওকে তুমি। এই সেই তুমি, যাকে আমি ভালোবেসেছিলাম ! এত শীঘ্র তার এ পরিণতি হবে ভাবিনি। কিন্তু ভুল করলে ভান্না, বাঁচাতে পারলে না, তোমার কৌশল ব্যর্থ হ'ল ! [উচ্চে] শুনছ ! শোনো সবাই শোনো, কঠিন পণ একটা···না আর ধরে রাখতে পারছি না নিজকে···অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন···মুঠো যেন আল্‌গা হয়ে আসছে, রাশ পড়ছে খসে···তবুও চেষ্টা, শেষ বারের মত একবার নিজেকে টেনে তুলতেই হবে···এখুনি ভেঙ্গে পড়ব···এক মুহূর্ত···হোক কিন্তু একটা মুহূর্ত··· একটা ছোটো এতটুকু মুহূর্ত···এ আমি অমনি যেতে দেব না কিছুতেই দেব না। শুনতে কি পাচ্ছ তোমরা সবাই···আমার কণ্ঠ কি এত ক্ষীণ হয়ে গেছে ? পৌঁছুচ্ছেনা তোমাদের কাছে ? তবে এগিয়ে এসো কাছে, আরো কাছে। তাকিয়ে দেখ, ভালো করে দেখ, এই যে নারী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওই যে লোকটা···ওরা ভালোবাসে পরস্পরকে···বুঝেছ ? এখন শোনো ভালো করে আমার প্রতিটি কথা, নিক্তিতে ওজন করেছি প্রতিটি কথা···ডাক্তার যেমন প্রতি ঔষধের প্রতিটি বিন্দু হিসেব ক'রে মুমূর্ষু রোগীকে দেয় তেমনি হিসেব করা। শোনো, এদের দুজনকে আমি মুক্তি দিলাম—অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্তি দিলাম। যাবার দ্বার খুলে দাও—ওরা চলে যাক, কেউ বাধা দিওনা, কেউ কেশাগ্র স্পর্শ করোনা···যা চায় সাথে নিয়ে যাক্। তোমরা সরে গিয়ে পথ করে দাও—ইচ্ছে করলে দাও ফুল ছড়িয়ে পথে,কুসুম-পল্লব ওদের পথের কঠিণতাকে নিক হরণ করে। কিন্তু যাবার আগে একটি

দান চাইব—সত্য, কেবল সত্যটুকু ভেঙ্গে দিয়ে যাক্ ওরা—যে সত্যে অসম্ভবের ভেজাল নেই…। সহজ সত্য, সরল সত্য। মুক্তির প্রতিদানে কেবল ওইটুকু আমার দাবী। ভান্না, বুঝেছ, একটি কথা কেবল একটি মাত্র কথা তোমার মুখ থেকে শুনব। এরা সবাই সাক্ষী রইল…

ভান্না

যা একান্ত সত্য তাই বলেছি আমি। আমার দেহে কারো স্পর্শ লাগেনি।

গিডো

আমায় তুমি আরো অকূলে ঠেলে দিলে। আর উপায় নেই, করবারও কিছু নেই। [রক্ষীদের ডেকে ইঙ্গিতে প্রিনংসিভেলকে দেখিয়ে] একে নিয়ে যাও, এ কক্ষের তলায় যে অন্ধ কারাগার আছে তাতে থাকবে বন্দী হ'য়ে। চলো আমিও যাচ্ছি তোমাদের সাথে। [ভান্নাকে] ফিরে এসে এর শেষ কথা কটি তোমায় জানাব। চিরকালের জন্য তোমাদের দুজনের মাঝখানে আজ যবনিকা পড়ে গেল।

ভান্না

[রক্ষীরা প্রিনংসিভেলকে নিয়ে চলল। ভান্না নিমেষে এসে রক্ষীদের মাঝখানে দাঁড়াল] না, না, আমি মিছে কথা বলেছি, মিছে কথা [গিডোকে] শুনছ, মিছে কথা! তুমি যা বলেছ তাই সত্য। [রক্ষীদের ঠেলে দূরে সরিয়ে] চলে যাও তোমরা। এ আমার, আমার অধিকারে হাত দেবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এ আমার সম্পত্তি, একান্ত আমার নিজস্ব সম্পত্তি। সুতরাং শাস্তি যা দেবার দেব আমি নিজ হাতে। তোমরা শোনো সকলে—অরক্ষিত অসহায় পেয়ে ভীরু কাপুরুষ আমায়…

[ভান্নার কণ্ঠ ডুবিয়ে আরো উচ্চ স্বরে] মিথ্যে কথা, আমায় বাঁচাবার জন্য মিথ্যে কথা বলছো···শুনোনা তোমরা···যেমন খুসী আমায় তোমরা পীড়ন করো···

ভান্না

চুপ করো। [জনতার দিকে ফিরে] ভয় পেয়েছে ভীরু কোথাকার। [প্রিন্‌ৎসিভেলের দিকে এগিয়ে এল যেন বাঁধবার জন্য] হাতকড়া, শেকল দাও আমার হাতে। আমার রুদ্ধ কণ্ঠের আগল ভেঙ্গেছে, ভয়ের বাধা খসেছে···মুক্ত কণ্ঠে বলছি···ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, প্রাণ মন দিয়ে ঘৃণা করি এ মানুষটাকে। সুতরাং ওকে শেকল পরাব আমি নিজে। এত কষ্ট সয়ে, এত ছল করে ওকে নিয়ে এলাম এখানে। সুতরাং ওকে বাঁধবার সুখ আমি আর কাউকে পেতে দেব না···[প্রিন্‌ৎসিভেলের হাত বাঁধতে বাঁধতে কাণে কাণে] কথা কয়োনা, কথা কয়োনা! বাঁচবার পথ গিডোই আপন হাতে করে দেবে। গিয়েনেল্লো! গিয়েনেল্লো! আমার গিয়েনেল্লো! গ্রহণ করো আমায়। আমি ভালোবাসি তোমাকে—ভালোবাসি, ভালোবাসি—।···ওঃ শেকল পরাতে হ'লো—। আমার এ হাত দিয়েই খুলে দেব আবার। তারপর চলে যাব—তুমি আর আমি··· [উচ্চ স্বরে, যেন প্রিন্‌ৎসিভেলের কথা বাধা দিয়ে] চুপ্ করো! [জনতাকে] ভিক্ষে চায়···ভিক্ষে—প্রাণ ভিক্ষে! [মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে] দেখছ মুখখানার দশা! আমারই হাতের ছোরা রক্তের অক্ষরে ওর বর্বরতার কাহিনী লিখে রেখেছে কেমন করে,···ভীরু, কাপুরুষ! পিশাচ! [রক্ষীরা প্রিন্‌ৎসিভেলকে নিয়ে যায় দেখে] না, হবে না, আমার বন্দী। দাও ছেড়ে। এ শীকার ধরেছি আমি নিজে—সুতরাং ওর ওপর অধিকার আমার।

গিডো

এ লোকটা এখানে এলোই বা কেন, আর তুমিই বা মিথ্যার আশ্রয় নিলে কেন?

ভান্না

[ইতস্তত করে] মিথ্যার আশ্রয় কেন নিয়েছি জানিনে কেন নিলাম—কিন্তু চাইনি নিতে। তবু বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। এক একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষ হঠাৎ সম্বিৎ হারিয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে মরে···কি যে করে, কি যে বলে সে নিজেই জানতে পারে না··· আমারও তাই হ'লো গিডো। কিযে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। কিন্তু এখন শোনো। এখন তো আমার লজ্জার বাঁধন খসে পড়েছে—এখন পারব বলতে। শোনো, ভয়, ভয় পেয়েছিলাম। তোমার ভালোবাসায় আঘাত লাগবে—তোমার আঘাত লাগবে—তাই ভয় পেয়েছিলাম···! কিন্তু এখন আমি সত্যকে আর চেপে রাখব না— [শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে] প্রিন্‌ৎস্‌িভেলকে এখানে কেন এনেছি? তুমি যা ভেবেছ তা নয়—আমার কল্পনায়ও তা ছিল না। সর্ব সমক্ষে তোমার ও আমার কলংক-মোচনের সাক্ষী ক'রে আনিনি একে—অত মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না আমার। এনেছি তোমায় ভালোবাসি বলে— তোমার প্রতি আমার প্রেম আমায় উদ্বুদ্ধ করলে—তোমার আমার ভালোবাসাকে কলুষ হাতে স্পর্শ করলে যে তার শাস্তি মৃত্যু···সহজ মৃত্যু নয়—কঠিন, নিষ্ঠুর মৃত্যু, ভয়ানক বড়ো রকমের মৃত্যু! সহজ মরণের ফাঁকে বেঁচে যেতে ওকে দেব না···তাই এনেছি···আর···আর···আর চেয়েছিলাম—এই ভয়ংকর রাত্রির ভীষণতর স্মৃতি আজের অন্ধকার-বিলুপ্তির সাথে সাথেই যেন তোমার চিত্ত থেকে মুছে যায়—তাই চেয়েছিলাম···অন্ধকারের গোপনে নিজের হাতে এই হাত দুখানা দিয়ে নেব প্রতিশোধ···তিলে তিলে···বহুদিন ধরে···বড়ো ভয়ানক

মৃত্যু দিয়ে···বুঝেছ ? একটু একটু করে···ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ওর দেহ হ'তে রক্ত ঝরার সাথে সাথে ওর পাপ যেন ঝরে যায়··· । আসল সত্যটা থাকতো তোমার অগোচর···এবং আমার তোমার মাঝখানে ভয়ানক অশরীরি ছায়াটা আসতো না।···স্বীকার না করে পারছিনে, আমার ভয় ছিল প্রকৃত সত্য তুমি সহ্য করতে পারবে না, এবং তোমায় আমি হারাব। আমি জানি ভুল বুঝেছি, মিছে আমার আশংকা··· । কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করবে এ যেন কেমন আশা করতে পারিনি। এখন তো গোপন কিছুই আর থাকল না। আঘাত থেকে তোমায় বাঁচাতে চেয়েছিলাম—পারলামনা তা··· । [জনতাকে] তোমরা সবাই শোনো—শুনে তারপর আমার বিচার করো। আগে যা বলেছি সব মিথ্যে—কেন বলেছি ? বলেছি গিডোর মুখ চেয়ে, আমাদের ভালোবাসার মুখ চেয়ে—পাছে গিডোকে হারাই সেই ভয়ে। কিন্তু এখন সত্য কথা বলব। এ লোকটাকে হত্যা করতেই চেয়েছিলাম—ওর মুখের ওই ক্ষত চিহ্নই তার সাক্ষী। ও আমার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলে—অসহায় হলাম আমি। তারপর—পণ করলাম সহজে দেব না মুক্তি—প্রতিশোধ চাই—প্রতিহিংসা চাই। হাসি দিয়ে ভোলালাম। নির্বোধ অবলীলায় মরণের মুখে নিজে থেকে হেটে চলে এল যেন। চুম্বনের ফাঁদে এসে ধরা দিলে—বিশ্বাস করলে আমায়—এবং তারপয় মেষশাবকের মত পেছন পেছন চলে এল এখানে। এখন আমার এই কোমল হাতের কঠিন মুষ্টির মধ্যে ও নিষ্পেষিত হবে···আমি আপন হাতে মৃত্যুর বরদান দেব ওকে।

গিডো

ভান্না !

তাকাও, তাকাও, পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাও। কি পাগল লোকটা দেখেছ? বললাম ভালোবাসি আর অমনি বিশ্বাস করে ফেললে চোখ বুজে। এখন নরকের দ্বার পর্যন্তও হয়ত ও আমার সাথে চলে আসবে। ভগবান্ সাক্ষী, জগৎ সাক্ষী—আমি ওকে কিনে এনেছি—পরম মূল্য দিয়ে কিনে এনেছি—। সুতরাং এ আমার, আমার সম্পত্তি। [টলে পড়তে গিয়ে একটা স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল]···ধরো আমায়, দাঁড়াতে পারছিনা আর—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ, এত উল্লাস প্রতিশোধে! কিন্তু এত উল্লাস সইবার শক্তি আমার যে নেই···[মার্কোকে] পিতা, যতদিন না শক্তি ফিরে পাই, এ বন্দীর ভার আপনার···। ওর স্থান হ'লো আজ থেকে—কারাপ্রাচীরেরঅন্ধকারে—সংসার থেকে, আলো থেকে, মানুষ থেকে দূরে মাটির নীচের অন্ধ-কারাগার—কেউ যাবেনা সেখানে, কোনো মানুষ না···। চাবিটা থাকবে আমার কাছে। আমায় এনে দিন চাবি, এই মুহূর্তে। কেউ তোমরা এ বন্দীকে স্পর্শ করবেনা, কাছে যাবে না কেউ—এর একমাত্র অধিকারিণী আমি। শাস্তি দেব আমি নিজ হাতে। গিডো বুঝেছ তুমি? ওর ওপর তোমাদের কারো কোনো অধিকার নেই। পিতা, ভালো করে জেনে যান—এ বন্দীর জন্য কৈফেয়ৎ দিতে হবে আপনাকে। এর রক্ষার ভার আপনার হাতে—আজ যেমনটি আপনার হাতে তুলে দিলাম—যেদিন চাইব ঠিক এমনই যেন দেখতে পাই। [প্রিন্‌ৎসিভেলকে নিয়ে গেল] বিদায় প্রিন্‌ৎসিভেল! আবার দেখা হবে।

[সৈনিকগণ নির্মম ভাবে প্রিন্‌ৎসিভেলকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। মার্কো ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়াল। ভান্না চীৎকার করে কাঁপতে

কাঁপতে এলিয়ে পড়ে। মার্কো ছুটে আসে—তার দুই বাহুর মধ্যে ভান্না এলিয়ে পড়ে]

মার্কো

[ভান্নার কাণের কাছে মুখ নিয়ে নীচু স্বরে] মাগো। বুঝেছি, বুঝেছি তোর মিথ্যার মহিমা। অসাধ্য সাধন করেছিস তুই···যা তুই করেছিস্ তা যত বড় অন্যায়, ততবড়োই ন্যায়···। হোক্ অন্যায়—। জীবনটা তো মিথ্যে নয়, তার সবখানিই যে সত্য। নিজকে তুলে ধর মা—দুর্বলতা এখন নয়। আবার যে মিথ্যা বলতে হবে। কারণ গিডো তোর মিথ্যাকে বিশ্বাস করেনি—[গিডোকে ডেকে] গিডো, ভান্নার চেতনা ফির্ছে। চোখ খুলছে, খুঁজছে তোমায়।

গিডো

[ছুটে গিয়ে ভান্নাকে বুকে টেনে নিয়ে] ভান্না আমার··· প্রীতিময়ী, দীপ্তিময়ী···। দেখ বাবা, অধরে একটু হাসি ফুটে উঠছে। ভান্না আমিতো সন্দেহ করিনি তোমায়। সব তো চুকে বুকে গেছে। আমি ভুলে যাব সব। প্রতিশোধের তীর্থ জলে সব ধুয়ে যাবে। ভুলে যাও ভান্না, একটা দুঃস্বপ্ন চলে গেল।

ভান্না

[চোখ খুলে ক্ষীণ স্বরে] কোথায় গেল? মনে পড়েছে···পড়েছে ···দাও, দাও, কই, কারাগারের চাবি আমায় দাও। আমার হাতে, আর কারো হাতে নয়···

গিডো

রক্ষীরা ফিরে এলেই চাবি তোমায় দেব লক্ষ্মী, তারপর যা তোমার ইচ্ছে ক'রো।

ভান্না

চাবিটা আমিই রাখব। কারো হাতে দেবনা···সম্পূর্ণ আমার

অধিকারে থাকবে চাবি, নইলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না···
না আর কারো···হ্যাঁ, ঠিক বলেছ একটা দুঃস্বপ্ন···একটা দুঃস্বপ্নই
কেটে গেল···এবারে সময় হয়েছে···সুখ-স্বপ্ন নেমে আসবে···
আসবে, আসবে ভারী সুন্দর সুখের স্বপ্ন······

—০×০—